পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 208 Friday, 28 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২০৮ সংখ্যা ❋ ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১, শুক্রবার, ২৮ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কাউকে বেকার করার অধিকার আমার নেই, একমাস সময় দিচ্ছি মমতা

‘মেয়েরা রাজভবনে যেতে ভয় পাচ্ছে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ গত দু'দিন ধরেই বুলডোজার অভিযান চলেছিল কলকাতা ও আশপাশের নানা এলাকায়। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী ফুটপাত জবরদখল নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করার পরেই রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল পুরসভা ও পুলিশ। কিন্তু আজ, বৃহস্পতিবার নবান্নে ফের মিটিং করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, এভাবে বুলডোজার চালিয়ে রাতারাতি হকার উচ্ছেদ তিনি চাননি। বললেন, 'হকারদের আমি ভালইবাসি।' এদিন শহরে হকার উচ্ছেদ নিয়ে নির্দিষ্ট পলিসি ঠিক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গড়ে দেন কমিটিও। স্পষ্ট নির্দেশ দেন, হকারদের রুটিরুজি রক্ষা করেই যা করার করতে হবে সরকারকে। এ জন্য হকারদেরও তিনি একমাস সময়ও দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে কোনও উচ্ছেদ হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী এদিন নির্দেশ দেন, গত দু'দিনে যে হকারদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করতে হবে। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা কিনা তা দেখে, তাঁদের সত্যিই আর কোনও রোজগারের পথ আছে কিনা সে কথা বিবেচনা করে, দরকারে অন্য জায়গায় দোকান করতে দিতে হবে। তিনি বলেন, ''হকার উচ্ছেদ আমার লক্ষ্য নয়। আমি হকারদের যথেষ্ট ভালবাসি। রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা ঘটলে, ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটলে, হকার ভাইরা সবার আগে এগিয়ে যান। ফুটপাতে ৫০০০ টাকার জিনিস ৫০০ টাকায় পাওয়া যায়।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''যেদিন সিপিএমের আমলে অপারেশন সানশাইন করে সব ভেঙে দিচ্ছিল, তখন আমি ওদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।'' তাই হকারমুক্ত ফুটপাত গড়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আমি একটা সিস্টেম তৈরি করতে বলেছি। হকারিটাও একটা ব্যবসা। তাঁদের পরিবারের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। যত এরকম হকারদের বাজার আছে, তার একটা লিস্ট হবে। বেশি খরচ হয় না, এক-দেড় কোটি খরচ করলে একটা ভাল মার্কেট হয়ে যাবে। আমি প্ল্যান হাতে পেলে একটা ফান্ড অ্যালট করতে পারি। গরিব মানুষদের আনাজ বিক্রির জন্যও বাজার করে দেওয়া যায়। হকার জোন বিল্ডিং, হকার স্টল এবং বাজার তৈরি করা হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি হকারদের বসার জায়গা দেব। কিন্তু কেউ যদি বলে গ্র্যান্ডের পাশেই বসব, তা হবে না। আজ থেকে সার্ভে শুরু হবে হাতিবাগান, গ্র্যান্ডের সামনে, নিউমার্কেটের সামনে, কর্পোরেশনের সামনে। অফিসারদের বলছি, দেখুন কীভাবে সর্টআউট করা যায়, সিস্টেমেটিক করা যায়।'' গত দু'দিন ধরে চলা উচ্ছেদপর্ব মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, ''আমি বুলডোজার হাতে নিয়ে যেতে

হকারদের থেকে তোলা আদায় করতে পারবে না পুলিশ ও নেতারা, গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি মমতার

বলছি না। ববি, মলয় (মজুমদার), অরূপ, অতীন, দেবাকে বলছি এটা দেখতে।'' তিনি বলেন, ''অন্য জায়গায় বসতে হবে দরকার হলে। লোকে সব বাজারেই যায়। আমরা দরকারে বড় বিল্ডিং করে দেব। রাস্তার হকারদের একতরফা দোষ না দিয়ে, কিছু বিল্ডিং তো আমরা করতে পারি। বা বাজার হয়তো আছে, দোতলা, সেটাকে তো আমরা চারতলা করতে পারি। এই কাজের একটাই ডিপিআর হবে। এমন নয় যে আলাদা আলাদা এলাকার জন্য আলাদা আলাদা ডিপিআর করা হবে আর টাকা খাওয়া হবে।'' এর পরে তাঁর নির্দেশ, ''আমি তিনমাস সময় দিচ্ছি হকার জোন করার জন্য। দয়া করে আমার কাছে প্ল্যানটা পাঠান। রাজীব একটা পোর্টাল তৈরি করবে। কোথায় হকিং জোন হবে না হবে।'' সরকারি জমি জবরদখল নিয়ে সোমবার বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকের পর কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগরে হকার ও জবরদখল উচ্ছেদ শুরু হয়ে যায়। হকার তুলতে কোথাও কোথাও পে-লোডার ও বুলডোজার নামানো হয়। আজ ফের সমস্ত পুরসভার মেয়র, জেলা শাসক ও পুলিশ কর্তাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বৈঠক ডাকেন। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আগে টাকা নিয়ে রাস্তায় হকার বসাবে, তার পর বুলডোজার দিয়ে তুলে দেবে। এ আমার নীতি নয়। হকারদের জীবন ও জীবিকার জন্য রাজ্যে আইন রয়েছে। ১০৪৫টি ন্যাচারাল মার্কেট। ৪৭৮৭ হেরিটেজ মার্কেট চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্যের ১২৮টি আর্বান লোকাল বডি এলাকায় হকার ভেন্ডিং কমিটি তৈরির কথা বলা হয়েছে। এবার সেই কমিটিকে নজর রাখতে হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''হকার বাজার দেখতে সুন্দর করতে হবে। ফায়ার ফ্রি মেটিরিয়াল দিয়ে স্টল করে দিন। ববিকে বলছি, স্টলগুলোর জন্য মেটেরিয়াল রাখার আলাদা ব্যবস্থা করা হোক, যেখানে সবাই তাদের জিনিসপত্র রাখবে। একটা ডেডিকেটেড বিল্ডিংয়ে তারা তাদের জিনিস রাখবে। একটা সিস্টেম তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকটা হকার জোনের পাশে একটা করে বিল্ডিং থাকবে, যেখানে হকার ভাইরা তাদের জিনিস রাখবে।'' এদিন হকারদের সমর্থনে তিনি আরও বলেন, ''কাউকে বেকার করে দেওয়ার অধিকার আমার নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু হকারি করে খায়।'' বরাহনগর ও ভগবানগোলার উপ নির্বাচনে জিতেছেন তৃণমূলের দুই প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার। কিন্তু তাঁরা এখনও বিধায়ক পদে শপথ নিতে পারেননি। কারণ, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বক্তব্য তাঁদের রাজভবনে এসে শপথ নিতে হবে। এ কথা বলে দিল্লি চলে গেছেন আনন্দ বোস। এদিন তা নিয়েই তীব্র ক্ষোভ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''এ আবার কী! বিধায়ক পদে ওঁরা শপথ নিতে পারছেন না। হয় স্পিকার শপথ নেওয়াবেন, নাহলে ডেপুটি স্পিকার। উনি আটকে রাখবেন কেন!'' এর পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''রাজভবনে যা কীর্তি চলছে, তাতে মেয়েরা যেতে ভয় পাচ্ছে।'' রাজ্যপাল আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে রাজভবনেরই এক অস্থায়ী কর্মচারী শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ তদন্ত করছে। রাজ্যপাল আবার তা অস্বীকার করে বলেছেন, সব ভিত্তিহীন অভিযোগ।

হাইকোর্টে বড় স্বস্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, নিষ্পত্তি হল মামলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ ভোট আবহে সাধুদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা বিতর্ক তৈরি হয়। সেই ইস্যুতেই মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার মামলার নিষ্পত্তি করে দিল আদালত। এটি জনস্বার্থ মামলা বলে মনে হচ্ছে না, এমনটাই পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের। ফলে আদালতে কার্যত স্বস্তি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধুদের নিয়ে মন্তব্যের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেই মামলার এদিন নিষ্পত্তি করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের

ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এটা পুরনো গল্প। হলফনামা দেখে জনস্বার্থ মামলা বলে মনে হয়নি। অন্য কোনওভাবে অভিযোগ জানাতে পারেন বা অন্য আদালতে যেতে পারেন, এমনটাও বলেছেন বিচারপতি। লোকসভা ভোটের প্রচার চলাকালীন কামারপুকুরের সভা থেকে বহরমপুরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজকে নিশানা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, ''সরাসরি রাজনীতি করে দেশটার সর্বনাশ করছেন, তাঁদের আমি সাধু বলে মানি না।'' রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন মন্দিরের রাজনীতির সঙ্গে যোগ নিয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন সাধুদের একাংশ। কলকাতায় পদযাত্রাও করেন তাঁরা। বাগবাজার সারদা মায়ের বাড়ি থেকে বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা।

হকার ইস্যুতে এবার রাজীব কুমারকে বড় দায়িত্ব মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ কিছুদিন আগেই তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের সচিব রাজীব কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এবার হকার-পোর্টাল তৈরিতে সেই রাজীব কুমারেই ভরসা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকার জোন তৈরি সংক্রান্ত পলিসি তৈরির ভার পড়ল রাজীব কুমারের উপরই। পলিসি তৈরি করে তা মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, মেয়র, পুর ও নগরোন্নয়ন সচিবকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, রাজীব একটা পোর্টাল তৈরি করবে। হকিং জোন-নন হকিং জোন করবে। যাঁদের পুলিশ ইতিমধ্যেই সরিয়েছে তাঁদের ঠিকানা খোঁজ করো। যদি সত্যিই তাঁরা গরীব হন, তাঁদের প্রয়োজন থাকে, তাহলে তাঁদের আমি অন্যত্র ব্যবস্থা করে দেব। একইসঙ্গে মমতা বলেন, ''কেউ যদি মনে করে গ্র্যান্ডের সামনেই বসব, চলবে না। ওখানে বড় বড় তারকারা আসেন। অনেক ভিআইপি আসেন। তারপর কিছু হলে দেখবেন এরাই কিছু করে এনআইএ পাঠাবে।'' প্রসঙ্গত, চলতি বছর রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে রাজীব কুমারকে বসানো হয়েছিল। যদিও ভোটের আবহে বদলে দেওয়া হয় ডিজিকে। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি দফতর সচিব পদে রাজীব কুমার। শোনা গিয়েছিল, সন্দেশখালির ভিডিয়ো-বিতর্ক নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি দফতরের সচিবের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন মমতা। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী সেদিন এক বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তথ্য ও প্রযুক্তি দফতর কী কাজ করছে? রাজীব কুমার কী করছেন? সেই রাজীব কুমারকে এবার হকার ইস্যুতে পোর্টাল তৈরিতে বড় দায়িত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘দু'টো গাল চড় খেতে খেতে তো লাল হয়ে গেল’, কাকে ধুয়ে দিলেন সব্যসাচী?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ বিধাননগরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে এবার বিস্ফোরক চেয়ারম্যান বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত। সরাসরি মেয়রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন চেয়ারম্যান। সব্যসাচী দাবি করেন, বিধাননগরে যে অবৈধ নির্মাণ চলছে, তার দায়ভার তিনজনের। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং প্ল্যান, কমিশনার ও মেয়রের। সব্যসাচীর কথায়, আজও বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। বিধাননগর পুরনিগমে যে নির্মাণ হচ্ছে আইনত কম, বেআইনি বেশি। এর দায় ক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং প্ল্যান, তলার অফিসার, তারপর কমিশনার ও সর্বোপরি মাননীয়া মেয়রের। ২০১৫ সালে বিধাননগর পুরনিগম হয়। ২০১৫ সালেই পুরনিগমের মেয়র পদে বসেন সব্যসাচী দত্ত। ২০১৯ সালের জুলাই অবধি এই পদে ছিলেন তিনি। সব্যসাচীর দাবি, ''দায়িত্ব নিয়ে আমি বলতে পারি সেই সময় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জিরো টলারেন্স অবস্থানে ছিলাম আমি। কোথাও বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে শুনলে আমি সময় দিতাম না। আইন মেনে ডেমোলিশ করে দিতাম।'' সব্যসাচীর কথায়, তিনি মেয়র থাকাকালীন চার বছরে আদালত থেকে একটা মামলার জন্যও ভর্ৎসনা শুনতে হয়নি। সব্যসাচী বলেন, ''এখন তো রোজ আদালত ঘাড়ধাক্কা দিচ্ছে। দু'টো গাল চড় খেতে খেতে তো লাল হয়ে গেল।'' প্রসঙ্গত, গত সোমবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সল্টলেক-সহ একাধিক জায়গায় পুর পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। বিধাননগর নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও মমতার কড়া বার্তা প্রসঙ্গে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর বক্তব্য ছিল, ''দিদি যদি বকেনও, সেটা আমার কাছে আশীর্বাদ। সেটা আমার কাছে শিক্ষা। সেটাকে আমি সংশোধন করব।'' তবে প্রাক্তন মেয়র সরব বর্তমান মেয়রের ভূমিকা নিয়ে।

১ জুলাই থেকেই দেশে কার্যকর ন্যায় সংহিতা, ঘোষণা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৭ জুনঃ ২৭ জুন, বৃহস্পতিবার সংসদের উভয় সভার যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অষ্টাদশ লোকসভা গঠনের পর এটিই সংসদে রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণ। তাঁর ভাষণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোদি সরকারের সাফল্যে ভূয়সী প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য ফুটে ওঠে। উত্তর-পূর্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সহ বিভিন্ন সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা, ১ জুলাই থেকে চালু হবে ন্যায় সংহিতা। বলেন, ''১ জুলাই থেকে ন্যায় সংহিতা চালু হবে। ব্রিটিশ আমলে গোলামি ব্যবস্থায় শাস্তির বিধান ছিল। সেই আইন বদলের সাহস দেখিয়েছে সরকার। এবার শাস্তির বদলে ন্যায়ে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সিএএ-এর অধীনে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে।'' উল্লেখ্য, 'বিতর্কিত তিন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এখনই কার্যকর করবেন না' কয়েক দিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, নৈতিক ভাবে কেন্দ্রে এই আইন এখনই কার্যকর করা উচিত নয়। গত বছরের শেষদিকে পুরনো ফৌজদারি আইনের পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয়

সাক্ষ্য বিল কেন্দ্র পাশ করায়। তিন আইনকে একসঙ্গে ন্যায় সংহিতা বলা হয়। এই নয়া আইন কার্যকর করা নিয়ে বিরোধীরা বিস্তর আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু সেইসব আপত্তি উড়িয়ে দিয়েছিল কেন্দ্র। ১ জুলাই থেকে ওই তিন আইন কার্যকর হবে দেশজুড়ে বলে জানানো হয়েছিল। ২৭ জুন সংসদে ভাষণেও বিষয়টিতে সিলমোহর দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এছাড়াও রাষ্ট্রপতির প্রথম দিনের ভাষণে উঠে এল নিটের প্রশ্নফাঁস কাণ্ড। প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে দলমত নির্বিশেষে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। বলেন, ''সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস দুর্নীতি সামনে এসেছে। এই বিষয়ে দলমত নির্বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। কঠিনতম শাস্তি দিতে হবে অভিযুক্তদের।'' উভয় কক্ষে ভাষণের সময় অসম প্রসঙ্গ উঠে আসে দ্রৌপদী মুর্মুর কণ্ঠে। তবে মণিপুর নিয়ে তিনি নীরবই রইলেন। বলেন, ''ভারত উত্তর-পূর্ব ভারতে স্থায়ী শান্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সরকার। বুলেট ট্রেনের করিডরের জন্য কাজ চলছে। উত্তর-পূর্ব বারতের উন্নয়নের জন্য চার গুণ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। যোগাযোগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটনের বিকাশ হয়েছে। উত্তর-পূর্বে শান্তি ফেরাতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে সরকারের তরফে। গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নে কাজ করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতা বেড়েছে। আবাস যোজনাও হচ্ছে। মহিলাদের আয় ও সম্মান বাড়ুক চায় সরকার।''

রাজভবনে যেতে নিরাপদ বোধ করছি না, বললেন সায়ন্তিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ চিঠির পর চিঠি দেওয়া-নেওয়া হলেও এখনও শপথ নিয়ে জটিলতা রয়ে গিয়েছে সদ্য নির্বাচিত প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকার ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শপথ না নেওয়ায় এলাকায় কাজও করতে পারছেন না তাঁরা। বুধবার থেকে ধরনায় বসতে শুরু করেছেন তাঁরা। বিধানসভার পর বি আর আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে ধরনা শুরু করেছেন তাঁরা। এরই মধ্যে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন সায়ন্তিকা। এদিন নবান্নে সভাঘরে বৈঠক চলাকালীন মমতা বলেছেন, ''রাজভবনে কেন সবাই যাবেন? রাজভবনে যা কীর্তি-কেলেঙ্কারি ঘটছে, তাতে মেয়েরা যেতে ভয় পাচ্ছে, আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে।'' মমতার এই মন্তব্য নিয়ে সায়ন্তিকাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, ''ঠিকই বলেছেন। আমরা ছোট, তাই বলতে চাইনি। ওঁর চেয়ারের সম্মান রেখে বলতে চাইনি। সন্দেহ তো একটা ছিলই।'' সন্দেহ কেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন সায়ন্তিকা। তিনি জানিয়েছেন, মেইলে ও স্পিড পোস্টে রাজভবনের তরফে গত ২১ তারিখ চিঠি গিয়েছে তাঁর কাছে। কিন্তু ভগবানগোলার জয়ী প্রার্থী রেয়াত হোসেনের কাছে চিঠি যায় তারও ২-৩ দিন পর। সায়ন্তিকার প্রশ্ন, স্পিড পোস্ট যদি যেতে দেরীও হয়, রেয়াত হোসেনের কাছে কেন মেইলটাও পৌঁছল না সেদিন? কেন তাঁর একার কাছেই গেল মেইলটা? বরানগরের জয়ী প্রার্থী আরও বলেন, ''সত্যিটা বলছি। উনি সংবিধান মানছেন না, নিয়মও মানছেন না। এই ভয় না থাকলেও আমি যেতাম না। উনি শপথবাক্য পাঠ করাতে বিধানসভায় আসবেন, অথবা স্পিকারকে বলবেন।'' এদিন দুপুরে বৃষ্টি ভিজতেও ভিজতেও ধরনায় বসে ছিলেন সায়ন্তিকারা। তবে কোনও সুরাহা এখনও হয়নি।

শিশিরের বিরুদ্ধে কুণালের মানহানির মামলায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা তথা প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সেই মামলায় বিচার প্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তার মেয়াদ আরও বাড়ানো হল। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের নির্দেশ, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে শিশিরের বিরুদ্ধে সমন জারির নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা নগর দায়রা আদালত। ওই মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন শিশির। গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতের বিচার স্থগিত করে দেন হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবার তা আরও বৃদ্ধি পেল। শিশিরের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে কুণালের অভিযোগের প্রেক্ষিতেই সংঘাতের সূত্রপাত। তৃণমূল নেতা প্রশ্ন তুলেছিলেন নির্বাচন কমিশনে ২০০৯ সালের

লোকসভা ভোটে শিশিরের জমা দেওয়া হলফনামা নিয়ে। কুণালের দাবি, সেখানে শিশির তাঁর মোট সম্পত্তি ১০ লক্ষের বলে জানান। কিন্তু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জমা দেওয়া ঘোষণাপত্রে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বলে জানান। আবার ২০১৯ সালে কমিশনে নতুন জমা দেওয়া হলফনামায় দেখা যায় শিশিরের সম্পত্তি ৩ কোটির। কী করে এই 'ওঠাপড়া' চলল, তা নিয়ে তদন্ত দাবি করে কেন্দ্রকে চিঠি লেখেন কুণাল। অভিযোগ, এর পাল্টা কুণালকে 'জেলখাটা আসামি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন শিশির।

অবশেষে সুখবর দিল হাওয়া অফিস! কবে বর্ষা ঢুকবে? জানাল হাওয়া অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ জুন শেষ হতে চলল। তবু এখনও ঠিকভাবে বর্ষা প্রবেশ করল না দক্ষিণবঙ্গে। সেই একঘেয়ে ভ্যাপসা গরম। বাইরে বেরলে কার্যত নাজেহাল অবস্থা হতে হচ্ছে সকলকে। বর্ষা কবে আসবে এ প্রশ্ন করতে করতে এখন হয়ত আশাই ছেড়ে দিয়েছে দক্ষিণবঙ্গবাসী। তবে এরই মধ্যে সুখবর দিল হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি বায়ু। বৃহস্পতিবার জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও হয়। সপ্তাহের শেষে বৃষ্টি বাড়ার ইঙ্গিত রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। শনিবার দক্ষিণের ৯ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। রবিবার দক্ষিণের তিন জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আর মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতায়। জুলাইয়ের শুরুতেও ভাল বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। আর উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলবে। শুক্রবার ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টি হবে। সব জেলার বেশিরভাগ অংশেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। কয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। উল্লেখ্য, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা না এলেও উত্তরে কিন্তু বর্ষা আগেই ঢুকেছে। বিভিন্ন জেলাগুলিতে একটানা বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ভারী বৃষ্টি হওয়ার দরুণ নাজেহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গবাসীর। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। তবে মালদহ ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।

‘রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করার দরকার নেই’ মমতার মন্তব্য শুনে বললেন বিচারপতি সিনহা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী, তবে চার ঘণ্টার জন্য, কলকাতা হাইকোর্টে জানাল রাজ্য সরকার। রবিবার সকাল ১০টা থেকে চার ঘণ্টার জন্য শুভেন্দু সেখানে ধর্নায় বসতে পারেন বলে জানানো হয়েছে। শুভেন্দুর আইনজীবী যদিও জানিয়েছেন, তিনি শনিবার ধর্নায় বসতে চান। মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে লাগাতার রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তুলে আসছে বিজেপি। সেই নিয়েই রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসতে চান শুভেন্দু। বিষয়টি নিয়ে জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। রাজ্য জানায়, ১৪৪ ধারা জারি থাকায় রাজভবনের বাইরে ধর্নায় বসার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এর পাল্টা বিজেপি'র তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তোলা হয়। কয়েক মাস আগে অভিষেক রাজভবনের বাইরে অবস্থান কর্মসূচি করলে, শুভেন্দু কেন পারবেন না, প্রশ্ন তোলা হয়। সেই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই এদিন আদালতে রাজ্য জানায়, রাজভবনের সামনে চার ঘণ্টার জন্য ধর্নায় বসতে পারেন শুভেন্দু। রবিবার সকাল ১০টা থেকে চার ঘণ্টার জন্য তাঁকে অনুমতি দেওয়া যাতে পারে। এর পাল্টা শুভেন্দুর

রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসতে পারেন শুভেন্দু, তবে ৪ ঘণ্টার জন্য, আদালতে জানাল রাজ্য

আইনজীবী জানান, শনিবার ধর্নায় বসতে চান বিরোধী দলনেতা। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এর পর জানান, ৭ জুলাই যা কি না রবিবার, সেই দিন শুভেন্দুতে ধর্নার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এর পর রাজ্যের এজি কিশোর দত্ত জমাম, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা হাতে পেয়ে আদালতকে জানাবেন তিনি। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। শুভেন্দু রাজভবনের বাইরে ধর্নায় বসতে পারেন কি না, তা ওই দিনই ঠিক হয়ে যাবে। এদিন নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে এ নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে অভিষেক যখন রাজভবনের নর্থ গেটে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান, সেই সময় ১৪৪ ধারা জারি ছিল না। এখন সেখানে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। যাঁরা এত কথা বলছেন, তাঁদের বিষয়টি জেনে রাখা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাই কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য এদিন চার ঘণ্টার জন্য ধর্নায় অনুমোদনের কথা জানালে, কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ''কিছুক্ষণ আগেই মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বলেছেন, তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভের সময় রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা ছিল না।'' রাজ্য আবার আদালতে জানিয়েছে, ওখানে ১৪৪ ধারা ছিল। তাহলে কোনটা ঠিক? এদিনই শুভেন্দুর মামলা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার কাছে উল্লেখ করেন শুভেন্দুর আইনজীবী। তিনি বলেন, ''পুলিশমন্ত্রী কীভাবে এই মন্তব্য করতে পারেন?'' এ কথা শুনে বিচারপতি সিনহা বলেন, ''রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করার দরকার নেই। আদালতে এজি যা বলেছেন সেটাই বিশ্বাস করুন। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে বিভ্রান্তি বাড়ে। রাজনৈতিক মামলার জেরে বাকি মামলারও ক্ষতি হয়ে যায়।'' এরপর রাজ্য জানায়, আগামী রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রাজভবনের সামনে ধরনার অনুমতি পেতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু আগামী রবিবার প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান থাকায় ধরনায় বসতে চাইছেন না শুভেন্দু। পরের রবিবার অর্থাৎ ৭ জুলাই অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কি না, তা রাজ্যকে জানাতে বলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এজি কিশোর দত্ত জানিয়েছেন, রাজ্যের কাছ থেকে নির্দেশিকা নিয়ে আদালতকে জানাতে হবে।

গুরুতর অসুস্থ প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবানি,বয়সজনিত সমস্যায় গুরুতর অসুস্থ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ অসুস্থ বিজেপির প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানি।গত বুধবার গভীর রাতে দিল্লির এইমসে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণে তাঁর চিকিৎসার প্রযোজেন দেখা দেয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৯৬ বছর বয়সি প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।তিন মাস আগেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লালকষ্ণ আদবাণীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে ভারতরত্ন পুরস্কার তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ অনেকেই নেতার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন সেদিন।ভারতীয় রাজনীতিতে লালকৃষ্ণ আদবাণীর অবদান বহু। ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থানে তিনি অন্যতম পুরোধা। ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত একাধিক দফায় বিজেপি সভাপতি ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবাণী। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশের উপপ্রধানমন্ত্রীর পদও সামলেছেন তিনি। আজ অযোধ্যার যে রামমন্দির নিয়ে এত চর্চা, সেই রাম জন্মভূমি আন্দোলনেরও অন্যতম মুখ ছিলেন আদবাণী।দিল্লির এইমস থেকে ছুটি পেলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। বৃহস্পতিবার এইমস থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে আডবাণীকে। এখন অনেকটাই সুস্থ আছেন প্রবীণ এই বিজেপি নেতা। প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীকে বুধবার গভীর রাতে দিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয়।বার্ধক্য জনিত সমস্যার কারণে তাঁর চিকিসার প্রয়োজন দেখা দেয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৯৬ বছর বয়সী প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন। চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার আডবাণীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

হাওড়ার লিলুয়ায় গ্যাস থেকে আগুন স্কুলে, দুই শিক্ষিকা গুরুতর জখম

হাওড়া, ২৭ জুন ঃ হাওড়ার লিলুয়ায় মিড ডে মিলের রান্না করতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ছড়াল স্কুলে। গুরুতর জখম হয়েছেন দুই শিক্ষিকা। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে লিলুয়ার সারদামণি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে প্রাথমিক স্কুলে যখন প্রার্থনা হচ্ছিল, সেই সময় শব্দ শোনা যায়। তার পরই দেখা যায় স্কুলের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে।স্কুলের শিক্ষকের কেউ কেউ দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখেন, প্রধান শিক্ষিকা তাপসী গোস্বামী এবং সহ শিক্ষিকা এমিলি সাহা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ছটফট করছেন। স্কুলের অন্য শিক্ষিকেরা এবং স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকলে। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। গুরুতর জখম অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ দুই শিক্ষিকাকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ৭৯ হাজারের গন্ডি অতিক্রম করলো শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৭ জুন ঃ ঝড়ের গতিতে ছুটছে শেয়ার বাজার। নজির গড়ে প্রথমবার সেনসেক্সের সূচক পেরলো ৭৯ হাজার পয়েন্ট। বৃহস্পতিবার সকালে এই নজির গড়ে শেয়ার বাজার। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ইতিহাসে প্রথমবার এই নজির গড়ল সেনসেক্স। একই সঙ্গে সর্বকালের সেরা সূচকে পৌঁছে গিয়েছে নিফটিও।এদিন সকালে বাজার খোলার পর থেকেই উর্ধ্বমুখী ছিল সেনসেক্স এবং নিফটির সূচক। মূলত ব্যাঙ্কিং এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলোর শেয়ারে বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকেই নয়া নজির গড়ে সেনসেক্স। ৩৩৯.৫১ পয়েন্ট বেড়ে প্রথমবার ৭৯ হাজার ছুঁয়ে যায় সূচক।

ভারতবর্ষ যে হিন্দুরাষ্ট্র নয়,লোকসভা ভোটই প্রমাণ করেছে,বিজেপিকে তোপ অমর্ত্য সেনের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারত ।তাকে বলপূর্বক হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করা উচিত নয়। ভারত যে হিন্দুরাষ্ট্র নয়, সাম্প্রতিকতম লোকসভা ভোটের ফলেই ভারতীয় ভোটারদের সেই মতের প্রতিফলন হয়েছে। ভারতে পা রেখেই গত বুধবার কেন্দ্রের নতুন বিজেপি সরকারকে বিঁধলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের জেলবন্দি করার যে অভিযোগ ওঠে, তা-ও শোনা গিয়েছে অমর্ত্যর মুখে। তবে এ জন্য দেশে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসও দায় এড়াতে পারে না বলে মনে করেন অমর্ত্য।অমর্ত্য সেন বলেন,রামমন্দির প্রসঙ্গে ‘ ভারতবর্ষ যে হিন্দুরাষ্ট্র নয়, ভারতীয় ভোটারদের সেই মতের প্রতিফলন ঘটেছে।'' অমর্ত্যর কথায়, ‘ অনেক খরচ করে বড় মন্দির বানিয়েছে। এর দু'টো দিক আছে। একটা হল, ভারতবর্ষকে হিন্দুত্বের নিরিখে দেখা। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসুর দেশে এটা হওয়ার কথা নয়।'' এই প্রসঙ্গেই দেশে ধনী-গরিবের অসাম্য বাড়ার কথা উল্লেখ করেও বিজেপি সরকারকে নিশানা করেছেন অমর্ত্য। তিনি বলেন,ধনীদের উপর নির্ভরশীলতা বেশি, দরিদ্রদের অবহেলা করার প্রথা বহু দিন ধরেই এই সরকারে চলছে। যে মন্ত্রিসভা হয়েছে, তা আগের মন্ত্রিসভার মতোই। মন্ত্রীরা সব একই। একটু রদবদল হলেও, রাজনৈতিক ভাবে যাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা এখনও শক্তিশালী।''অমর্ত্য এই সরকারের আমলে বিনা বিচারে জেলে রাখার অভিযোগ তুলেছেন। তবে এ জন্য কংগ্রেসেরও দায় রয়েছে বলে তাঁর মত। তাঁর কথায়, ‘ যখন ছোট ছিলাম, আমার কাকা, তুতো ভাইদের অনেকেই জেলে ছিলেন। আমাদের আশা ছিল, ভারত স্বাধীন বলে বিনা বিচারে জেল বন্ধ হবে। সেটা যে বন্ধ হল না, তাতে কংগ্রেসেরও দোষ আছে। তারা এটা বদলায়নি। তবে এখনকার সরকার সেটাকে বেশি ব্যবহার করছে।''দেশের অর্থনীতি নিয়েও নিজের মত জানিয়েছেন অমর্ত্য। তিনি বলেন, ‘ বেকারত্ব বাড়ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য অবহেলিত। বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অবহেলার যোগ আছে। কংগ্রেস এবং বামপন্থী নিয়ে আপত্তির কথা তুলতে পারি। তবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি এই বর্তমান সরকারের আমলে। আমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার।''এ বার লোকসভা ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। বিরোধীরা আগের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। এই পরিস্থিতিতে আশাবাদী অমর্ত্য। তিনি বলছেন, ‘নির্বাচনের ফলে কিছু পরিবর্তন হবে, এটা তো আমাদের আশা খুবই আছে ভারতবর্ষে। রাজনীতির দিকেও খোলা মন হওয়া দরকার। বিশেষত ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। আমাদের সংবিধানও ধর্মনিরপেক্ষ। সেটাকে একটা হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করাটা সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি।''

‘চাইলে নির্বাচন কমিশনের চাকরি করতে পারেন’,মমতার মুখে খোদ মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের পর থেকেই লোকসভা ভোটের পর থেকেই মমতা বাংলায় অবাঙালিদের ভিড় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, কখনও সরকারি জমি দখল নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন, কখনও আবার ফুটপাতের বেদখল নিয়ে চিন্তা। মুখ্যমন্ত্রীর ’ধমক’ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ-প্রশাসন।আর এবার খোদ মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে শুনতে হল মুখ্যমন্ত্রীর ’ধমক’। উপনির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র বা মহকুমায় আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। এই আবহে সরকারি প্রকল্পের কাজ আটকে আছে বহু জায়গায়। এই নিয়ে নবান্নের বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা। এর জবাবে নাকি মুখ্যসচিব নির্বাচন কমিশনের বিধির উল্লেখ করেছিলেন। এরপরই নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ’তাহলে চাইলে নির্বাচন কমিশনেরই চাকরি করতে পারেন।’ মমতার প্রশ্ন, যেখানে ভোট সেখানে ছাড়া রাজ্যের বাকি জায়গায় কেন কাজ আটকে আছে?নবান্নে বুধবারের বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে উদ্দেশ্য করে লাগাতার ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু সরকারি প্রকল্প আটকে থাকা নয়, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়েও আমলাদের কড়া কড়া প্রশ্ন করেন মমতা।এর আগে গত সপ্তাহে নবান্নে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, সরকারি কর্মীদের মধ্যে দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে বেড়ে চলা জমি মাফিয়াদের দাদাগিরি নিয়েও সেদিন ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মমতা। এর আগে সংদেশখালি থেকে শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘটনায় বঙ্গ রাজনীতিতে জোর ঝড় উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে জমি মাফিয়াজের নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা। এরপর থেকেই রাজ্য জুড়ে অবৈধ দখলে থাকা ফুটপাথ উদ্ধার করতে দোকানদারদের উচ্ছেদ করার অভিযান চলছে।এর আগে জুন মাসের শুরুতে রাজ্য সরকারের সব দফতরের মন্ত্রী, সচিব, যুগ্মসচিব, জেলাশাসক, পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকেই একাধিক আধিকারিকের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই দফতরের সচিব রাজেশ পাণ্ডেকে কাজ নিয়ে সতর্কও করেন মমতা।এদিকে সমবায় সচিব কৃষ্ণা গুপ্তার বারংবার দিল্লি সফর নিয়ে নাকি সেই বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মমতা। এদিকে তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের সচিব রাজীব কুমারকে বকুনি শুনতে হয় মমতার। এর পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষা বিভাগের কাজ নিয়ে দফতরের সচিব অনুপ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে মমতার রোষের মুখে পড়েন পঞ্চায়েত দফতরের সচিব পি উলগানাথন। আর উপনির্বাচনের মুখে মমতার রোষের মুখে পড়লেন খোদ স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মুখ্যসচিব।

অতি বৃষ্টি ও ভূমিধ্বসে বিপর্যস্ত নেপাল! ২৪ ঘণ্টায় মৃত ১৪

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত ২৪ ঘণ্টায় নেপালে ভারী বৃষ্টি, ভূমিধস এবং বজ্রপাতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভূমিধসের কারণে অন্তত আটজন এবং বজ্রপাতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যার ফলে প্রাণ হারিয়েছেন একজন।জেলাশাসক বুদ্ধ বাহাদুর গুরুং জানিয়েছেন যে, লামজুং জেলায় রাতভর একটানা বৃষ্টিতে ভূমিধসে ভেসে গিয়েছে তিনটি বাড়ি।ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির মুখপাত্র ডিজান ভট্টরাই বলেছেন, ২৬ জুন আমরা ৪৪ টি মামলা রেকর্ড করেছি। যার মধ্যে ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ভূমিধসে আটজন. বজ্রপাতে পাঁচজন এবং বন্যায় ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ভূমিধসের কারণে দুজন এখনো নিখোঁজ, আহত হয়েছেন আরও কমপক্ষে ১০ জন।নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্ষা শুরুর পর ভারী বর্ষণ ও ভূমিধসের কারণে এখনও পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময় বজ্রপাতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্ষার কারণে ৩৩ টি জেলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৭ দিনে ১৪৭ টি বৃষ্টি সংক্রান্ত ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, প্রতি বছর নেপালে ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের কারণে শত শত মানুষ মারা যায়। এই পরিস্থিতি জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ষা মৌসমে দেশের বেশিরভাগ পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণ।বুধবার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে লামজুয়ে। সেখানে ভূমিধসে পাংচজনের মৃত্যু হয়। ওখালধুঙ্গাতে একজন এবং কাস্কিতে দুজনের মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত ভূমিধসে এই দুটি মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। বন্যার কারণে একজনের মৃত্যুর কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ২৬ জুন বর্ষার মরসুম শুরু হওয়ার পর থেকে মোট ২৮ জন মারা গিয়েছেন। এই সময়েই ৩৩টি জেলা প্রভাবিত হয়েছে। একই সময়ের ব্যবধানে ভূমিধসে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এতে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৪ জনের।নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনেই চলতি বছরে নেপালে বর্ষা এসেছিল। কিন্তু শুরু থেকেই অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে মৃত্যুর হার বেড়েছে। গত ১৩ জুন বর্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল নেপালে। এই মরশুম প্রায় তিন মাস স্থায়ী হবে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে।সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টি এবং ভূমিধসের কারণে চলতি বছর বর্ষার মরশুমে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন মানুষ বিভিন্ন অপ্রিয় ঘটনার দ্রাবা প্রভাবিত হতে পারেন। প্রতি বছর বর্ষার সময় ভূমিধস এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

বৃষ্টিতে বেহাল দশা অযোধ্যার রামপথেরও, গর্ভগৃহে জল চুঁইয়ে পড়ার পরে নতুন বিভ্রাট

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ উদ্বোধনের ৬ মাস পরই নানা সমস্যার মুখে পড়েছে অযোধ্যার রাম মঃিদর। বর্ষা ঠিকমতো শুরু হওয়ার আগেই অল্প বৃষ্টিতে মন্দির চুঁইয়ে জল পড়ার ঘটনা সামনে এসেছে। এবার ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হল রামপথও। বুধবার রাতের কয়েক পশলা বৃষ্টির পরই রামপথের একটা বড় অংশের পিচ উঠে যায়। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ। গত ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দি উদ্বোধন করেছিলেন। তার আগেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার ‘ যুদ্ধকালীন তৎপরতা’য় হনুমানগড়ী থেকে রামমন্দিরগামী সঙ্কীর্ণ পথটিকে দু’পাশের বাড়িঘর ভেঙে চওড়া করেছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ রামপথ। পাঁচ মাসের মাথায় প্রথম বৃষ্টিতেই ধস নামায় সেই রাস্তার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল।এর আগে সোমবার রামলালার গর্ভগৃহের ছাদ থেকে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়তে শুরু করেছে বলে জানান রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধান পুরোহিত সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন, ‘ প্রথম বৃষ্টিতেই রামলালার মূর্তি স্থাপন করা গর্ভগৃহের ছাদ ফুটো হতে শুরু করেছে। বিষয়টিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং কী ঘাটতি রয়েছে, তা খুঁজে বার করে মেরামত করা উচিত।''মন্দিরের নিকাশি ব্যবস্থা অপ্রতুল বলেও সোমবার অভিযোগ করেন সত্যেন্দ্র। তিনি বলেন, ‘মন্দির থেকে জল বার করার কোনও জায়গা নেই। বৃষ্টি আরও বাড়লে মন্দিরে পূজার্চনা করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'' এর পরে শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র দাবি করেন,

সুস্থ হলেন অতিশী, লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন দিল্লির জলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন দিল্লির জলমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী, তবে এখনও নিজের পায়ে সেভাবে হাঁটতে পারছেন না। শরীরে রয়েছে ক্লান্তি। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে অতিশী মারলেনাকে। হুইল চেয়ারে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। তারপর হুইল চেয়ার থেকে উঠে ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়ে বসেন।দিল্লিতে জলের সঙ্কট ও হরিয়ানা থেকে জল সরবরাহ ইস্যুতে অনশনে বসেছিলেন অতিশী। অনশনের চার দিনের মাথায় অসুস্থ হয়ে পানে দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি-র নেত্রী অতিশী মারলেনা। ২৫ জুনগভীর রাতে তাঁকে দিল্লির লোকনায়ক জয়প্রকাশ (এলএনজেপি) হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সুস্থ হয়ে ওঠায় বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

৩০ জুন পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ অস্বস্তিকর গরমে পর এবার স্বস্তি ফেরার অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের নানা অংশে বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে আর কে পুরম, রাও তুলারাম মার্গ, সরিতা বিহার প্রভৃতি এলাকায়। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে আগামী কিছু দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ২৮ থেকে ৩০ জুন ভারী বৃষ্টি হতে পারে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, ২৮ ও ২৯ জুন পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ২৮ থেকে ৩০ জুন

চলন্ত ট্রেনে যাত্রীর উপর যাত্রী-সহ ‘ আপার বার্থ’পড়ল,ঘাড় ভেঙে মর্মান্তিক মৃত্যু কেরলের প্রৌঢ়ের! কী বলল রেল?

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রী-সহ ‘ আপার বার্থ’ বা উপরের আসন মাথায় পড়ে মৃত্যু হয়েছে কেরলের এক প্রৌঢ়ের।কেরল থেকে নয়া দিল্লিগামী এর্নাকুলাম-হজরত নিজামুদ্দিন মিলেনিয়াম সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের এই ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে রেলের বিরুদ্ধে। একটি মামলাও রুজু করেছে রেল পুলিশ তবে এই ঘটনায় রেলের সাফাই, এসও কোচের ৫৭ নম্বর বার্থে যে যাত্রী ছিলেন তিনি ঠিকমতো বার্থটিকে চেইনের সঙ্গে আটকাতে পারেননি। তাই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাঝের সিটটি ভেঙে পড়েনি, খুলে গিয়েছে।সূত্রের খবর, মৃত যাত্রীর নাম আলি খান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। গত সপ্তাহে বন্ধু মহম্মদের সঙ্গে তিনি দিল্লি যাচ্ছিলেন স্লিপার কোচে চড়ে। নীচের সিটে বসে থাকার সময় আচমকা তাঁর উপরে ভেঙে পড়ে মিডল বার্থটি। গুরুতর আঘাত পান আলি। ঘাড় ভেঙে যায় তাঁর। ট্রেন থামলে তাঁকে নামিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঘাড়ের অস্ত্রোপচারও করা হয়, তবে শেষরক্ষা হয়নি। তিনি মারা যান। মালাপ্পুরমের পোন্নানির বাসিন্দা আলি খান পেশায় এলআইসি এজেন্ট ছিলেন। দিল্লি এবং আগ্রা ঘুরতে যাচ্ছিলেন বন্ধু মহম্মদের সঙ্গে। দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবেননি, এটাই শেষ যাত্রা হবে তাঁর। ১৬ জুন সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, উপর, নীচ এবং মাঝের তিনটি বার্থেই যাত্রীরা শুয়ে ছিলেন। নীচের সিটে ছিলেন আলি। আচমকা প্রচণ্ড শব্দ হয় এবং মাঝের বার্থটি যাত্রী-সহ ভেঙে নীচের বার্থের উপরে পড়ে। বার্থ এবং যাত্রীর মিলিত ওজন সোজা এসে পড়ে ওই প্রৌঢ়ের উপর।তেলেঙ্গানার ভিতর দিযে. ট্রেনটি যাচ্ছিল তখন। সহযাত্রীরা বিষয়টি টিটিইকে জানালে, আরও অনেকক্ষণ পরে ট্রেন থামে বলে অভিযোগ। শেষমেশ ওয়ারঙ্গল স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে আলিকে হায়দরাবাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেঙ্গল নিয়ে সপা সাংসদের মন্তব্যে তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ সংসদে ফের মাথাচাা দিয়ে উঠল সেঙ্গল বিতর্ক। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকেই সেটি রয়েছে সংসদে। যদিও সেটি সংসদ থেকে সরানোর আর্জি জানিয়ে প্রোটেম স্পিকারকে চিঠি লেখেন সমজাবাদী পার্টির সাংসদ আর কে চৌধুরী। তাঁর দাবি, সেঙ্গল আসলে রাজতন্ত্রের প্রতীক। এটি ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মানায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। তাই সেঙ্গলকে সরিয়ে সেই জায়গায় সংবিধানের কপি রাখা উচিত। আর সপা সাংসদের এই বক্তব্যের পরেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা সপা সাংসদকে প্রশ্ন করেছেন, ‘ যদি রাজতন্ত্রের প্রতীক হয়, তাহলে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কেন সেটি গ্রহণ করেছিলেন? তিনি কি সেই প্রতীক ও রাজতন্ত্রকে মেনে নিয়েছিলেন?’। বিজেপির শরিক দলের নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, ‘ কংগ্রেস ও তাঁর শরিকরা সবসময় ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে। এই মানুষেরা ইতিবাচক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। শুধুমাত্র বিভেদ সৃষ্টি করতে জানে।’ স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটনের হাত থেকে এই সেঙ্গলটি জওহরলাল নেহেরুর কাছে তুলে দিয়েছিলেন সাদিয়াপা স্বামী। এমনটাই বলছে ভারতের ইতিহাস।

বর্ষা নিয়ে ফের সুখবর দিল আইএমডি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ বর্ষা নিয়ে ফের সুখবর দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আরও কিছুটা অগ্রসর হল বর্ষা। আইএমডি জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তর আরব সাগরের অবশিষ্ট অংশ, গুজরাটে আরও অগ্রসর হয়েছে রাজস্থানের আরও কিছু অংশ, মধ্যপ্রদেশের বেশিরভাগ অংশে অগ্রসর হয়েছে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের আরও কিছু অংশ বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ উত্তরাখণ্ডের বেশিরভাগ অংশ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাবের কিছু অংশে বর্ষা বিস্তার লাভ করেছে। রাজস্থানের আরও কিছু অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরও অগ্রগতির জন্য পরিস্থিতি

বৃষ্টিতে স্বস্তি রাজধানীতে, কেরলে বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃএকটানা তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে মিলল রেহাই। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি দিল্লিতে। ফলে সামান্য কমলো তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দিনভর মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টি হবে দিল্লিতে। চলতি সপ্তাহের শেষেই বর্ষা প্রবেশ করতে পারে দিল্লিতে। সেক্ষেত্রে তাপপ্রবাহ থেকে রাজধানীর বাসিন্দারা রেহাই পেতে পারেন। জুলাইয়ের শুরুতেই উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে বর্ষা ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টির কারণে বৃহস্পতিবারও কেরলে ভোগান্তি হয়েছে বাসিন্দাদের। ছয় জেলায় বন্ধ রয়েছে স্কুল, কলেজ। কয়েকটি জেলায় অতি ভারি বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছে মৌসম ভবন।

কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এএপি-র, সিবিআই-কে অপব্যবহারের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ আবগারি মামলায় ইডি-র পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সিবিআই-এর হাতে কেজরিওয়াল গ্রেফতার হতেই ক্ষোভে ফুঁসছে তাঁর দল আম আদমি পার্টি। এবার সিবিআই-এর বিরুদ্ধে অপব্যবহারের অভিযোগ এনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কেজরির দল এএপি।এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং, সন্দীপ পাঠক এবং দলের অন্যান্য নেতারা সিবিআই-র যাতে কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, যখন সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জামিন মঞ্জুর হওয়ার কথা ছিল, যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে তাঁর মুক্তির সমস্ত সম্ভাবনা ছিল, সেই সময়ে কেজরিওয়ালকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে, তাই আমি মনে করি এটি স্বৈরাচারের একটি খুব বড় উদাহরণ। তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা উচিত, এসব বন্ধ হওয়া উচিত এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

সৌজন্যের নজির, সংসদ চত্বরে করমর্দন শাহ-অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ বৃহস্পতিবার অধিবেশন শুরুর আগে দেখা গেল সৌজন্যের ছবি। সংসদের ভিতরে যতই একে অপরপক্ষকে রাজনৈতিক ইস্যুতে তুলোধনা করুক না কেন, সংসদ-কক্ষের বাইরে সৌজন্যে কোনও ঘাটতি দেখা গেল না বৃহস্পতিবার। এদিন সংসদ চত্বরে অমিত শাহর সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে।জানা গেছে, অমিত শাহ যখন সংসদে প্রবেশ করতে যান, সেই সময় সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অখিলেশ যাদব। সংসদ চত্বরে দুই দলের নেতার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে, সৌজন্য দেখান শাহ-অখিলেশ দুজনেই। একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করতে দেখা যায় উভয়কেই।

বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবিতে অনড় পালানিস্বামী, অনশনে বসলেন বিরোধী দলনেতা

চেন্নাই, ২৭ জুন ঃতামিলনাড়ুর কাল্লাকুরুচি জেলায় বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবিতেই অন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা ই কে পালানিস্বামী। সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে অনশনে বসলেন তিনি। বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবিতে এদিন সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে অনশনে বসেছেন পালানিস্বামী। এআইএডিএমকে নেতা সি বিজয়ভাস্কর বলেছেন, বিধানসভায় আমরা কথা বলতে পারছি না, এই ঘটনার মূল খুঁজে বের করতে হবে। এ জন্য সিবিআই একমাত্র এজেন্সি, আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। ডি জয়কুমার বলেছেব, বিষমদ কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি আমরা, সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, বিধানসভায় আমাদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

নিট মামলায় পাটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই, বলদেব ও মুকেশকে জেরা

পাটনা, ২৭ জুন ঃনিট-ইউজি পরীক্ষার পেপার ফাঁস মামলায় দু’জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে দু’জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এই মামলায় বৃহস্পতিবার পাটনা থেকে মনীশ প্রকাশ ও আশুতোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে সিবিআই-এর পক্ষ থেকে এমটাই জানানো হয়েছে।এর আগে বুধবারই সিবিআই-এর হাতে ধৃত বলদেব কুমার ওরফে চিন্টু ও মুকেশ কুমারকে সিবিআই হেফাজতে পাঠায় বিশেষ সিবিআই আদালত। ওই দু’জনকে নিয়ে পাটনার অফিসে এসে পৌঁছয় সিবিআই। সূত্রের খবর, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তাপপ্রবাহ থেকে স্বস্তি, বৃষ্টি গাজিয়াবাদে

গাজিয়াবাদ, ২৭ জুনঃ তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে খানিক মুক্তি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বৃষ্টির দেখা মিললো গাজিয়াবাদের কিছু অংশেও। রাজধানী দিল্লির পর অস্বস্তিকর গরম থেকে খানিক স্বস্তি গাজিয়াবাদে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে গাজিয়াবাদের কিছু এলাকায়।প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের নানা অংশে বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে আর কে পুরম, রাও তুলারাম মার্গ, সরিতা বিহার প্রভৃতি এলাকায়। এমতাবস্থায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, হরিয়ানা,

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮জুন মার্টঃশুক্রবার, ১৩ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৩ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৩ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৫৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৭ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃশরীর বেশী ভাল না থাকতে পারে। বায়ু-অম্ল অর্জীণ ও শ্লেস্মাজনিত দৈহিক ক্লেশভাগের আশঙ্কা অমূলক নয়।

বৃষভ রাশিঃযারা আপনাকে ভালোবাসেন এবং যত্ন করেন তাদের সাহচর্যে যথেষ্ট সময় কাটান। ভালোবাসার লোককে হতাশ করবেন না- পরে আপশোষ করতে হবে।

মিথুন রাশিঃ যেহেতু আপনি কিছু অসুবিধার সামনা করতে পারেন তাই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখুন-অন্যথায় এটি আপনাকে কিছু গুরুতর ঝামেলায় ফেলতে পারে।শুভদিন।

কর্কট রাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার এবং উপঢৌকন পাবেন।

সিংহ রাশিঃ পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি কাটিয়ে উঠুন। কারও সাথে পরামর্শ না করে আজ আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত নয়।

কন্যা রাশিঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন।। সংসারে শান্তি

তুলারাশিঃসামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন।

ধনু রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।

মকর রাশিঃসামাজিকতার ভয় আপনাকে বলহীন করে তুলতে পারে। এটি সরাতে আপনার আত্ম-সম্মানকে উৎসাহিত করুন।

কুম্ভ রাশিঃব্যবসায় সাফল্য। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে আজ থেকে।

মীন রাশিঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। যদিও আপনার আঙ্গুল গলে টাকা বেরিয়ে যাবে-তাহলেও আপনার

বসিরহাটে দুঃ সাহসিক চুরি

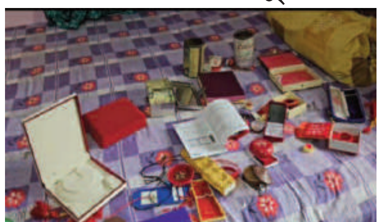

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৭ জুনঃ বাড়িতে কেউ না থাকারও সুযোগে বাড়ির গেটের তালা ভেঙে দরজা ভেঙে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। বসিরহাট থানার পুরাতন বাজার পাড়া এলাকার ঘটনা। বাজারপাড়া এলাকার পারভেজ হাফিজ নামে এক ব্যক্তি তার পরিবারের অসুস্থতার কারণে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে যান এবং সেই বাড়িতে যে ভাড়াটিয়া আছে তারাও দু দিনের জন্য আত্মীয়র বাড়িতে যান ।

সেই সুযোগে নিচের গেটের তালা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতীরা এবং ভাড়াটিয়ার ঘরে আলমারি ভেঙ্গে সোনার গয়না ও টাকা পয়সা নেয় , এরপর দোতালায় ওঠে এবং সেখানে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তিনটি আলমারি ভেঙ্গে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে চলে যায় তারা। বাড়ির মালিক এবং ভাড়াটিয়া মিলে প্রায় ১৭ ভরি সোনা এবং ১৪ হাজার টাকা আর বেশ কিছু ব্রিটিশ আমলের রুপোর কয়েন, সবমিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সামগ্রী খোয়া গেছে বলে অভিযোগ। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পারভেজ। অভিযোগের ভিত্তিতে সরজমিনের খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট থানার পুলিশ।

টাকী যোগতীর্থের উদ্যোগে বিশ্ব যোগাদিবস উদযাপন টাকীতে

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৭ জুন ঃ আন্তর্জাতিক বিশ্ব যোগ দিবস উদযাপন উপলক্ষে টাকীতে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনী টাকী যোগ তীর্থের। ২১ শে জুন বৃষ্টি বিঘ্নিত বিকালে স্থগিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত টাকী যোগ তীর্থের অনুষ্ঠান। এদিন সেই স্থগিত অনুষ্ঠানের ই-সূচনা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। টাকী থুবার মোড় ত্রি মোহিনী টাকী ইছামতী সংলগ্ন স্থান ঘুরে এই শোভাযাত্রা এসে পৌঁছায় টাকী বিপ্লবী সংঘের মাঠে। সেখানে যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনী সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে যোগ তীর্থের ছাত্র ছাত্রী রা।

বেআইনি উচছেদ অভিযানে গিয়ে মহিলাদের বাধার মুখে পুলিশ প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ২৭ জুনঃ আমরা লক্ষীর ভান্ডার চাই না, ব্যবসা করে খেতে চাই। সোনারপুরে বিক্ষোভ দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কাছে করজোড়ে অনুরোধ মহিলাদের। বেআইনি দখল সরাতে গিয়ে সোনারপুরে বাধার মুখে পুলিশ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সোনারপুর বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। আর শুরু হতেই বাধা দেন মহিলারাই। তাদের বক্তব্য এই ব্যবসা করে তারা যেমন সংসার চালান তেমনি বাচ্ছাদের পড়ার খরচও চালাতে হয়। তাই তাদের যাতে উচ্ছেদ না হয় সেই দাবি জানান তারা। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ থাকলেও ফের শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। এব্যাপারে জানা যায় সরকারি নির্দেশ মেনে বেআইনি দোকান পাঠ উচছেদ করা হচ্ছে।

কারখানায় তোলাবাজির অভিযোগ, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সহ ধৃত ৪

কলকাতা, ২৭ জুনঃ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরই তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। হাওড়ার কারখানায় তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হন তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সমস্য। পাশাপাশি গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি সহ মোট চারজন। চারজনকে গ্রেফতার করে ডোমজুড় থানার পুলিশ। অভিযোগ, ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্স এলাকার একটি কারখানায় গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার পুলিশ ধৃতদের হাওড়া আদালতে পেশ করেছে। পুলিশ জানায়, ধৃতেরা হল জগৎবল্লভপুরের কেশপুর পঞ্চায়েতের সদস্য সাদ্দাম মোল্লা এবং শাহিদ মোল্লা, জসিমুদ্দিন মোল্লা ও হাবিব খান। বাকি ৩ জনই তৃণমূলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অভিযোগ, জালান কমপ্লেক্সের একটি লোহার কারখানায় গিয়ে ধৃতেরা মোটা অঙ্কের তোলা চায়। ওই টাকা না দিলে তারা খুনের ও মারধরের হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ৪ জনকেই গ্রেফতার করে। এই বিষয়ে জগৎবল্লভপুরের তৃণমূল বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ বলেন, দল এই বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবে। এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে সবাইকে কঠোর শাস্তির জন্য পুলিশকে বলেছি। আমরা কোনওভাবেই এই ধরনের কাজকে বরদাস্ত করব না।

৮০ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ২৭ জুন ঃ মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড় করতে রাজ্য সরকার আরও ৮০ হাজারের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে ৮ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবেন। নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই এই ৮০হাজার ২৭০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে জুন মাসের মধ্যে ৪০১৩টি গোষ্ঠী তৈরির কাজ শেষ হবে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের ৩৬ হাজার ১২১টি, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩২হাজার ১০৯টি এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে আরও ৮০২৭টি গোষ্ঠী তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফের নিজামে ডাক পড়ল বিধায়ক তাপস-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রীকে তলব সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহাকে তলব করেছিল সিবিআই। প্রায় দু'বার নিজাম প্যালেসে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। এবার তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ইতি সাহাকে তলব কেন্দ্রীয় এজেন্সির। তাপসকে আগেই বেশ কয়েক বার নিয়োগ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। তাঁর বাড়িতে চালানো হয়েছে তল্লাশিও। বৃহস্পতিবার তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ইতিকেও সমন পাঠিয়েছে সিবিআই। তাপসকে আগেই বেশ কয়েক বার নিয়োগ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। তাঁর বাড়িতে চালানো হয়েছে তল্লাশিও। বৃহস্পতিবার তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ইতিকেও সমন পাঠিয়েছে সিবিআই। গত শুক্রবারই তাপসকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে। সেই দিন তাপসের কণ্ঠস্বরের নমুনাও সংগ্রহ করে সিবিআই। তার সাত দিনের মধ্যেই তাপস-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রীকে তলব করায় নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, নিয়োগ মামলায় কি তবে নতুন কোনও সূত্র হাতে এল সিবিআইয়ের। উল্লেখ্য, এর আগে তাপসের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এসেছিল সিবিআই।

২০২৩ সালের এপ্রিলে সেই তল্লাশি অভিযান চলাকালীন তাপস-ঘনিষ্ঠ ইতির বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'জনের বাড়ি থেকেই তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। সিবিআই তল্লাশি অভিযানের পর ফিরে গেলে সেই আনন্দে তাপসের বাড়িতে মাংস-ভাতের ভোজও দেওয়া হয় তাঁর অনুগামীদের। ইতিও তখন বলেছিলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'কাকু ফিরে আসবেন'। যদিও শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগ তাপসের পিছু ছাড়েনি। শুক্রবার তাপসের কণ্ঠস্বর পরীক্ষার পর এ বার তাপস ঘনিষ্ঠ তথা নদিয়ার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইতিকেও ডেকে পাঠালেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, ইতি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সরকারি স্কুলে স্কুলের পোশাক সরবরাহের ব্যবসায় যুক্ত। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও করে থাকেন।

প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই পুজো-প্রস্তুতির খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৭ জুন ঃ পুজো আসতে এখনও বাকি কয়েকমাস। তবে এখন থেকেই পুজোর আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, এবার পুজোয় কে কী করছে খোঁজ নাও। পরে যেন স্ট্যাম্পেডের মতো পরিস্থিতি না হয়। মাথায় রেখো, এবারও বাইরে থেকে প্রচুর লোক আসবে। বিগত কয়েকবছর ধরেই দুর্গাপুজোয় একাধিক মণ্ডপে থিমের টানে ব্যাপক ভিড় হয়েছে। দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজ সম্মান পেয়েছে।

তারপর থেকেই পুজোয় বিদেশিদের আনাগোনা বেড়েছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তারজন্য অন্তত সাড়ে ৩ মাস আগে থেকেই পর্যটন সচিবকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা।

হাফলঙে জেলা পথ সুরক্ষা সমিতির পর্যালোচনা বৈঠক

হাফলং, ২৭ জুনঃ ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ঘটনা রোধ করতে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহন করলেও দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েই চলছে পাহাড়ি জেলায়। এনিয়ে বৃহস্পতিবার হাফলং জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা পথ সুরক্ষা সমিতির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে ছিলেন জেলা পথ সুরক্ষা কমিটির অধ্যক্ষ জেলা কমিশনার সীমান্ত কুমার দাস, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার। বৈঠকে ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে পুলিশ পরিবহন বিভাগ কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এনিয়ে পর্যালোচনা করার পাশাপাশি দুর্ঘটনার কবলে পড়া আহতদের জন্য ক্যাশলেস চিকিৎসার জন্য যে প্রকল্প রয়েছে তা নিয়ে পর্যালোচনা করেন জেলা কমিশনার সীমান্ত কুমার দাস। তাছাড়া দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পরিবহন বিভাগ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং লোক নির্মান বিভাগ রাস্তার পাশে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিফলক ব্যানার সাইনবোর্ড স্পিড ব্রেকার ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা তা নিয়ে বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে জেলা কমিশনার জাতীয় সড়ক স্টেট হাইওয়ের পাশে থাকা হোটেল ধাবাতে অবৈধভাবে যে মদ বিক্রি করা হয় এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নাকা চেকিং ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনা আনতে জেলা পথ সুরক্ষা সমিতির সদস্যদের নির্দেশ দেন জেলা কমিশনার সীমান্ত কুমার দাস। এদিন বৈঠকে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা কমিশনার জেমস আইন্ড হাফলং সরকারি হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক ডঃ পরীক্ষিত বর্মন পরিবহন বিভাগের ডিটিও প্রমুখ।

বিজয় গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্টারের উদ্যোগে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। ১৪ ই জুন থেকে এই প্রোগ্রাম চলবে ২৮ জুন পর্যন্ত। ১৫ দিনের এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। এই বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসির নিয়ম অনুসারে সিসিএফ সিস্টেমে যারা পড়ছে তাদের ২য় সেমিস্টার, কিংবা ৪র্থ সেমিস্টার কিংবা ৬ষ্ঠসেমিস্টারে ইন্টার্নশিপ করাটা বাধ্যতামূলক। যেকোনো বিষয়ে তাদের একটা ইন্টার্নশিপ করতে হবে। এবছর বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ তাদের দ্বিতীয় সেমিস্টারে ইন্টার্নশিপ করাচ্ছে। বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইনোভেশন সেন্টার এই ইন্টার্নশিপের ব্যাবস্থা করেছে।এখানে এই কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যেমন ইন্টারসিপ করছে, তেমনই এই কলেজের পলিটিক্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্ট ও এই ইন্টারসিপ করছে। এছাড়া আশুতোষ কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা ও এখানে এসে ইন্টার্নশিপ করছে। এই ইন্টার্নশিপ এ প্রায় ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিয়েছে। দুটি বিষয়ে ইনোভেশন সেন্টার ইন্টার্নশিপ করাচ্ছে । এই কলেজের নিজস্ব রেডিও স্টেশন রেডিও কলকাতার অধীনে একদল রেডিও প্রোডাকশন নিয়ে ইন্টার্নশিপ করছে। আর একদল করছে কলেজের একটি ট্যাবলয়েড নিউজপেপার সারাদিনের বার্তার অধীনে। তাদের বিষয় নিউজপেপার প্রোডাকশন। বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের নিজস্ব ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন রেডিও কলকাতা হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কলেজের প্রথম ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন। এই ইন্টার্নশিপ এ সম্পূর্ণ হাতে কলমে শেখানো হচ্ছে। এটা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়েছে। একথা জানালেন ইনোভেশন সেন্টারের কোঅর্ডিনেটর ড.অর্ণব কুমার ব্যানার্জী। ১৪ জুন এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী, ছিলেন এই কলেজের সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত ছিলেন কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ড. শম্পা দেবনাথ, ড .মৃণাল বীরবংশী, টিচার্স কাউন্সিলিংয়ের সেক্রেটারি ড. অভিজিৎ দাস, ছিলেন অধ্যাপক ড. অমলেন্দু মজুমদার, ছিলেন আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা কৃষ্ণা বসু প্রমুখ । এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে ছাত্রছাত্রীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে। এছাড়া এখানে রিপোর্টিং শেখানো হচ্ছে যেমন, এগ্রিকালচার এর উপরে রিপোর্টিং করানো হয়েছে। এই রিপোর্টিং এ উপস্থিত ছিলেন প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক কাজল সেনগুপ্ত, উপস্থিত ছিলেন রেডিও কলকাতার অনুষ্ঠান প্রযোজক রাজেশ্বর সাহা, প্রতিবেদক পবিত্র কুমার মন্ডল। রেডিও স্ক্রিপ্ট ও বাচনভঙ্গি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন আকাশবাণীর উপস্থাপক সৌম্যাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা চন্দ্রানী চক্রবর্তী ব্যানার্জী। সহজ ভাবে লেখা সেখান ড. সীমা মুখোপাধ্যায়, এছাড়া প্রশিক্ষণ দেন অনুপমা সেনগুপ্ত, ড . সোমা বসু, সৈকত বসু, নবীনা রায় মজুমদার, অর্পিতা সরদার, সাংবাদিক অনিন্দ্য সিনহা চৌধুরী, উমেশ শর্মা, তাপস পাল, বেবী সরদার, তনুশ্রী দে, রাজু সরদার প্রমুখ। কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে যোগ দিবস, সংগীত দিবস সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদেরকে রিপোর্টিং এর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ফিল্ড রিপোর্টিং করতে আস্যাইনমেন্ট দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী দের পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। ক্যারিয়ার বিষয়েও বিভিন্ন অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলে তারা ইন্টারভিউ করছে। এই ইন্টার্নশিপের পর তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে ২৯ জুন।

পাইপ লাইন ফেটে 'ফোয়ারা'

জল না পাওয়ার আশঙ্কা দমদম পার্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সকাল-সকাল শহরের রাস্তায় ফোয়ারার উত্থান। জলের পাইপ লাইন ফেটে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে দমদম পার্ক এলাকার বাসিন্দারা। গলগল করে বেরিয়ে যাচ্ছে পানীয় জল। দ্রুত বেগে জল বেরিয়ে যাওয়ার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ পানীয় জল পাবেন কিনা সেই আশঙ্কায় তৈরি হয়েছে। দমদম পার্কের যোশোর রোড কানেক্টরে এই ঘটনা ঘটেছে। যার জেরে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ খাবার জল পাবেন কি না আশঙ্কায় ভুগছেন । সেখান থেকে দুতলা বাড়ির সমান উঁচুতে জল উঠতে শুরু করে। পানীয় জল বেরিয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ দমদম পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ জল পাবেন কিনা এই আশঙ্কায় ভুগছেন এলাকাবাসী। অবিলম্বে ওই পাইপ লাইন সারাই করার দাবি তুলছেন সাধারণ মানুষ। খবর দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভাকে। এদিকে এই ফোয়ারার মতো জল বেরনোয় গোটা রাস্তায় জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। ভোগান্তির শিকার স্থানীয় বাসিন্দারা। আশপাশের দোকানদাররা দোকান খুলতে পারছেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, এটা আমাদের যাতায়াতের রাস্তা। ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় বের হলে জামা-জুতো ভিজে যাচ্ছে। ধোঁয়ার মতো জল পড়ছে, চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তাদের আরও দাবি, এটা নিজে থেকে হয়েছে। কারও দোষ নেই। পুরসভা দ্রুত মেরামতি শুরু করুক।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েখড়গপুর ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের সময় পরিবর্তন

কলকাতা ২৭ জুন ঃ প্রি-নন ইন্টারলকিং ও নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য এই ডিভিশনে কিছু ট্রেন বাতিল করা হলঃ বাতিল মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিঃ ১। ১২৮৫৭ ১২৮৫৮ হাওড়া-দীঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস আগামী ৩০০৬২০২৪ থেকে ০২০৭২০২৪ এবং ০৬০৭২০২৪ বাতিল থাকবে। ২। ১২০২১১২০২২ হাওড়া-বারবিল-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস আগামী ৩০০৬২০২৪ থেকে ০২০৭২০২৪ এবং ০৬০৭২০২৪ বাতিল থাকবে। ৩। ১২৮৮৩ ১২৮৮৪ সাঁতরাগাছি- পুরুলিয়া- হাওড়া এক্সপ্রেস আগামী ৩০০৬২০২৪ থেকে ০২০৭২০২৪ এবং ০৬০৭২০২৪ বাতিল থাকবে। ৪। ১২৮৭১ ২২৮৬২ হাওড়া-টিটিলাগড় কন্তাবঞ্জি হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস আগামী ০৬০৭২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। ৫। ১৮০০৬ জগদলপুর- হাওড়া সমলেশ্বরী এক্সপ্রেস ০৫০৭২০২৪ তারিখে বাতিল করা হবে। ১৮০০৫ হাওড়া-জগদলপুর সমলেশ্বরী এক্সপ্রেস আগামী ০৬০৭২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬। ১৮০১১ ১৮০১৩ হাওড়া- চক্রধরপুর বোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস আগামী ০৫০৭২০২৪ এবং ০৬০৭২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। ৭। ১৮০১২ ১৮০১৪ চক্রধরপুর বোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস আগামী ০৫০৭২০২৪ এবং ০৬০৭২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। ৮। ২২৮০৪ সম্বলপুর- শালিমার এক্সপ্রেস আগামী ০৫০৭২০২৪ তারিখে বাতিল করা হবে। ২২৮০৩ শালিমার- সম্বলপুর এক্সপ্রেস আগামী ০৬০৭২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে।

ট্রেনের পরিবর্তিত পথ ঃ

১। ১২৫০৮ শিলচর-তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করবে ২৭০৬২০২৪ এবং ০৪০৭২০২৪ আসানসোল-আদ্রা-মেদিনীপুর-হিজলি-ভদ্রক রুটে চলবে। ২। ২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কনিয়াকুমারী এক্সপ্রেস আগামী ২৭০৬২০২৪, ২৯০৬২০২৪, ৩০০৬২০২৪, ০২০৭২০২৪ এবং ০৪০৭২০২৪ তারিখগুলিতে আসানসোল-আদ্রা-মেদিনীপুর-হিজলি-ভদ্রক রুটে চলবে। ৩। ২২৫০২ নতুন তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস আগামী ২৮০৬২০২৪ তারিখে আসানসোল-আদ্রা-মেদিনীপুর-হিজলি-ভদ্রক রুটে চলবে।৪। ১২৫১০ গুয়াহাটি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস আগামী ৩০০৬২০২৪ এবং ০১০৭২০২৪ তারিখে আসানসোল-আদ্রা-মেদিনীপুর-হিজলি-ভদ্রক রুটে চলবে। ৫। ১২৫১৬ শিলচর-কোয়ম্বাটুর এক্সপ্রেস আগামী ০২০৭২০২৪ তারিখে আসানসোল-আদ্রা-মেদিনীপুর-হিজলি-ভদ্রক রুটে চলবে। ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ১। ১৮৬১৬ হাতিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০১০৭২০২৪ তারিখে হাতিয়া থেকে ১০.৩০ মিনিটে ছাড়বে। ২। ০৫০৭২০২৪ তারিখে শুরু হওয়া ১৮৬১৬ হাতিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস যাত্রা হাতিয়া থেকে ১১.৩০ মিনিটে ছাড়বে। ৩। ১৮০১৪১৮০১২ বোকারো স্টিল সিটিচক্রধরপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০২০৭২০২৪ তারিখে, বোকারো স্টিল সিটি ছেড়ে যাবে ১০.০০ চক্রধরপুর ০৮.৩৫ মিনিটে।৪। ৩৮০৫১ হাওড়া-হলদিয়া লোকাল যাত্রা শুরু হচ্ছে ৩০০৬২০২৪ তারিখে, হাওড়া থেকে ০৬.০০ টায় ছাড়বে। ৫। ০১০৭২০২৪ তারিখে ৩৮০৫১ হাওড়া-হলদিয়া লোকাল ০৬.৪৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছাড়বে। ৬। ১২২৬২ হাওড়া-সিএসএমটি মুম্বাই দুরন্ত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হচ্ছে ০১০৭২০২৪ তারিখে, হাওড়া থেকে ০৭.০০ টায় ছাড়বে। ৭। ২২৮৯৫ হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যাত্রা ০১০৭২০২৪ তারিখে হাওড়া থেকে ০৭.১০ টায় ছাড়বে। ৮। ০৬০৭২০২৪ তারিখে শুরু হওয়া ১২২২২ হাওড়া-পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস যাত্রা হাওড়া থেকে ০৭.৩০ টায় ছাড়বে। ৯। ২২৮৯৫ হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০১০৭২০২৪ তারিখে, যেটি ০৭.৪০ মিনিটে হাওড়া ছাড়বে।

সুন্দরবনে ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীদের হাতে বাগদা চিংড়ির মীন তুলে দেওয়া হলো জেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৭ জুনঃ সুন্দরবন এলাকায় বিগত কয়েক বছরে ঘূর্ণিঝড় ক্রমাগত শেষ করে দিয়ে গেছে। গত কয়েকদিন আগে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় রিমেল নামক একটি ঘূর্ণিঝড় যা সুন্দরবন এলাকার উপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সুন্দরবন এলাকা কে। তার মধ্যে প্রচুর গাছ এই ঝড়ের দাপটে আছড়ে পড়েছে। সুন্দরবনে এলাকায় প্রচুর গাছপালা পড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুন্দরবন এলাকার মানুষেরা মাছ চাষের ওপরে অনেকটাই নির্ভরযোগ্য। কারণ সারা ভারতবর্ষে মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় এবং মাছের চারা উৎপাদনে ভারতবর্ষের প্রথম স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ। আর এই ঝড়ের দাপটে মাছ চাষের ওপরে অনেকটাই প্রভাব পড়েছে। আর তাই এবার রিমেল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য দফতর। সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকায় রিমেল ঝড়ের তান্ডবে মৎস্যজীবীদের মাছের ভেড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, এছাড়া এলাকার মানুষদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ওই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের বিধি চালু থাকায় কোন সহায়তা সরকারি ভাবে হয়নি। আর তাই এবার সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদেরকে বাগদা চিংড়ির মীন প্রদান শুরু হলো। সুন্দরবনের কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় শতাধিক মৎস্যজীবী পরিবারদের হাতে তুলে দেওয়া হলো বাগদা চিংড়ির মীন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য দফতরের উদ্যোগে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সহযোগিতায় কুলতলি ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের উপস্থিতিতে এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাগদা চিংড়ির মীন। যা পেয়ে অত্যন্ত খুশি এই এলাকার মৎস্য জীবীরা। আর এতে আলোর দিশা দেখবে মৎস্য জীবিরাবলেই মনে করছেন সরকারি আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতিতে এই মিন তুলে দিলেন জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার সহ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ, ব্লক মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ আধিকারিকগন।

পূর্বরেলে এখন ৫৫ শতাংশ এল এইচ বি কোচ

কলকাতা, ২৭ জুনঃ পূর্বরেল ধীরে ধীরে প্রথাগতভাবে চলে আসা কোচের পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তির কোচের ব্যবস্থা করেছে। এই উন্নত প্রযুক্তির কোচ যাত্রীবান্ধব এবং অভিঘাতে সহজে নষ্ট হয়না, যাতে যেকোনো দুর্ঘটনায় যাত্রীদের আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকে। বর্তমানে পূর্বরেলের মোট ৪৪৩৫ টি কোচের মধ্যে ২৩৫৬ টিই এবং ২০৭৯ টি কোচ। এরমধ্যে হাওড়া ডিভিশনে ১০৯৩ টি, শিয়ালদহে ৭৮৮ টি, মালদায় ৩৮৩ টি এবং আসানসোলে ৯২ টি কোচ বিভিন্ন ট্রেনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কোচ গুলির দৈর্ঘ বেশি হওয়াতে কোচের তুলনায় অনেক বেশি যাত্রী পরিবহন করতে পারে। ধীরে ধীরে সমস্ত রেকগুলিকেই তে কনভার্ট করা হবে। ফলে, যাত্রাকালীন যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ অনেক বৃদ্ধি পাবে। কোচের যাত্রীবান্ধব বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ ঃ কোচের তুলনায় কোচের দৈর্ঘ প্রায় ২ মিটার বেশি। যার ফলে কোচের ভিতরে বেশি সংখ্যক সিট্ বা বার্থ, চওড়া যাতায়াতের পথ ও আরও চওড়া দরজা যাত্রীদের চলাচল ও যাত্রা সহজতর করে তোলে। কোচের ওজন প্রথাগত কোচের চেয়ে প্রায় ১০ কম, যার ফলে ট্রেন চালাতে জ্বালানি খরচ কম পড়ে এবং কোচ ও রেললাইনের ক্ষয়ক্ষতিও কম হয়। উন্নত নকশার জন্য রেকগুলি অনেক বেশি গতিতে (১৮০ কিমি ঘন্টা) চলতে সক্ষম। কোচে ব্যবহূত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ অনেক উন্নত মানের এবং ক্ষয়প্রতিরোধী, যার ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণও কম খরচে সহজে করা সম্ভব।

অগ্নি প্রতিরোধী সুদৃশ্য ফিটিংসে তৈরী হওয়ায় কোচের অগ্নিনির্যাপক ক্ষমতা বাড়ে। ফাইবার গ্লাস রিইনফোর্স প্লাষ্টিক ব্যবহার করে এর জানালার কাচগুলি তৈরী হওয়ায় সাধারণ আঘাতে কাচ ভাঙ্গেনা। বড় সাইজের জানালা এবং জানালার দুটি স্তরের মধ্যে আর্গন গ্যাস পূর্ণ থাকায় কাছে বাইরে থেকে তাপসঞ্চালন কম হয় এবং বহিরঙ্গের দৃশ্যের প্যানোরামিক ভিউ উপভোগ করা যায়। উন্নতমানের ব্রেকিং ব্যবস্থা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কাপলার ব্যবহার করে কোচগুলি বৈশিষ্টের অধিকারী। কোচে ধোঁয়া ও আগুনের জন্য বিপদঘন্টির ব্যবস্থা। হিট সেন্সর ইত্যাদিসহ উন্নতমানের বাথরুম । ভারতীয়দের শারীরিক গঠন অনুযায়ী উপযুক্ত আকারে তৈরী সিট্ বা বার্থের ফলে যাত্রাকালীন আরামও অনেক বেশি। এসব উন্নত বৈশিষ্টের জন্য কোচগুলিকে বদল করে ধীরে ধীরে সমস্ত ট্রেনে কোচের প্রবর্তন করা হচ্ছে। পূর্বরেল ইতিমধ্যেই তার প্রায় ৫৫ ভাগ কোচকেই তে পরিণত করেছে এবং খুব শীঘ্রই সমস্ত রেকে কোচ ১০০ হয়ে উঠবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৬.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ টিএন-এস-০৩-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/শিয়ালদহের অধীনে ২২টি কার্ভের উপর ট্র্যাক মাউন্টেড অটোমেটিক গেজ ফেস লুব্রিকেটর সংস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৮,১২,৪৬২.৬৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৯,১০০.০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৪২ (বিয়াল্লিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ০৩.০০টায়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ০৩.৩০ মিনিটে। **www.ireps.gov.in** -তে টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে টেন্ডারের বিডিং ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।

(SDAH-100/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১

ভারতআত্মা কবিগুরু ও সজনী

রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত ছিলেন সজনীকান্ত। বার বার ছুটে গিয়েছেন জোড়াসাঁকোয়, কখনও বা শান্তিনিকেতনে। তরুণ বয়সে কত যে রবীন্দ্রনাথের বই কিনেছেন, তার হিসেবনিকেশ লেখা নেই। সজনীকান্তের বাবা চাননি ছেলে সাহিত্যচর্চা করুক, বই কিনুক। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সজনীকান্ত 'প্রবাসী'র গ্রাহক হয়েছিলেন। ওই বয়সে কষ্ট করে কেনা, তাঁর অনেক বই-ই পরবর্তীকালে থরে থরে সাজানো ছিল আলমারিতে। পছন্দের সব বই যে সজনীকান্ত কিনতে পেরেছিলেন, তা নয়। তাঁর যত আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথের বইয়ে। কেনার মতো পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। কম খরচে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বই কী করে নিজের কাছে রাখা যায়, সে ব্যবস্থা করেছিলেন সজনীকান্ত। সরকারি কাগজে বেশ কিছু খাতা বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেই খাতায় নিজের হাতে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই নকল করেছিলেন। এই ভাবে 'গোরা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন';মূল বই থেকে লেখা হয়েছিল খাতায়। কপি করেছিলেন 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেজি ও বাংলা দুটি সংস্করণই। সব খাতা সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন সজনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর দেখিয়েও ছিলেন। শুধু নকল করেননি, কোনও কোনও বই সজনীকান্তের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। কবিতার বই, ছোটো নাটকের বই, ঠিক আছে কিন্তু 'গোরা'-র মতো বিপুলায়তনের উপন্যাসের বহু অংশ আবৃত্তি করার অনায়াস- ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথকে কতখানি স্পর্শ করেছিল, তা সজনীকান্তের লেখা থেকেই জানা যায়। তাঁর লেখায় আছে, 'তিনি সস্নেহে বিস্ময়ে সেগুলি আমার নিকট হইতে সম্ভবত একপ্রকার ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।' পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়, সান্নিধ্যলাভ। সেসময় সজনীকান্তের মুখে সতেরো খানা বই-নকলের কথা শুনে কবি কৌতুক প্রকাশ করেছিলেন। কথার কথা, বানানো কথা নয়, তার প্রমাণও সজনীকান্ত দিয়েছিলেন। 'আত্মস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, 'নকলগুলি তখনও পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল। আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন যে কথা পরে জানতে পারিয়াছি।' নকল করা কপিগুলো রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কী করেছিলেন, তা অবশ্য সজনীকান্ত জানতে পারেননি। প্রকাশিত বইয়ের এক কপি করে সজনীকান্ত হাতে পান, সে ব্যবস্থা অবশ্য করেছিলেন তিনি। এই প্রাপ্তির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হওয়ার পর সজনীকান্তের মনে হয়েছিল, 'আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল।' সজনীকান্ত রেখেঢেকে কথা বলতেন না। যা মনে হতো, তা বলতেন অকপটে। অনেক সময় তাঁর কথার মধ্যে চমক থাকত, মন্তব্য ঘিরে সাধারণের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হতো। হয়তো চমক লাগানোর জন্যই বেঢপ কথা বলতেন, বিতর্ক তৈরি করতেন।

কেতকি কুশারি ডাইসন

পরিহাসটি যতই লঘু হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজি ও বাংলা, উভয় ভাষাতেই তাঁর 'ধোপদুরস্ত' লেখনীর দৌলতে তিনি অভিবাসী বঙ্গীয় সাহিত্যের উজ্জ্বলতম এক স্বর। শৈশব কেটেছে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মেহেরপুরে। বড় হয়েছেন সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে; বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ছিলেন তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাবা অবনীমোহন কুশারী ১৯৪২-৪৫ সময়ে মেহেরপুরে মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, প্রকৃতির কোলে স্বপ্ন সময়ের জন্য নীলফামারীতে। দেশভাগের পর অবনীমোহন মালদাতে মহকুমা প্রশাসক হিসেবে পোস্টিং নেন। মাতার নাম অমিতা কুশারী। তাঁর পিতামহ ছিলেন সেকালের খ্যাতিমান স্কুল-শিক্ষক। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি শিক্ষিত মহলে 'শেক্সপিয়র কুশারী' নামে পরিচিত ছিলেন। পাঁচের দশকে কৃতী ছাত্রী হিসেবে কেতকী তখনই কলকাতা-খ্যাত। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি ১৯৫৮ সালে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ পরীক্ষায় রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পান। ১৯৬০ সালে স্কলারশিপ নিয়ে পাড়ি দেন বিলেতে। ১৯৬৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রি অর্জন করেন। অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণদের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতীয় নারী। অতঃপর কলকাতায় ফেরা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর শিক্ষকতা। ১৯৬৪ সালে বিয়ে করেন রবার্ট ডাইসনকে। তার পর কিছু সময় ইংল্যান্ডে, বছর দেড়েক কানাডায় ১৯৬৯-এর শেষে অক্সফোর্ডে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ১৯৭৫-এ ডক্টরেট উপাধি অর্জন। তিনি এক বিরল দ্বিভাষিক সাহিত্য- ব্যক্তিত্ব, যিনি বাংলা ও ইংরেজি, উভয়ই নিজের মাতৃভাষা মনে করেন। খ্যাতনামা জীবিত বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র যিনি এই দুই ভাষাতেই সমান দক্ষতায় কবিতা লিখে চলেছেন। তিনি সাহিত্যিক যদিও তাঁর কবি পরিচয়কেই প্রাধান্য দিতে পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর অনায়াস বিচরণ সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। উপন্যাস, নাটক, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা ও অনুবাদ- সবেতেই তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। বাংলায় তাঁর কবিতার বই- 'বল্কল', 'সজিব পৃথিবী', 'জলের করিডর ধরে', 'কথা বলতে দাও', 'দোলনচাঁপায় ফুল ফুটেছে' ইত্যাদি। পাশাপাশি ইংরেজিতে লিখেছেন 'স্যাপউড', 'হিবিসকাস ইন দ্য নর্থ', 'স্পেস আই ইনহিবিট' এবং 'ইন দ্যাট সেন্স ইয়ু টাচড ইট'-এর মতো ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ। লিখেছেন 'জল ফুঁড়ে আগুন', 'নোটন নোটন পায়রাগুলি' ও 'তিসিডোর'-এর মতো উপন্যাস। 'রাতের রোদ' ও 'মোৎসার্ট চকোলেট'- এর মতো নাটক।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

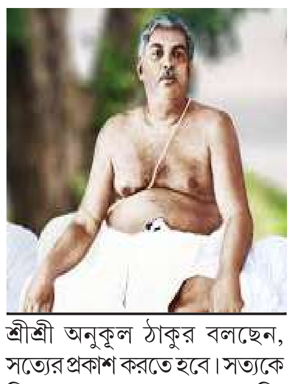

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। জ্ঞানের প্রসার হলে মানব জীবন সার্থকতা লাভ করতে পারবে। যিনি তা করতে পারেনতিনি ঈশ্বরের দূত হিসাবে এই ধরনীতে জন্মলাভ করেন। তিনি মহান হন এবং সবার মঙ্গল কামনায় ব্রতী হন। মানব কল্যাণের কথা চিন্তা করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা নাহলে শক্তি কোথায় সেটা অনুভব করা যায় না। মা হলেই তবে শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। জীবনে চলতে গেলে মায়ের শক্তির প্রয়োজন। মাতৃশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই শক্তি। একে চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে। মুখ দিয়ে বলা যেতে পারে না। এই শক্তি যার বেশি তিনিই সব কিছুর মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মা সারদা ধ্যান করতেন। তিনি যোগ করতেন। যোগ করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু করতে পারা যায়।

'ঈশ্বরভূমি বারাণসী'কে সম্বল করে যে মানস দর্শনের অনুভূতিতে সিদ্ধ হলাম 'কাশী বিশ্বনাথ'তে সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে

রবীন্দ্র কুমার শীল

ঘরে বসে বেরাণসী ভ্রমণ সেটা আবার হয় নাকি? ঘরে বসেই কাশীকে সুস্পষ্ট করে দেখা এবং উপলব্ধি করার মতো বই রয়েছে যা আমাকে বললে কেউই বিশ্বাস করবেন না যা মা'ই আমাকে দিয়েছেন। তিনি দিয়েছেন বলেই আজকে বেরাণসী মনন সফর করতে সক্ষম হয়েছিল। উপলব্ধি করতে পেরেছি সেখানকার ধর্মীয় সৌন্দর্যকে যার আকর্ষণে আজও সারা ভারত থেকে দলে দলে লোকেরা চলেছেন পূণ্য অর্জন করতে। মনের দেখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দেখা। এটা যারা দেখতে পারেন তারা শুধু ঘর কেন বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে বসে বারাণসীকে দর্শন লাভ করতে পারবেন। সেই রকম একটি বই প্রকাশ করেছেন চঞ্চল কুমার ঘোষ। দুর্লভ ছবি দিয়ে বইটিকে সুসজ্জিত করেছেন মণীশ ক্ষেত্রী এবং অতনু পাল। অতনু পালের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুকালের। তাঁর ফোটোগ্রাফি চর্চা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম। আর লেখক চঞ্চল কুমার ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয় বেথুন কলেজে। সেখানে তিনি ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনীমূলক উপন্যাস 'প্রথমা' প্রকাশ করতে এসেছিলেন। বাংলা ভাষার যে মিষ্টতা রয়েছে তা চঞ্চল কুমার ঘোষ তাঁর শক্তিশালী কলমের মধ্যে দিয়ে দেখাতে পেরেছেন। এবারে আসি তাঁর 'ঈশ্বরভূমি বেরাণসী' কথায়। এই বইটি প্রকাশ করেছেন বিবি কুণ্ডু গ্রান্ডসন্স। বইটি প্রথম পাতা খুললেই দুই পাতা জুড়ে বারাণসীর ঘাটগুলোর ছবি চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়। ছকছকে রঙ্গীন ছবি। মনে হয় দেবভূমে প্রবেশ করলাম। পাঠকেরা বেনারসের ঘাট দেখেই অর্ধেক ঈশ্বর লাভ করে থাকেন। আর্ট পেপারের ওপরে ছবি মনে হয় জীবন্ত হয়ে চোখের সমানে ভাসতে শুরু করেছে বারাণসীর ঘাটগুলি। ঘাটগুলির প্রতি ছবিগুলি ধরা পড়েছে গঙ্গার পূতঃপবিত্র নির্মল জলধারাতে। যেখানে স্নান করে নিজের পাপকে মোচন করার মানসিকতা লাভ করা যেতে পারে। এই বইটির প্রস্তাবনা রচনা করেছেন সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপিকা। তাঁর প্রস্তাবনা পাঠ করলেই বেনারস দর্শন সম্পর্কে আগ্রহ আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তিনি শুরু করেছেন- ''বরুণা অসির স্বচ্ছ আতস কাঁচে- অন্ধ গলির বক্র পথের পাশে। গঙ্গা বুকে আবহমান বাঁশি- আমার শহর চির যৌবনা কাশী।। ৩২ বছর আগে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'' ঘটনাক্রমে এসে পড়ি বারাণসীতে, যার আর এক নাম কাশী। তখন আমি নবম শ্রেণির ছাত্রী। যদিও পৈতৃক ভিটেবাড়ি বলতে আমরা গত কয়েক পুরুষ ধরে কাশীবাসী, কিন্তু বাবার কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের বহু স্থানে ঘুরতে হয়েছিল এরকম বাধ্য হয়েই। এখানে উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাপ্রাপ্তি। শিক্ষা যে শুধু পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ থাকে না তা বুঝতে শিখেছি এই বারাণসীর আবহাওয়াতেই। অনেক শিখিয়েছে এই শহর আমাকে। সেই সঙ্গে দেখেছি এই শহরের, এই সমাজের অনেক পরিবর্তন।

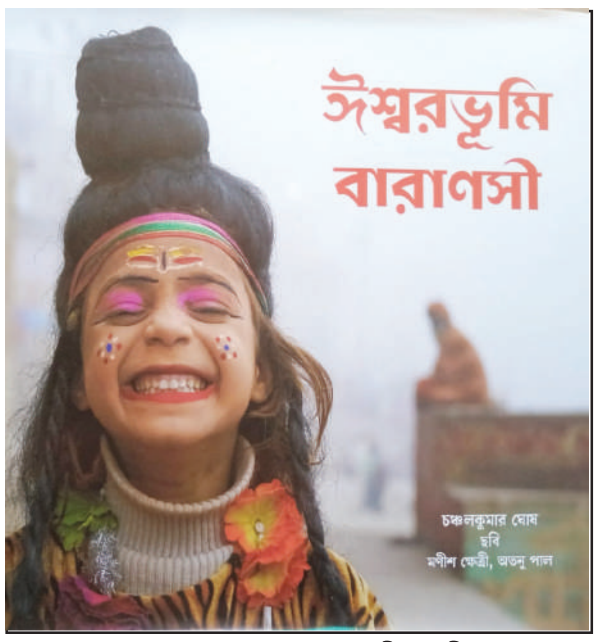

গত বিশ বছরে সারা পৃথিবী যেভাবে বদলে গেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিত শহর বারাণসী তার থেকে মুক্ত থাকেনি। এই শহরের গায়ে গেলেছে আধুনিক-তার ছোঁয়া। তবে একটা বিষয়ে বারাণসী এখনও একই আছে তা হল মেজাজ, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'অলহড়পন'। শহরজুড়ে বয়ে চলা গঙ্গার মতোই এখানকার মানুষজনের জীবন বয়ে চলে হালকা চালে... নিশ্চিন্তে। ঘাটের সিঁড়িতে বলে গলা ছেড়ে গান অথবা চায়ের দোকানে তুমূল আড্ডা; আবার একে অপরকে দেখে 'মহাদেব' বলে সম্বোধন করা, কাকভোরে নাক টিপে গঙ্গায় ডুব দিয়ে 'শিব শিব' বলতে বলতে ভিজা কাপড়ে বাড়ি আসা.. এমন অনেক কিছু নিয়েই কাশী আজও প্রাচীন।'' অল্প কথায় অধ্যপিকা সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায় কাশীর মানস দর্শন করিয়ে দিলেন আমাকে আর যারা এই বইটি পাঠ করেছেন তাঁদেরকে। প্রস্তাবনার ডল্টো দিকে ভোরের কাশীর গঙ্গার ঘাট মনে হচ্ছে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বিরাজমান। বইটির প্রতিটি ছবি কথা বলে। ছবির যে একটি দর্শন রয়েছে তাকে উপলব্ধি করার মতো শক্তি থাকার দরকার নাহলে এই 'ঈশ্বরভূমি বারাণসী' ভালো লাগতে বাধ্য করতে পারে। ছবি তোলার মধ্যে দিয়ে বেরাণসীর যেসব দর্শন বা তত্ত্ব লাভ করা যায় তা অতি অল্প কথা বলা একেবারে অসম্ভব। 'বরণা নদী- যার পৌরাণিক নাম বরণা এবং অসির নদীর মাঝখানের ভূখণ্ডকে বলা হয় বারাণসী। যার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী গঙ্গা। এখন এই বারাণসীর সীমা অনেক ..অনেকখানি বিস্তৃত। গঙ্গার কোলঘেঁষে হাঁটা পথের সরু সরু গলি জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে প্রাচীন বাড়িগুলোকে। যে বাড়িগুলোর ছাদ একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে জোড়া যে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করার উপায় নেই। ছাদে ছাদে চলে যাওয়া যায় গলির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত।'' অধ্যপিকা আক্ষেপ করেছেন বাঙালিটোলা ধীরে ধীরে ইতিহাসে পরিণত হতে শুরু করেছে। বাঙালিটোলা স্কুলে বাংলা পড়ানো হতো, দুর্গাচরণ গালর্স হাই স্কুলে বাংলা পড়ানো হতো। গত বিশ বছরে দেখতে দেখতে সেখানে বাংলা পড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। এতো অল্প পরিসরে সব হয়তো আলোচনা করা সম্ভব হবে না। তরে এর মধ্যে দিয়ে যতটুকু পারা যায় তাই দিয়ে লেখা শেষ করতে হবে। কাশীকে নিয়ে লেখা শেষ করাও একেবারে অসম্ভব। যুগ যুগ ধরে কাশী, বারাণসী নিয়ে লেখা চলতে থাকবে। তার আর থামবে না। বারাণসী নিয়ে লেখা চলতে থাকবে শতাব্দী ধরে। সেই সব লেখা সেই যুগের মানুষদের জন্য তৈরি হবে। তার সঙ্গে থাকতে হবে অতীতের ইতিহাস। ভাবতে অবাক লাগে যে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে ওরিজিন্যালিটিকে নষ্ট করে দিয়ে পর্যটন কেন্দ্রহিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ভারত সরকার এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। আন্দামানের সেলুলার জেল. জালিওয়ানওয়ালাবাগ কিংবা কলকাতার আলিপুর জেলখানার মিউজিয়াম। এই সব ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গেল যে এর সব ওরিজি-ন্যালিটি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনত্বের চিহ্ন একেবারে অদৃশ্য। হেরিটেজ কমিশন একটাকে কীভাবে গ্রহণ করছে তা বোঝা খুবই মুশকিল। ইংল্যাণ্ড লর্ডস, কিংবা উইম্বলডন টেনিস গ্রাউন্ট এর ওরিজিন্যালিটি এখন অটুটু। ইংল্যাণ্ড হেরিজেটের ওরিজি - ন্যালিটির কোনও পরিবর্তন হয় না। অতীতের রংকে বজায় রেখে তার পরিবর্তন ঘটায়। ঠিক আগে বেরাণসী কেমন ছিল তা দেখতে প্রাচীন ইতিহাসের বইয়ের পাতায় দেখতে পাওয়া যাবে। সেই আক্ষেপ করেছেন বারাণস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তাঁর প্রস্তাবনায়। দেখা যাক লেখক চঞ্চল কুমার ঘোষ কী বলছেন 'আমার কথা'য়। তিনি সেখানে উল্লেখ করছেন যে ''গঙ্গার পথ ধরে যখন গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পরিক্রমা করেছি সেই সময় প্রথম দেখা বারাণসী। মনে হয়েছে আড়াই হাজার কিলো-মিটারের পথে এমন প্রাণবন্ত আশ্চর্য শহর আর একটি দেখিনি। উত্তরবাহিনী গঙ্গা, মন্দির, শ্মশান, আশ্রম, হোটেল, ধর্মশালা, ভোগী থেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বিহারের গ্রাম থেকে আসাধারণ চাষী তারই সঙ্গে প্যারিসের অভিজাত পরিবারের সুন্দরী তরুণী সব মিলিমিশে এক রং হয়ে চোখের সমানে ধরা দেয়। এই রকম শুধু আকশের, গঙ্গার নয় বা দেওয়ালের গায়ে আঁকা শিব ঠাকুরের রং তুলির খেলা নয়। এ রং সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছে ঘাটের পাথরে পাথরে, মসজিদের মিনারে, মন্দিরের চূড়ায়, রাজবাড়ির খিলানে আর কাশীর বিখ্যাত গলিতে,যেখানে জরাগ্রস্ত অসহায় বৃদ্ধা একমাথা সাদা চুল, সাদা শাড়িতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলেছে এক গলি থেকে আর এক গলিতে। পঙ্খের কাজ করা দরজার খিলান, চলা যায় না এমন পথের ধারে ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে বসা গৃহবধূ, ছোট ছোট মন্দির, স্কুটার, বেনারসির দোকান, কোনও পাল পার্বন মাথায় পোঁটলা নিয়ে আস দেহাতি অসংখ্য গ্রামবাসীর শান্ত ধূসর মিছিল, তারা চলেছে গঙ্গার দিকে। খালি পা কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মুখে বাবা বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি। এই সব কিছু নিয়েই কী আশ্চর্য অমোঘ আকর্ষণ। হয়তো তারই টান মনকে নাড়া দিয়েছিল কিছু করার।'' লেখক চঞ্চল কুমার ঘোষ শুধু এইখানেই থেমে থাকেনি। তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করছেন যে '' বারাণসী, তাঁর অমোঘ আকর্ষণে আবার গিয়েছি সেখানে। উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রতি নব সাজে গড়ে ওঠা বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করবো। নানা বিতর্ক সংবাদপত্রে, মানুষের মুখে। সব ঐতিহ্য শেষ হয়ে গেল। সারা সকাল শ্বেতপাথরে মোড়া মন্দির চত্তর ঘুরে বেড়িয়েছি। দুপুরে গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি, দক্ষিণের দেহাতি মানুষের ঢল কি বিনম্র শ্রদ্ধায় গঙ্গার পূজা দিচ্ছে। শেষ রাতে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি প্রবল শীতের মধ্যেও জনমানসের স্রোত চলেছে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে, তখন অনুভব করেছি বাইরের হাজার পরিবর্তনর মধ্যেও বারাণসীর প্রাণসত্ত্বা গঙ্গাধারার মতো বয়ে চলেছে যার ক্ষয় নেই, লয় নেই। বহমান এক জীবন, যাকে ভলোবাসা যায়, ভোলা যায় না।' বইয়ের প্রতিটি লেখার পাশে রয়েছে একটি করে ছবি যার সঙ্গে লেখার সঙ্গত খুঁজে পাওয়া যায়। গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘটের ছবি রয়েছে 'লেখকের কথা'র পাশে। ছবি তো নয় যেন জীবন্ত। মহাকাশ, গঙ্গা এবং বারাণসের ঘাট এক দেহে লীন হয়ে গিয়েছে। বারাণসীতে গেলে নিজেকে সেখানকার মতো করে মনটাকে তৈরি না করতে পারলে সেখানে ভ্রমণ করতে না গেলে যাওয়া মানসিকতা প্রস্তুত হতে থাকে। শুধু বিনোদনের স্থান তো সেটা নয়। শুধু তীর্থ ক্ষেত্র বলা যায় না। মোক্ষ লাভের স্থানের ওপরে যদি কিছু থাকে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষের মনের পরিবর্তন এনে দিতে পারে বারাণসী সেই শক্তি এখনও বিরাজমান। বহু মানুষের মানসিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তীর্থ করতে এসেছিল। তারপরে সেখান থেকে গ্রামে যখন তারা ফিরে গিয়েছিল তখন তাদের মানের রূপের পরিবর্তন ঘটে যায়। কুঁড়ে ঘরে দালানে ছোট করে তৈরি করে ফেলে বাবা বিশ্বনাথের ছোট মন্দির। সেই মন্দিরের বিশ্বনাথ দর্শন করে তর্পনের মধ্যে দিয়ে বাবাণসীর বাবার নাম স্মরণ। এটাই হল বারাণসীর অন্তর্নিহিত শক্তি। যে শক্তি শুধু আধ্যাত্মিকভাব থেকে শুরু করে সাধনামার্গে পৌঁছনো সম্ভব হয়। সেই কারণে গৌতম বুদ্ধ এর পাশেই অবস্থান করেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রস্তাবনায় লিখছেন, '' ষাঁড় কাশীর জীবন্ত সৌন্দর্য। রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডারের হয়ে বা গলির যাতায়াত শেষ করে দিব্যি ধ্যানস্থ থাকা ষাঁড়কে সরানোর সাধ্য হয়তো স্বয়ং মহাদেবের নেই। কলেজ যাতায়াতের পথে প্রায়ই দেখতাম এক বিশালকায় ষাঁড় গির্জাঘর চৌরাস্তার মোড়ে এক কাপড়ের দোকানের ভিতর ধ্যানস্থ। এই দোকানে নাকি সে প্রতিদিন আসে। দোকানদার ভক্তি-আপ্লুত হয়ে তার পুজো করেন। দোকানদারের বিশ্বাস, এতে তার বিক্রি বাড়ে।' সেখানকার প্রতিটি এলাকাকে বলা হয় মহল্লা। কবীর চৌরাহা। একটু দূরেই জাঙ্গীতপুরা। এখানে সঙ্গীতজ্ঞদের সমাগম। পণ্ডিত রাজন-সাজন মিশ্র,পণ্ডিত হনুমান প্রসাদ মিশ্র, পণ্ডিত কৃষ্ণাণ মহারাজ, সামতা প্রসাদ মিশ্র এখানে বসবাস করতেন তাঁরাই ছিলেন আধ্যাপিকার সঙ্গীত গুরু। বারাণসীর সঙ্গীতজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি আলাদা বই তৈরি হয়ে যাবে। বারাণসীকে নিয়ে এত অল্প পরিসরে আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব। তাই ইচ্ছা থাকলো বেশ কয়েকটি কিস্তিতে বারাণসী নিয়ে লেখার। অধ্যাপিকা লিখছেন, ' ঘাট বলতেই চোখের সমানে ভেসে ওঠে ভোর থেকে সকালের গঙ্গা ঘাটর জমায়েত হাওয়া দু'রকমের স্নানার্থী। একদল যারা ভক্তিভাব নিয়ে ডুব দিতো, আর একদল পালোয়ান গোছের মানুষ যারা ঘন্টাখানিক সিঁড়িতে বসে সারা শরীরে তেল মর্দন করে আয়েশ করে ডুব দিতো জলে।' বারাণসীতে শিবের মন্দির প্রতিটি গলির মোড়ে। মানুষের ভক্তির অভাব নেই। শিবরাত্রির দিন তার উৎসাহ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। ছোটবেলায় দেখেছি সেই রাতে বের হয় 'শিব বরাত'। শিব তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গাধার পিঠে বসে ভস্ম মেখে, ভাং খেয়ে নানান সাজের বরযাত্রী নিয়ে মাঝরাতে বের হন পার্বতীকে বিয়ে করতে। সারা রাত চলে তার ধুম। এখনও গলিতে শিব বরাত বের হয়, তবে তা অনেকখানি পরিশালিত। কাশীতে অন্নপূর্ণার মন্দিরের খ্যাতি রয়েছে। (ক্রমশ)

অসমের বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দিরের ইতিহাস

অসমের রাজধানী গুয়াহাটির পশ্চিমাংশে অবস্থিত নীলাচল পাহাড়ে রয়েছে কামাখ্যা মন্দির। এটি হিন্দু তথা তান্ত্রিকদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থল। এটি একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির। দেবী মহামায়া এই মন্দিরে কামাখ্যারূপে বিরাজমান। কামাখ্যা তীর্থক্ষেত্র একটি শক্তিপীঠ ও তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্র। এটি ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম। কথিত আছে, এখানে সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে যোনি ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বারাণসীর বৈদিক ঋষি বাৎস্যায়ন খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে নেপালের রাজার দ্বারস্থ হয়ে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত ও তাদের নরবলি প্রথার গ্রহণযোগ্য বিকল্প চালু করার জন্য অনুরোধ করেন। অসমের বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দিরের অনন্য ইতিহাসের কাহিনি শুনলে অবাক হযে যাবেন..... বাৎস্যায়নের মতে, পূর্ব হিমালয়ের গারো পাহাড়ে তারা দেবীর তান্ত্রিক পূজা প্রচলিত ছিল। সেখানে আদিবাসীরা দেবীর যোনিকে 'কামাকি' নামে পূজা করত। ব্রাহ্মণ্যযুগে কালিকাপুরাণে সব দেবীকেই মহাশক্তির অংশ বলা হয়েছে। সেই হিসেবে, কামাক্ষ্যাও মহাশক্তির অংশ হিসেবে পূজিত হন। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, কামাখ্যা মন্দিরে দেবী সতীর গর্ভ এবং যোনি পড়েছিল। সেকারণেই দেবী কামাখ্যাকে উর্বরতার দেবী বা রক্তক্ষরণকারী দেবী বলা হয়। এই মন্দির চত্বরে দশ মহাবিদ্যার মন্দির রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে মহাকালী, তারা, ষোড়শী বা ললিতাম্বা ত্রিপুরেসুন্দরী, ভুবনেশ্বরী বা জগদ্ধাত্রী,কামাখ্যা, শৈলকন্যা, ব্রহ্মচারিণী বা তপস্যারিণী, মঙ্গলচন্ডী, কুস্মাণ্ডা, মহাগৌরী, চামুণ্ডা,কৌষিকী, দাক্ষায়ণী-সতী, চন্দ্রঘণ্টা, স্বন্দমাতা, কালরাত্রি, কাত্যায়ণী, সিদ্ধিদাত্রী, শাকম্ভরী, হৈমবতী, শীতলা,সংকটনাশিণী,বনচণ্ডী, দেবী দুর্গা, মহাভৈরবী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী, মাতঙ্গী এবং দেবী কমলা , এই ত্রিশ দেবীর মন্দির। এর মধ্যে ত্রিপুরে সুন্দরী, মাতঙ্গী এবং কমলা প্রধান মন্দিরে পূজিত হন। অন্যান্য দেবীদের জন্য পৃথক মন্দির আছে। হিন্দুদের, বিশেষত তন্ত্র সাধকদের কাছে এই মন্দির একটি পবিত্র তীর্থ। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, রাজা দক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহাদেবকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর কন্যা সতী। মহাদেবের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দক্ষ রাজা বৃহস্পতি নামে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। যজ্ঞে সতী কিংবা

মহাদেব কাউকেই আমন্ত্রণ জানাননি দক্ষ। মহাদেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সতী বাবার আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানে যান। সেখানে দক্ষ মহাদেবকে অপমান করেন। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন। শোকাহত মহাদেব দক্ষর যজ্ঞ ভণ্ডুল করেন এবং দেবী সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রলয় নৃত্য শুরু করেন। তাঁর তাণ্ডব বন্ধ করতে অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণুদেব তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর মৃতদেহ ছেদন করেন। এতে সতীর দেহখণ্ডসমূহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে এবং পবিত্র পীঠস্থান শক্তিপীঠ বা সতীপীঠ নামে পরিচিতি। কামাখ্যা সেই শক্তি পীঠের অন্যতম। অম্বুবাচীর মেলা - দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত অম্বুবাচী মেলার আয়োজন করা হয় অসমের কামাখ্যা মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী আষাঢ় মাসে মৃগ শিরা নক্ষত্রের তিনটি পদ শেষ হলে পৃথিবী বা ধরিত্রী মা ঋতুময়ী হয়। এই সময়টিতে অম্বুবাচী পালন করা হয়। আর এই উপলক্ষে বিশাল এক মেলার আয়োজন করা হয় সেখানে। অম্বুবাচীর দিন থেকে মোট তিনদিন দেবী কামাক্ষ্যার মন্দির বন্ধ থাকে। সেই তিনদিন কোনও মাঙ্গলিক কাজ করা যায় না। দেবী দর্শনও নিষিদ্ধ থাকে। চতুর্থ দিন দেবীর স্নান এবং পূজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর মন্দিরে দেবী মূর্তি দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। সেই উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হন লক্ষ লক্ষ ভক্ত। অবাক করা এই ঘটনার সাক্ষী হতে ভিড় জমান দেশি বিদেশি পর্যটকরা। কামাক্ষ্যা মন্দিরের চারদিকে চলে নাম সংকীর্তন। অম্বুবাচীর শেষ দিন ভক্তদের রক্তবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। দেবী পীঠের সেই রক্তবস্ত্র ধারণ করলে মনোকামনা পূর্ণ হয় বলে বিশ্বাস করেন ভক্তরা। অম্বুবাচীর মেলা আন্তর্জাতিক স্তরে বিখ্যাত। মেলাকে কেন্দ্র করে যে বিশাল মেলার আয়োজন করা হয় সেটিও দেখবার মতো। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই আমাদের দেশে কামাখ্যা মাতাকেই নারীকে শক্তি হিসেবে পূজা করা হয়। কালিকা পুরাণ এবং যোগিনী তন্ত্র অনুযায়ী প্রতিটি নারীই শক্তির প্রতীক। এটিই শক্তিবাদের প্রধান কথা। মন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্য - কামাখ্যা মন্দিরে চারটি কক্ষ আছে। গর্ভগৃহ এবং তিনটি মণ্ডপ। মণ্ডপগুলির নাম চলন্ত, পঞ্চরত্ন এবং নাট মন্দির। গর্ভগৃহটি পঞ্চরথ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। অন্যগুলির স্থাপত্য তেজপুরের সূর্যমন্দিরের সমতুল্য। এগুলিতে খাজুরাহো বা অন্যান্য মধ্যভারতীয় মন্দিরের আদলে নির্মিত খোদাইচিত্র দেখা যায়। মন্দিরের চূড়াগুলি মৌচাকের মতো দেখতে। নিম্ন অসমের বহু মন্দিরে এই ধরনের চূড়া দেখা যায়। গর্ভগৃহটি আসলে ভূগর্ভস্থ একটি গুহা। এখানে কোনও মূর্তি নেই। শুধু একটি পাথরের সরু গর্ত দেখা যায়। গর্ভগৃহটি ছোটো এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরু খাড়াই সিঁড়ি পেরিয়ে এখানে পৌঁছাতে হয়। ভিতরে ঢালু পাথরের একটি খণ্ড আছে। সেটি যোনির আকৃতি বিশিষ্ট। এটিতে প্রায় দশ ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত দেখা যায়। একটি ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনের জল বেরিয়ে এই গর্তটি সবসময় ভর্তি রাখে। এই গর্তটিই দেবী কামাখ্যা নামে পূজিত এবং দেবীর পীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কামাখ্যা মন্দির চত্বরের অন্যান্য মন্দিরগুলিতেই একই রকম যোনি-আকৃতিবিশিষ্ট পাথর দেখা যায়, যা ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনের জল দ্বারা পূর্ণ থাকে। দেবী কামাখ্যা মন্দিরের ইতিহাস এবং কুচবিহার রাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা..... কামাখ্যা মন্দির হল ভারতের আসাম রাজ্যের গুয়াহাটি শহরের পশ্চিমাংশে নীলাচল পর্বতে অবস্থিত হিন্দু দেবী কামাখ্যার একটি মন্দির। ৫১টি শক্তি পীঠের মধ্যে একটিতে এবং ৪টি আদি শক্তি পিঠগুলির মধ্যে, কামাখ্য মন্দিরটি বিশেষ কারণ দেবী সতীর গর্ভ এবং যোনি এখানে পড়েছিল এবং এইভাবে দেবী কামাখ্যাকে উর্বরতার দেবী বা রক্তক্ষরণকারী দেবীদ বলা হয়। এই মন্দির চত্বরে দশমহাবিদ্যার মন্দিরও আছে।

সম্পাদকীয়

কবিগুরুকে লেখা নেতাজির চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, আশা করি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। লন্ডনের জনৈক প্রকাশকের অনুরোধে আমি এখন একটি পুস্তক লিখিতেছি। পুস্তকের বিষয়- "The Indian Struggle– 1920" প্রকাশকের নাম Wishart and Company, ৯ John Street– adelphi– London– W.C. ২। অগাস্ট মাসের মধ্যেই আমার লেখা শেষ হইবে এবং অক্টোবরের মধ্যে বই প্রকাশিত হইবে। যে সময়ে Joint Select Committee র রিপোর্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইবে, ঠিক সেই সময়ে আমার বইটিও প্রকাশিত হইবে। পুস্তকের গোড়ায় "Historical Background" শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে এবং একেবারে শেষে "Coming Events" শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে। প্রকাশকদের আশা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খুব বেশী বিক্রী হইবে এবং তাঁহারা জার্মাণ ও ফরাসী অনুবাদেরও চেষ্টা করিতেছেন। আমি এখন চাই কোনও বিশিষ্ট ইংরাজী লেখকের কাছ থেকে আমার পুস্তকের জন্য সূচনা বা Foreword. আমি নিজে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট হইব যদি Bernard Shaé -র লেখনী হইতে কয়েকটা ছত্র পাই। এ বিষয়ে হয় তো আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনি যদি Mr. Bernard Sha মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিতে পারেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। তবে আপনি যদি কোনও প্রকার সঙ্কোচ বা অনিচ্ছা বোধ করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে চাই না। এবং আপনি যদি লেখা স্থির করেন, তাহা হইলে এমন ভাবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন যাহাতে প্রকৃত পক্ষে কিছু কাজ হয়। কেবল আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য লিখিয়া কোনও লাভ নাই। আমি যখন ইয়ুরোপে আসি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া Romain Roland মহাশয়কে আমার সম্বন্ধে পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন কিন্তু সে পরিচয় পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা। সুতরাং সে পত্রের আমি সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই এবং নিজেই Roland মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করি। Bernard Sha মহাশয় বোধহয় আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না সুতরাং তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা দরকার হইবে। আমি ভরসা করি যে আমার পুস্তকের আদর হইবে। কারণ প্রকাশক মহাশয় আমার সহিত contract করিয়াছেন এবং royalt-র টাকা লইয়া আমি লেখা আরম্ভ করিয়াছি। Bernard Shaw ব্যতীত আর একজনের কাছ থেকে Foreword পাইলেও কাজ হইতে পারে- H. G. Wells Rolland মহাশয়ের কথা আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের গান্ধীভক্ত, অথচ আমি তাহা নহি এবং তাঁহাকে সেকথা আমি জানাইয়াছি। সুতরাং Rolland মহাশয় যে আমার পুস্তকের সূচনা লিখিতে রাজি হইবেন সে আশা আমি করিতে পারি না। Bernard Shaw and Wells মহাশয় মহাত্মাজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন কিন্তু তাঁহারা অন্ধভক্ত নন- সুতরাং তাঁহারা হয়তো রাজি হইতে পারেন। আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু আমি জানি না আপনি রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কি না। তদ্ব্যতীত আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন- অন্ততঃ পক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবতঃ পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কি না আমি জানি না। আমার পুস্তকটা হইবে।

উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে রামপুরহাটে ধুন্ধুমার, কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৭ জুন ঃ অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে বীরভূমের রামপুরহাটে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। সাজানো দোকান ভেঙে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন রামপুরহাটের ১৭ এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সকাল তখন সাড়ে সাতটা হবে, রামপুরহাটের ফুড পার্কে বুলডোজার নিয়ে জবরদখল উচ্ছেদে নামে স্থানীয় প্রশাসন। দোকান ভেঙে দেওয়ায় কয়েক জন ব্যবসায়ী কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁদের প্রশ্ন, কেন আগাম নোটিস দিয়ে দখলমুক্তি অভিযানে এল না পুলিশ? যদিও প্রশাসনের দাবি, বুধবারই ওই ব্যবসায়ীদের ওখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য মাইক নিয়ে প্রচারও চালানো হয়। কিন্তু তাঁরা না সরার কারণেই এই পদক্ষেপ। রামপুরহাট পুরসভার অন্তর্গত ১৭ এবং তিন নম্বর ওয়ার্ডে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাটের মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে, রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত এবং রামপুরহাট থানার আইসি-সহ পুলিশবাহিনী। প্রশাসনের তরফে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়ার সময়ই ওই ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলর এবং কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশের। ধাক্কাধাক্কিও হয়। অনেকেই কেঁদে ফেলেন। বিক্ষুব্ধদের দাবি, কোনও আগাম নোটিস না দিয়েই পুলিশ উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। যদিও পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা নিরুপায় হয়ে দেখতে থাকেন। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী আতিমা বিবির কথায়, ''আমাদের কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। আমাকে দোকান থেকে জিনিসপত্রও বার করতে দেয়নি। তার আগেই ভেঙে দিল। ছোট দোকানগুলো ভাঙছে। কিন্তু বড় দোকানগুলোতে কিছু করা হচ্ছে না। আমরা গরিব মানুষ। আমি কোথায় গিয়ে ব্যবসা করব? ছেলেমেয়েদের মুখে কী ভাবে খাবার তুলে দেব? কালকে রাতে শুনেছিলাম ভাঙবে। একটু তো সময় দিতে হবে।'' অন্য এক ব্যবসায়ী চাঁদু খানের দাবি, ''কাল রাত ৮ টার সময় মাইক দিয়ে প্রচার চালানো হয়। বলা হয় সাতটার মধ্যে দোকান সরিয়ে নিতে হবে। সরকারের জমি সরকার ফেরত নেবে। তাতে কিছু বলার নেই। শুধু চেয়েছিলাম একটু সময় দিক। যাতে মালপত্রগুলো সরাতে পারি। কিন্তু সেটুকু সময় দিল না। অন্য অনেক জায়গায় দোকান ভাঙা হল না। সবার দোকান যদি না ভাঙা হয়, তা হলে আমি বাজারের মাঝখানে পাকা দোকান করব। আমার তিন লক্ষের ঋণ আছে। সেগুলো কি সরকার মেটাবে?'' রামপুরহাটের মহকুমা শাসক সৌরভ বলেন, ''যেগুলো স্থায়ী নির্মাণ, তাদের নোটিস দেওয়া হয়েছে। যেগুলো অস্থায়ী নির্মাণ, বাঁশ বা টিনের চাল দিয়ে তৈরি, সেগুলোর জন্য মাইক দিয়ে প্রচার চালানো হয়। আপাতত ওই অস্থায়ী নির্মাণগুলো সরাচ্ছি। স্থায়ী নির্মাণও প্রক্রিয়া মেনে সরানো হবে পরে। অনেকটাই কাজ এগিয়েছে। কোথায় কোথায় আরও বেআইনি দখল রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রামপুরহাটের সঙ্গে তারাপীঠ এবং নলহাটিতেও এই অভিযান চলবে। আমরা আগেও কিছু কাজ করেছি। অনেক বার বলা সত্ত্বেও কেউ নির্মাণ সরাননি। তাই এই পদক্ষেপ।''

বোমা বিস্ফোরণে মৃত যুবক, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ জুন ঃ চাষের জমিতে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক যুবকের। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেদিয়াপাড়া টেকনিয়ারডাঙ্গা গ্রামে। মৃত যুবকের নাম সামিরুল শেখ, বয়স ২১ বছর। পারিবারিক সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ মাছ ধরার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সামিরুল। কিছুক্ষণ পর বোমা ফাটার তীব্র আওয়াজ পায় পরিবারের লোকজন। এর কিছু পরেই বাড়িতে খবর আসে বোমা ফেটে আহত হয়েছে সামিরুল। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পরিবারের লোকজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখান থেকে সামিরুল শেখ কে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। সেখানে ভর্তি করে শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চিকিৎসা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বোমা বিস্ফোরণে আহত সামিরুল শেখের। অপরদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃত সামিরুল ভিন রাজ্যে একটি সোনার দোকানে কাজ করতো। সামিরুল কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না বলে দাবি পরিবারের। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কে বা কারা যুক্ত তা তদন্ত করে দেখছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। সামিরুলের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

কেভি আলিপুরদুয়ার জং-এ পিএম শ্রী ওয়ান ক্লাসরুম নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৬৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ ঃ ২৫-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং:২০-এপি-II-২০২৪। কাজের নাম ঃ কেভি আলিপুরদুয়ার জং-এ পিএম শ্রী ওয়ান ক্লাসরুম (৭×১০.৬ বর্গ মিটার) নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২৩,৬১,৮৫৭.৫৩ টাকা; বায়না রাশি: ৫১,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৩-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT NO: 1) WB/HZP/Uluberia-I/ DGP/-tender - 08/2024-25, Tender ID-2024_701008_1, 2) WB/HZP/Uluberia – I/ DGP/-tenders-07/2024-25, Tender ID-2024_700970_1, 3) WB/HZP/Uluberia-I/DGP/-tender-06/2024-25, Tender ID-2024_700936_1, Date – 24/06/2024 An e-tender notices for Work of: Construction of Drain, is invited by the Prodhan, Dhulasimla Gram Panchayat. Details are available in http://wbtender.gov.in. Bid submission Start date – 27/06/2024 at 17:00 Hrs. Bid submission closing date - 05/07/2024 at 17:00 Hrs. Date of Opening on 08/07/2024 at 17:00 Hrs.

Sd/- Prodhan
Dhulasimla Gram Panchayat

OFFICE OF THE
CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Under Panchla Dev. Block
P.O + P.S.- Panchla, Dist- Howrah, Pin-711322(W.B.)

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 3 nos. of work vide Memo No.- 152/CPGP/2024 To 167/CPGP/2024, Dated- 27/06/2024, (wbtenders.gov.in). Date of e-Published:- 27-June-2024 11:00 AM, Closing Date:- 06-July-2024 05:30 PM, Opening Date(Technical):- 09-July-2024 11:00 AM. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) পরিচালনের হেতু ই-নিলাম

০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্য কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) পরিচালনের জন্যে ঠিকা প্রদানের হেতু ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপণ প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১০৯৫।

অন্তন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএমবিজেকে-এনজেপি

এইচিই সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএমবিজেকে-কেআইআর-এনজেপি-পিএমবিজেকে-২-২৪-১ (পিএমবিজেকে-প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র)	তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশনের পিলার নং. ১৫ এবং ১৬ এর মধ্যে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের (পিএমবিজেকে) পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৭-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৭-২০২৪ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজে NAAC সদস্যগণ পরিদর্শন করছেন Cultural committee আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সৃজন সন্ধ্যা এর নিবেদন এর কিছু মুহূর্ত।

লোকসভা ভোটে বিজেপির হতাশাজনক ফলের জের, বদল হতে পারে ১৫ জেলার সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ লোকসভা ভোটে আশানুরুপ ফল করতে পারেনি রাজ্য বিজেপি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ দাবি এরকম ফল হাওয়ারই কথা ছিল। এরকম এক পরিস্থিতিতে জেলা সংগঠন ঢেলে সাজাচ্ছে বিজেপি। দলের সূত্রে খবর, পুজোর মধ্যেই বদল হতে পারে রাজ্যের ১৫ জেলার সভাপতি। যে টার্গেট বিজেপি করেছিল তার ধারেকাছে যেতে পারেনি রাজ্য বিজেপি। বরং ফল অনেক খারাপ হয়েছে। গতবার ছিল ১৮ সাংসদ। সেই সাংসদ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১২। ফলে চাপ এসে পড়েছে রাজ্য নেতাদের উপরে। ভোটের পর বিভিন্ন দফায় রাজ্য বিজেপির মধ্যে বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকের নিট ফল হল কমপক্ষে ১৫ জেলার খোলনলচে বদলাতে চলেছে বিজেপি। জেলা সভাপতি বদল করে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র জেলা সভাপতিই নয়, মণ্ডল সভাপতিও বদলে দেওয়া হতে পারে। শাস্তির কোপ পড়তে পারে বিভিন্ন মোর্চার দায়িত্বে থাকা নেতাদের উপরেও। বিজেপি সূত্রে খবর, সিংহভাগ বুথের খোলনোলচে বদলানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। জেলা স্তরের একেবারে নিম্নস্তর থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। এমাসেই সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। জেলাওয়াড়ি রিপোর্টে কী উঠে আসছে? জানা যাচ্ছে জেলায় অনেক পুরনো কার্যকর্তাকে ভোটের কাজে লাগানো হয়নি। তিনশোর বেশি মণ্ডল সভাপতি বদল করা হতে পারে। আগস্টের আগে রাজ্য সভাপতি বদল হচ্ছে না। বুথ ভিত্তিক সংগঠন যে ফোঁপরা তার রিপোর্ট জমা পড়েছে। ভোটের আগে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল তাতে জানানো হয় খুব ভালো রেজাল্ট করতে চলেছে দল। সেই রিপোর্টও ছিল ফাঁকা আওয়াজ। ভোটের রেজাল্টই তা প্রমাণ করে। বাড়ি বাড়ি প্রচারে ক্ষেত্রেও অনেকটাই সমন্বয়ের অভাব ছিল। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি দলকের কর্মকর্তারা। ম্যান টু ম্যান যোগাযোগ করা যায়নি। সূত্রের খবর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলার খোলনলচে বদলে যেতে পারে।

তিস্তায় মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন ঃ বৃহস্পতিবার সকাল হতেই জলপাইগুড়ির আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হয়েছিল হালকা বিক্ষিপ্তভাবে জেলার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাতের ফলে ঠাণ্ডার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এইদিন সকালে। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে এই দিন সকাল থেকেই আকাশের মেঘলা ভাব ছিল। কালো মেঘে ঢাকা ছিল গোটা আকাশ। ফলে কিছুটা হলেও ঠান্ডার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এদিন। যদিও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি কিছুটা সময়ের জন্য হলেও পরে তা থেমে যায়। তিস্তায় মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা। পাশাপাশি এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীতে হলুদ সতর্কতা। উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস। জলপাইগুড়িতে সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় ১২৩২.৯৪ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়।

রাস্তা তৈরি নিয়ে ঝামেলার জেরে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত এক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুন ঃ রাস্তা তৈরি নিয়ে ঝামেলার জেরে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ। আর সেই সংঘর্ষেই ইঁটের আঘাতে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে লালগোলা থানার জোতভিকুন এলাকায়। মৃতের নাম সাকমাল সেখ। জানা যায়, এলাকায় রাস্তা তৈরি করা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বচসা বাধে। এরপর তা চরম আকার ধারণ করে। একপর্যায়ে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ইঁট, পাথর ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায়। আর তখনই সাকমাল সেখ নামে এক বৃদ্ধের বুকে ইটের আঘাত লাগে। এরফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধকে ভগবানগোলার কানাপুকুর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় ওই বৃদ্ধ মারা যায়। পরবর্তীতে লালগোলা থানার পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং ময়নাতদন্তে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে। পুলিস পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাণ্ডবেশ্বর ইসিএল কর্মীর রহস্যমৃত্যু, গুলি করে খুন? অভিযোগ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৭ জুন ঃ নির্মীয়মান বাড়ির কাজ দেখতে এসে মৃত্যু হল ইসিএল কর্মীর। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের নাম কাজল ঘোষ। খুনের অভিযোগ পরিবারের। বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে লাউদোহার কালিপুর গ্রামে। জানা গেছে, কাজলের আসল বাড়ি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকার দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার কালীপুর গ্রামে। তবে পরিবার নিয়ে তিনি থাকতেন ঝাঁঝরা খনি আবাসন এলাকায়। গ্রামের বাড়ির পাশেই নিজের নতুন বাড়ি তৈরি করছিলেন কাজল। তাঁর পরিবারের তরফে জানা গেছে, প্রতি দিনই গ্রামে বাড়ি তৈরির কাজে তদারকি করতে যেতেন কাজল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থেকে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যা গড়ালেও তিনি বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন বাড়ির লোকজন। ফোন করা হলেও সেটি 'সুইচ অফ' আছে বলে জানা যায়। কাজলের পুত্র ধ্রুব ঘোষ গ্রামের নির্মীয়মাণ বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান। কাজলকে ফরিদপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধ্রুব বলেন, প্রত্যেক দিন বাবা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের ওই বাড়িতে থাকতেন। সন্ধ্যা হলে বাড়ি ফিরতেন। এ দিন সন্ধ্যার পর বাড়ি না ফেরায় বাবাকে ফোন করি। কিন্তু ফোনের সুইচ অফ ছিল। সেই কারণে রাত ৮টা নাগাদ কালীপুর গ্রামে বাবার খোঁজে আসি। এসে দেখি বাড়ির মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বাবা। কাজলের মোবাইল ফোন এবং হাতে থাকা একটি সোনার আংটির খোঁজ পাওয়া যায়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় ফরিদপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কাজলকে গুলি করা হয়েছে, নাকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে শিলিগুড়িতে দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন ঃ দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে শিলিগুড়িতে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি ইসলামপুর এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার বিজেপি নেতৃত্ব দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন দিলীপ ঘোষ। এদিন দিলীপ ঘোষ কে দলীয় কার্যালয়ে স্বাগত জানান মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ও শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি নান্টু পাল। শিলিগুড়ি সংগঠনকে কি করে আরো চাঙ্গা করা যায় সেই নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ছাড়েন তিনি।

পুলিশের তৎপরতায় নিখোঁজ শিশুকে ফিরে পেল পরিবার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুন ঃ পুলিশের তৎপরতায় ৪ বছরের একটি শিশু ফিরে গেল তার মা বাবার কোলে। পাত্রসায়ারের কাকাটিয়া গ্রামে একটি ৪ বছরের শিশুকন্যাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখেন গ্রামবাসীরা। তারা শিশুটির কাছে তার বাবা-মায়ের নাম ও বাড়ি কোথায় জানতে চাইলেও শিশুটি কোনও কিছু জানাতে পারেনি। গ্রামবাসীরা বিষয়টি পুলিশকে জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটিকে থানায় নিয়ে আসে। শিশুটিকে পরিচর্যায় রাখা হয়। পুলিশ স্থানীয় সূত্র মাধ্যমে শিশুটির বাবা- মায়ের খোঁজ করতে শুরু করে। অবশেষে খোঁজ মেলে বাবা মায়ের। পরিচয় যাচাই করে পুলিশ শিশুটিকে বাবা মায়ের হাতে তুলে দেয়।

নিত্য সমস্যায় জর্জরিত কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ জুন ঃ নিত্য দিনের নানান সমস্যায় জর্জরিত কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজার। দীর্ঘদিন ধরে বাজারের ভেতরের প্রেভার্স ব্লকের রাস্তা বেহাল। ব্যবসায়ী সহ নিত্য বাজার করতে আসা জনসাধারণের অভিযোগ নানান জায়গায় উঠে গেছে প্রেভার্স ব্লক গুলি। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে থাকছে রাস্তায়। যার ফলে বাজারের ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলাচল করলে সারা শরীরে কাদা ছেটে। এছাড়াও রাস্তার একাধিক জায়গা ভেঙে যাওয়ায় মালবাহী যে কোনোরকমের গাড়ি চলাচলে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে নিত্যদিন। যার ফলে ক্ষুদ্ধ ব্যবসায়ীরা। এছাড়াও তাঁদের অভিযোগ বাজারের একাধিক জায়গা থেকে ছাদ খসে পরে, কিছু সময় চাঙ্গর খসে পরে। যার ফলে নিত্য বাজারকারীরা প্রতিদিন ভয়ে ভয়ে বাজার করতে হচ্ছে।

GENERAL NOTICE

This is to inform you that as per instruction of My Client namely 1)SMT. PINKI SAHA, (PAN NO. BKUPS 4672 K), Wife of Sri Ashis Kumar Saha, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation Business, residing at 27/18, B. K. Paul Temple Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District – Howrah, Pin-711 202, and (2) SMT. SARBANI MONDAL, (PAN NO. AKNPM 2371 F), Wife of Sri Biswajit Mondal, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation – Housewife, residing at 51/3, Lala Babu Shire Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin-711 202, being Purchaser therein**(Applicant's Name/ Receiver's Name)** purchased ALL THAT piece and parcel of undivided ½ share of land measuring 2 (Two) Cottahs 10(Ten) Chittacks 16 (Sixteen) Sq.ft. more or less together with G+II storied building standing thereon out of 5 Cottahs 4 Chittacks 31 Sq. ft. , comprised in Mouza - Bally, J.L. No. 14, R.S. Dag No.19032/22064, Khatian No. 9474 &9475,crossponding to presently Bally Municipality Holding No. 316, G.T. Road (North), (formerly Premises No. 12, G.T.Road, of HMC, Ward No. 57) , P.O.- Belur, P.S.-Bally, Howrah By virtue of Deed of Sale dated 9th July, 2018 duly registered in the office of ADSR, Howrah recorded in Book No. I, Volume No. 0502-2018, Deed No. **050205001** for the year 2018, at a market Value of Rs. 74,78,331/- from**(1)**RAM PRASAD SHAW @ JAISWAL, Son of Late Baharchi Shaw alias Bahamchi Shaw, by faith - Hindu, by Nationality Indian, by Occupation - Business, residing at 41, 42 Hingana Road, GEDAM Layout Nagpur (Urban), Indl. Area Nagpur, Maharashtra 440 016, represented by his Constituted Attorney SRI MANOJ JAISWAL, Son of Sri Kamta Prasad Jaiswal, by faith Hindu, by Nationality Indian, by Occupation - Business, residing at 62/12, J.N. Mukherjee Road, P.O. Ghusuri, Police Station Malipanchghora, District - Howrah-711 107, **vide POA duly registered in the office of DSR, Howrah recorded in Book No. IV, Volume No. 0501-2016, Pages from 2455 to 2465, Deed No. 050100128 for the year 2016, (2)** SMT. SHANTI DEVI SHAW @ JAISWAL, Wife of Late Shew Prasad Shaw alias Shiv Prasad Shaw, by faith Hindu, by Nationality Indian, by Occupation Household duties, **(3)** PUNAM KUMARI JAISWAL, (PAN ATNPJ 7189 B), Daughter of Late Shew Prasad Shaw alias Shiv Prasad Shaw, by faith Hindu, by Nationality Indian, by Occupation - Household duties, Vendor No. 2 & 3 both are residing at 56/14, J. N. Mukherjee Road, Post Office Ghusuri, Police Station Malipanchghora, District - Howrah-711 107, Vendor No. 2 &3. **are represented by their Constituted Attorney (1)** SRI ASHIS KUMAR SAHA, Son of Late Haripada Saha, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation-Business, residing at 27/18, B. K. Paul Temple Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin711 202, and (2) SRI TRIDEB MONDAL, Son of Sri Biswajit Mondal, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation Business, residing at 51/3, Lala Babu Shire Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin 711 202, **vide POA duly registered in the office of DSR, Howrah recorded in Book No. IV, Volume No. 0501-2017, Pages from 12438 to 12465, Deed No. 050100706 for the year 2017,**(4)SMT. MADHURI JAISWAL, (PAN-BAJPJ 1636 F), Wife of Late Prabhat Jaiswal, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation Housewife, residing at 56/14, J.N. Mukherjee Road, Post Office - Ghusuri, Police Station Malipanchghora, District Howrah 711107, **(5)** SHWETA JAISWAL, wife of Sri Pankaj Jaiswal, by faith Hindu, by Nationality Indian, by Occupation - Housewife, residing at B-38/65 34, Nagar Colony, Chhitupur, Varanasi, in the State of Uttar Pradesh Pin-221010, **Vendor No. 4 to 5 are represented by their Constituted Attorney** (1) SRI ASHIS KUMAR SAHA, Son of Late Haripada Saha, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation-Business, residing at 27/18, B. K. Paul Temple Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin711 202, and (2) SRI TRIDEB MONDAL, Son of Sri Biswajit Mondal, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation Business, residing at 51/3, Lala Babu Shire Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin 711 202, **vide POA duly registered in the office of DSR, Howrah recorded in Book No. IV, Volume No. 0501-2017, Pages from 9601 to 9621,** Deed No. **050100531** for the year 2017, (Name of Recorded Raiyat)

We the Applicant herein have applied for recording our names in the office of BL &LRO at Bally Jagacha, Howrah.

If anyone has any objection in this matter may contact and file their objection the office of BL &LRO at Bally Jagacha, Howrah within 7 days from the publication of this notice.

Omprakash Tiwari, Advocate
High Court Calcutta
Date : 26.06.2024 Kolkata-700 007

GENERAL NOTICE

This is to inform you that as per instruction o My Client namely 1)SMT. PINKI SAHA, (PAN NO. BKUPS 4672 K), Wife of Sri Ashis Kumar Saha, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation Business, residing at 27/18, B. K. Paul Temple Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District – Howrah, Pin-711 202, and (2) SMT. SARBANI MONDAL, (PAN NO. AKNPM 2371 F), Wife of Sri Biswajit Mondal, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation – Housewife, residing at 51/3, Lala Babu Shire Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin-711 202, being Purchaser therein**(Applicant's Name/ Receiver's Name)** purchased ALL THAT piece and parcel of undivided ½ share of land measuring 2 (Two) Cottahs 10(Ten) Chittacks 15 (Fifteen) Sq.ft. more or less together with G+II storied building standing thereon out of 5 Cottahs 4 Chittacks 31 Sq. ft. , comprised in Mouza - Bally, J.L. No. 14, R.S. Dag No.19032/22064, Khatian No. 9474 &9475,crossponding to presently Bally Municipality Holding No. 316, G.T. Road (North), (formerly Premises No. 12, G.T.Road, of HMC, Ward No. 57) , P.O.- Belur, P.S.-Bally, Howrah By virtue of Deed of Sale dated 31st October,2018 duly registered in the office of ADSR, Howrah recorded in Book No. I, Volume No. 0502-2018, Pages from 281129 to 281158, Deed No. **050208706** for the year 2018, at a market Value of Rs. 74,74,998/- from **(1)** RAJENDRA SHAW , Son of Late Baharchi Shaw alias Bahamchi Shaw, by faith - Hindu, residing at 56/14, J.N. Mukherjee Road, P.O. Ghusuri, Police Station Malipanchghora, District - Howrah-711 107, represented by his Constituted Attorney (1) SRI ASHIS KUMAR SAHA, Son of Late Haripada Saha, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation- Business, residing at 27/18, B. K. Paul Temple Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin711 202, and (2) SRI TRIDEB MONDAL, Son of Sri Biswajit Mondal, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation Business, residing at 51/3, Lala Babu Shire Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin 711 202, vide POA duly registered in the office of DSR, Howrah recorded in Book No. IV, Volume No. 0501-2017, Pages from 12417 to 12437, Deed No. **050100705** for the year 2017, **(2)**. MAHENDRA KUMAR SHAW @ JAISWAL , Son of Late Baharchi Shaw alias Bahamchi Shaw, by faith - Hindu, by Occupation - Business, **(3)** SMT. ANITA JAISWAL , wife of Late Rabindra Jaiswal , **(4)** SRI SUBHAM JAISWAL, Son of Late Rabindra Jaiswal, all are residing at 56/14, J.N. Mukherjee Road, P.O. Ghusuri, Police Station Malipanchghora, District - Howrah-711 107, **(5)** RUCHITA JAISWAL, Wife of Sri Bishwanath Jaiswal, residing at 3, Govt. Colony, P.O. Kona, Police Station Liluah, District - Howrah-711 323, all 2 to 5 are represented by their Constituted Attorney (1) SRI ASHIS KUMAR SAHA, Son of Late Haripada Saha, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation- Business, residing at 27/18, B. K. Paul Temple Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin711 202, and (2) SRI TRIDEB MONDAL, Son of Sri Biswajit Mondal, by faith Hindu, Nationality Indian, by Occupation Business, residing at 51/3, Lala Babu Shire Road, P.O. Belurmath, P.S. Belur, District Howrah, Pin 711 202, vide POA duly registered in the office of DSR, Howrah recorded in Book No. IV, Volume No. 0501-2017, Pages from 12386 to 12416, Deed No. **050100707** for the year 2017,(Name of Recorded Raiyat).

We the Applicant herein have applied for recording our names in the office of BL &LRO at Bally Jagacha, Howrah.

If anyone has any objection in this matter may contact and file their objection the office of BL &LRO at Bally Jagacha, Howrah within 7 days from the publication of this notice.

Omprakash Tiwari, Advocate
High Court Calcutta
Date : 26.06.2024 Kolkata-700 007

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-VII, KMC invites tender online lump-sum royalty rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/1
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated near Hazra Bagan Lane in Ward No. 56, BR-VII.**

(2) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/2
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated at 7/1 Kulia Tangra Road in Ward No. 57, BR-VII.**

(3) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/3
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated at Chingri Ghata Canal South Road near Navin Sangha in Ward No. 57, BR-VII.**

(4) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/4
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated at 29/1 Canal South Road (near Rashmoni Bazar Connecting Bridge) in Ward No. 57, BR-VII.**

(5) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/5
Name of the Work : **Engagement of NGOs/Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated near 4 no. Pagla Danga 1st. Lane in Ward No. 57, BR-VII.**

(6) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/6
Name of the Work : **Engagement of NGOs/Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated opposite to 5, Sibtala Lane in Ward No. 57, BR-VII.**

(7) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/7
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet of Two Storied Community Toilet opposite to 12/1, Meher Ali Lane in Ward No. 57, BR-VII.**

(8) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/8
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated near Metropolitan Housing near Auto Stand in Ward No. 57, BR-VII.**

(9) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/9
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Two Storied Toilet at 8 Pagla Danga Road (Pora Bustee) in Ward No. 57, BR-VII.**

(10) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/10
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated at 74 D C Dey Road (near Live Stock Yard) in Ward No. 58, BR-VII.**

(11) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/11
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Two Storied Toilet situated at 12 Govinda Khatick Road in Ward No. 58, BR-VII.**

(12) NIT No. : KMC/VII/PAYANDUSE/24-25/12
Name of the Work : **Engagement of NGOs/ Self Help Groups/Agencies for operation and maintenance of Pay and Use Toilet situated at 58 Govinda Khatick Road in Ward No. 58, BR-VII.** Security deposit : **Rs. 15,000.00. [For Sl. No. 1 to 12].** Period of contract for operation : **36 months [For Sl. No. 1 to 12].** Last date and time of submission of bid : **10.07.2024** up to **12 noon. [For Sl. No. 1 to 12].** Bid opening date and time for technical proposals : **12.07.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 to 12].** The bid form and other details will be available on and from **25.06.2024 (4.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 12].**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/003/2024-2025/D
Name of the Work : **Restoration of bituminus road & cement concrete passage with allied works disturbed by laying Water Pipe Line & other PU Agency at Dewan Bagan Lane, DR. P. N. Kundu Road, Shimpukur Lane etc. in Ward No. 136, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,43,678.47.** Earnest money : **Rs. 7,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/006/2024-2025/D
Name of the Work : **Restoration of cement concrete passage with allied works disturbed by different PU Agency near Holding No. R-166, R-167, R-215, R-168, S-139, S-136 etc. in Ward No. 137, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,94,564.67.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/004/2024-2025/R
Name of the Work : **Removal of silt & slush from surface drain and sewer network from labour quarter to BR. Office-XV in Ward No. 134.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,50,424.66.** Earnest money : **Rs. 7,100.00.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/013/2024-2025/R
Name of the Work : **Restoration of C.C. Passage and paver block passage with allied works at Paharpur Road, Akshay Kanan Lane etc. near Premises No. J505, J510, J361 etc. in Ward No. 133, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,96,121.10.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.** Period of completion : **90 days. [For Sl. No. 1 to 4].**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/002/2024-2025/R
Name of the Work : **Removal of silt from surface drain at Fathepur 1st Lane (N/H No. O-13 to O-63), Dewan Bagan Lane, Santoshpur Road N/H No. Q-411, Q-452 etc. in Ward No. 136, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,761.68.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/001/2024-2025/R
Name of the Work : **Removal of silt from surface drain at Akra Road, Mudialy Road near Holding No. Q-6 to Q-84, Q-364 etc. in Ward No. 136, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,87,760.54.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/002/2024-2025/R
Name of the Work : **Removal of silt of Akra Road to Kalibabu Math, Cotton Mill Lane from S-157 to S-175 etc. in Ward No. 137 under BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,012.13.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/001/2024-2025/R
Name of the Work : **Desilting of Akra Road Nikashi drain from R-1 Matiabruz Police Station to Gazi Para Mosque along with Karbala Nikashi drain along with 2 nos. of culvert from R-142 Akra Road to R-37 Garden Reach Road in Ward No. 137 under BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,281.19.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/003/2024-2025/R
Name of the Work : **Removal of silt & slush from surface drain and sewer line with allied works at Bollam Tola Lane near Premises No. N-146, N-177, N-180 etc. in Ward No. 133, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,392.63.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/002/2024-2025/R
Name of the Work : **Removal of silt & slush from surface drain at Mangrataleb area and Methor Para near Premises No. G257, J18, J24 etc. in Ward No. 134, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,96,055.57.** Earnest money : **Rs. 6,000.00.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/001/2024-2025/R
Name of the Work : **Removal of silt & slush from surface drain at Battikol, Meher Manzil, Bangla Basti etc. in Ward No. 134, BR-XV.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,96,372.33.** Earnest money : **Rs. 8,000.00.** Period of completion: **120 days. [For Sl. No. 5 to 11].** Last date and time of submission of bid : **11.07.2024** at **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 11].** Date of opening of tender : **13.07.2024** at **11 a.m. [For Sl. No. 1 to 11].** The bid forms and other details are available on and from **02.07.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 11].**

135/24-25

হাওড়ায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করলেন সুজয়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুনঃ বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিগত তিন বছরে প্রশাসক হিসেবে নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিগত তিন বছরে পুর প্রশাসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সামনে বহু বাধা এসেছে। বহু ক্ষেত্রে অসহযোগিতা পেয়েছি। তবু উন্নয়নের কাজ কখনো থেমে থাকেনি। এমন কোনও কাজ করিনি যাতে সরকারের বা দলের কোনও ক্ষতি হয়। নেত্রীর সম্মানহানি হয় এমন কাজ কখনও করিনি। তবে, উন্নয়নের প্রশ্নে কখনোই অন্তরায় হয়ে থাকতে চাইনা। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চাইনা। নেত্রী না চাইলে এক মুহুর্তও পদ আঁকড়ে থাকতে চাই না। তবে, যতদিন পুর প্রশাসক হিসেবে থাকব নেত্রীর নির্দেশ মেনেই কাজ করব। হাওড়ায় বলেন ডা.সুজয় চক্রবর্তী। এদিন বিগত তিন বছরের পুরসভার একাধিক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন সুজয়। তিনি বলেন, তিন বছর ধরে হাওড়াকে বদলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের হাতে গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে আমার ওনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। দিদির নির্দেশমতো আগামী দিনে আমি হাওড়াকে একটি পরিকল্পিত শহরের রূপ দিতে চাই। নিকাশি, সাফাই সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে আরও জোর দিয়ে কাজ করব। পুরসভা নিজে বেশ কয়েকটি গাড়ি কিনবে। যাতে এজেন্সি নির্ভরতা কমিয়ে শহরের সাফাইয়ের কাজ পুরসভা নিজেই করতে পারে। বিগত তিন বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে সুজয় বলেন, বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য হাওড়ায় তৈরি হয়েছে সক্ষম ক্লিনিক। পুরসভার নিজস্ব ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি করেছে আমাদের বোর্ড। থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। শহরের নিকাশি নালার সাফাইয়ে রোবট এবং ডুবুরি নামিয়ে ডিসেলটিং করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই কাজগুলিকেই আরও জোরদার করতে হবে। এছাড়াও বেআইনি নির্মাণ এবং জবরদখল সমস্যা নিয়ে পুরসভা কড়া ব্যবস্থা নেবে।

পরকীয়ায় লিপ্ত টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ

আগরতলা, ২৭ জুন ঃ ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস তথা টিএসআর বাহিনীর এক জওয়ানের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ করলেন স্ত্রী। শুধু তাই নয় ওই টিএসআর জওয়ান পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে সন্তানদের দেখাশোনা করছেন না। তাই বাধ্য হয়ে সুবিচারের আর্জি নিয়ে থানার দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতা স্ত্রী।

জানা গিয়েছে, টিএসআর বারো নম্বর ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত অর্জুন বিশ্বাস ঘরে স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে অপর এক গৃহবধূর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। সন্তানদের ফেলে ওই গৃহবধূর সঙ্গে আগরতলা শহরের এক ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছেন। এই ঘটনা জানার পর অর্জুন বিশ্বাসের স্ত্রী স্বামীর কাছে ঘটনার বিস্তারিত জানতে চান।

তারপর থেকেই টিএসআর জওয়ান অর্জুন বিশ্বাস তার স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত মারধরের পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে। এই কাজে সহযোগিতা করে অর্জুন বিশ্বাসের অবৈধ প্রেমিকা আঁখি ভৌমিক। এই অবৈধ প্রেমিকা অর্জুন বিশ্বাসের স্ত্রী বিনা দেবনাথকে মোবাইলের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় গালিগালাজ এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। অবশেষে গৃহবধূ বৃহস্পতিবার বাধ্য হয়ে স্বামী এবং তার অবৈধ প্রেমিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে পশ্চিম মহিলা থানার দ্বারস্থ হন।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিনা দেবনাথ জানান চার বছর ধরে তার স্বামী অর্জুন বিশ্বাস প্রেমিকা আঁখি ভৌমিকের সাথে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া থাকছেন। তাদের অবৈধ সম্পর্ক বিনা দেবনাথ হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। ডিভোর্স না দিয়ে কিভাবে অন্য মহিলাকে বিয়ে করে সে বিষয়ে বিচার চেয়ে মহিলা থানায় মামলা করেন অর্জুন বিশ্বাসের স্ত্রী বিনা দেবনাথ। আইনের কাছে সুষ্ঠু বিচারের প্রার্থনা করেছেন তিনি।

তেলিয়ামুড়ায় সচেতনতামূলক মিছিলে অংশ নিয়ে গণহারে অসুস্থ হয়ে পড়ল ছাত্রছাত্রীরা

তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন ঃ প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যেই ইকো ক্লাবের মিছিল সহ শাস্তি স্বরূপ রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় ব্যাপক সংখ্যায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, কারো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি বিভিন্ন উপসর্গের জেরে বিদ্যালয় চত্বরে ত্রাহী ত্রাহী অবস্থা। বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের দায়িত্বে থাকা শ্যামলী দাস এবং মানিক চক্রবর্তী নামের দুই শিক্ষক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সর্বাণী ভট্টাচার্যের অনুমতিক্রমে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে পরিবেশ সচেতনতা মূলক মিছিল সংঘটিত করে। এই মিছিলটি দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে শুরু হয়ে বিদ্যালয় চত্বর সহ সন্নিহিত এলাকা প্রদক্ষিণ করার পর যখন বিদ্যালয়ে আসে এর কিছুক্ষণ পর থেকেই ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হতে থাকে। যদিও এর আগেও একাধিক ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তবে এর পেছনে কারণ হিসেবে যা উঠে এসেছে তা অত্যন্ত রোমহর্ষক। জানা গেছে, বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ প্রার্থনার পর কিছু ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসায় শাস্তি স্বরূপ অধ্যক্ষা সর্বানি ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী দ্বাদশ এবং দশম শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং সত্তর থেকে আশি বার করে কান ধরে উঠবস করান। এর ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই একাধিক ছাত্রী মাটির মধ্যে লুটিয়ে পড়তে থাকে। গুণধর শিক্ষিকাদের নাম রুমা বণিক এবং সায়নী সাহা ভৌমিক বলে জানা গেছে।

গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে দৌড়ঝাপ শুরু হয়। এরপর একের এর পর এক অ্যাম্বুলেন্স মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দিকে ছুটতে শুরু করে এবং স্বাভাবিকভাবেই গোটা এলাকার মধ্যেও একটা ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এই বিষয়ে ইকো ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষিকা মানিক চক্রবর্তী এবং শ্যামলী দাস বলেন, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল তাই রৌদ্রের মধ্যেই এই মিছিল করতে হয়েছে। যদিও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সর্বাণী ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, আজকের নাকি আবহাওয়াটা ততটা গরম নয় এইজন্য এই উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে গোটা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে বিদ্যালয়ের বিদ্যজ্যোতি প্রকল্পের জনৈক শিক্ষিকা অম্বিকা বণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের দেখে রীতিমতো তেড়ে-ফুড়ে আসতে শুরু করলে বিদ্যালয়ে চত্বরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকে বাড়িতে গিয়েও অসুস্থ হয়ে পড়েছে এমনটাই খবর রয়েছে।

এদিকে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার সময় বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির একাধিক সদস্য দাবি করেছেন, নিঃসন্দেহে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বৃহস্পতিবারের এই ভূমিকা নিন্দনীয় এবং তারা কমিটির মিটিং-এর মধ্য দিয়ে আজকের ঘটনার তদন্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে এগোবেন।

প্রজ্ঞা ভবনে সপ্তম স্টুডেন্ট প্রজেক্ট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ জুন ঃ ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে সপ্তম স্টুডেন্ট প্রজেক্ট প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন এই অনুষ্ঠানটি মূলত বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর গবেষণা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং উৎসাহিত করার জন্য। তিনি আরও বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জৈব খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণার জন্য শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য এই কর্মসূচিতে আলোচনা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য ত্রিপুরা সরকার কিছু তহবিল মঞ্জুর করছে, তিনি যোগ করেছেন। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক রাজ্য পরিষদের সচিব ডঃ কে শশীকুমার, কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের সচিব অধ্যাপক অশোক এম রাইচুর, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যদেও পোদ্দার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।

সচেতনতামূলক রেলি অনুষ্ঠিত

বিলোনিয়া, ২৭ জুন ঃ জুন মাস বন্যাপ্লাবনের মাস। এই সময় জনগনকে বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। জাতিসংঘ ২৫ শে জুলাইকে বন্যাপ্লাবন নিরোধক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় একটি সচেতনতামূলক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। বাড়ির আশপাশের জলাশয় সহ শিশুদের প্রতি নজরদারি রাখার বার্তা দিতে জন সচেতনতামুলক এক রেলি সংঘটিত হয় বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে।

সরকারের লক্ষ্য ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনসাধারণকে স্বনির্ভর করে তোলা ঃ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ জুন ঃ ত্রিপুরায় অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের সঠিক ও বিস্তৃত তথ্য সম্পর্কে এ সমস্ত শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের সচেতন করে তোলা হচ্ছে। এ সমস্ত শিল্পের সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে পারলে শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে। বৃহস্পতিবার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলের অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের বিকাশে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ ও জনসাধারণকে স্বনির্ভর করে তোলা। যারাই রাজ্যে শিল্পের বিকাশে এগিয়ে আসবেন তাদের পাশে সরকার থাকবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত এমএসএমই-র উদ্যম প্রকল্পে ৫৮,৭৪৩টি শিল্প সংস্থা নথিভুক্ত রয়েছে। এরমধ্যে ৫৭,৭২৫টি অতি ক্ষুদ্র, ৯৪৯টি ক্ষুদ্র এবং ৬৯টি মাঝারি শিল্প হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা স্বপ্না দেবনাথ ও রাজ্যস্থিত ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের সহঅধিকর্তা সোহনলাল খালিয়া। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্বসহায়ক দল থেকে আগত প্রতিনিধিদের নতুন শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের রাজ্যস্থিত ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের সহায়তায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর সারা বিশ্বে ২৭ জুন আন্তর্জাতিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়।

যুদ্ধ চায় না যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানি

ওয়াশিংটন, ২৭ জুনঃ ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা লেবাননের হিজবুল্লাহকে মোকাবিলায় প্রস্তুত। লেবাননে হামলা চালানোর পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে এবং তা বৈধতা পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলকে সতর্ক করে দিয়েছে তাদের দুই মিত্রদেশ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও তুরস্ক ইসরায়েলের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বার্লিন ও ওয়াশিংটন জানিয়েছে, যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হলে তার ফল নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। লেবাননকে সমর্থন করে তুরস্ক আঞ্চলিক শক্তিগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছে, তারাও যেন একইভাবে লেবাননের পাশে দাঁড়ায়। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেছেন, 'যুদ্ধের পরিধি ও তীব্রতা বাড়লে তার ফল মারাত্মক হবে। আমি এটাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হিসেবে দেখছি।' গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

সংস্কৃতির শহর কৈলাসহরে ৩০শে জুন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ষোড়শ বইমেলা

কৈলাসহর, ২৭ জুন ঃ সংস্কৃতির শহর কৈলাসহরে আগামী ৩০শে জুন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ষোড়শ বইমেলা। আগামী ত্রিশ জুন রবিবার থেকে জেলা প্রশাসন ও পুর পরিষদের উদ্যোগে কৈলাসহরের ভগিনী নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরু হতে যাচ্ছে ষোড়শ কৈলাসহর বই মেলা। চলবে ৫ জুলাই অব্দি। প্রায় ৫ বছর পর মননের উৎসব বই মেলা শুরু হচ্ছে। এনিয়ে অত্যন্ত খুশি সংস্কৃতির শহর কৈলাসহরের জনগণ।

বইমেলাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার মহকুমা শাসকের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, অতিরিক্ত মহকুমাশাসক নব কুমার জমাতিয়া, জেলা শিক্ষা অধিকর্তা প্রশান্ত কিলিকদার, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায় বলেন, কৈলাসহর একটি সংস্কৃতির শহর। এখানে রয়েছেন বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক সহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পীরা।

দীর্ঘদিন পর আগামী ত্রিশ জুন থেকে শুরু হওয়া বই মেলায় স্থানীয়, রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকেও অনেক সংগীত শিল্পী সহ লেখক ও কবি, সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করবেন। বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাই সকলের উপস্থিতিতে বইমেলাকে সার্থক করে তুলতে আহ্বান জানিয়েছেন চপলা দেবরায়। মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার জানান, অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স এবং ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এই বইমেলায় রাজ্যের প্রায় ২৩টি বই এর স্টল খুলবে। এছাড়াও স্থানীয় ৫ থেকে ৬টি বইয়ের স্টল থাকবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য দপ্তরের বিভিন্ন প্রদর্শনীও থাকবে মেলায়। ত্রিশ জুন থেকে শুরু হওয়া বইমেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান মহকুমা শাসক।

ধান ক্রয় কর্মসূচির সূচনা

বিশালগড়, ২৭ জুন ঃ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং খাদ্য ও জনসংভরণ্ড দপ্তরের যৌথ প্রয়াসে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ন্যূনতম সহায়ক মূলে ধান ক্রয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট নিউমার্কেটে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ধান ক্রয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তিনদিনের এই কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, সদর মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দুলাল সরকার সহ অন্যান্যরা। তিন দিনব্যাপী এই ধান ক্রয় কর্মসূচিতে ডুকলী ব্লকের আওতাধীন সবগুলি গ্রামীন এলাকার কৃষকরা ধান নিয়ে উপস্থিত হন।

শহরের তালিকায় এবার নিয়ে টানা তিনবার শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে হংকং

হংকং, ২৭ জুনঃ বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের তালিকায় এবার নিয়ে টানা তিনবার শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে হংকং। অন্যদিকে সবচেয়ে কম ব্যয়ের শহর নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজা। ঢাকার অবস্থান গত বছরের তুলনায় ১৪ ধাপ বেড়ে ১৪০-এ উঠে এসেছে। গত বছর ঢাকার অবস্থান ছিল ১৫৪তম। গত সোমবার মার্সার কস্ট অব লিভিং সার্ভে থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। বিশ্বের ২২৬টি শহর নিয়ে এই জরিপ করা হয়েছে। জরিপটিতে প্রতিটি শহরের পরিবহন, খাদ্য, পোশাক, গৃহস্থালিসামগ্রী, বিনোদনসহ ২০০-এর বেশি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এরপর বিভিন্ন শহরের মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয়ের মধ্যে তুলনামূলক হিসাব করা হয়েছে।চলতি বছর বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের মধ্যে হংকংয়ের পরেই রয়েছে এশিয়ার আরেক শহর সিঙ্গাপুর। এরপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের চারটি শহর জুরিখ, জেনেভা, বাসেল ও বার্ন। সপ্তম নিউইয়র্ক, অষ্টম লন্ডন, নবম বাহামা দ্বীপপুঞ্জের নাসাউ ও দশম অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস। মার্সার কস্ট অব লিভিং সার্ভের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর জীবনযাত্রার মান বাড়ার পেছনে এককভাবে বড় ভূমিকা রেখেছে বাসাভাড়া। জরিপভুক্ত শহরগুলোর বাসিন্দাদের আয়ের একটি বড় অংশই ব্যয় করতে হয় বাসা ভাড়ায়। ২০২৩ ও ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় সব শহরে বিভিন্ন জিনিসের দাম বাড়লেও বাসা ভাড়ার বৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি। এরপর মূল্যস্ফীতি ও স্থানীয় মুদ্রার মান ওঠা-নামাও শহরগুলোর বাসিন্দাদের আয়-ব্যয়কে সরাসরি প্রভাবিত করেছে।জরিপের তথ্যমতে, চলতি বছর বিশ্বের সবচেয়ে কম ব্যয়ের শহরগুলোর মধ্যে আবুজার পরেই রয়েছে নাইজেরিয়ার আরেক শহর লাগোস। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, কিরগিজস্তানের বিশকেক, পাকিস্তানের করাচি, মালাবি প্রজাতন্ত্রের শহর ব্লানটায়ার, তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে, দক্ষিণ আফ্রিকার শহর ডারবান, নামিবিয়ার রাজধানী উইন্ডহোক ও কিউবার রাজধানী হাভানা।

Name Change
I, DHURJYATI MAITI, SON OF RAMPADA MAITI, RESIDING AT VILL & PO-HARIPUR, EAST MEDINIPUR-721631, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHURJATI MAITI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/06/2024. THAT DHURJYATI MAITI AND DHURJATI MAITI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KM FIRDAUS JAHAN, W/O MOHAMMED MAINUDDIN, R/O B/3/7, SISTER NIVEDITA ABASHAN, 8, BHUKAILASH ROAD, KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FIRDOUS JAHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/06/2024, THAT KM FIRDAUS JAHAN AND FIRDOUS JAHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANGELA KAKULI RODRICKS, W/O ASHIM LAWRENCE RODRICKS, R/O 10B, CREEK LANE, PO ENTALLY, PS MUCHIPARA, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANGELA VERONICA KAKULI RODRICKS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/06/2024, THAT ANGELA VERONICA KAKULI RODRICKS AND ANGELA KAKULI RODRICKS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I FOOL JAHAN, W/O MOHAMMED NOOR, R/O B/3/7, SISTER NIVEDITA ABASHAN, 8 BHUKAILASH ROAD, KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PHOOL JAHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/06/2024, THAT FOOL JAHAN AND PHOOL JAHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANKAR SAHA, S/O LATE AMULYA CHANDRA SAHA, R/O 16/19, TAKI ROAD, KALIKAPUR, PO BARASAT, KOLKATA -700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANKAR KRISHNA SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS BARASAT ON 11/01/2024, THAT SANKAR KRISHNA SAHA AND SANKAR SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMAD NOOR, S/O SHA MOHAMMED, R/O B/3/7, SISTER NIVEDITA ABASHAN, 8 BHUKAILASH ROAD, KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED NOOR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/06/2024, THAT MOHAMMAD NOOR AND MOHAMMED NOOR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Rukshana Begum (Old Name) W/o Iftekhar Alam and D/o- Late Md Alam Residing at 74/4/2 Gangaram Bairagi Lane, Haora Corporation, Haora, -711101, W.B, India shall henceforth be known as Ruksana Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-06-2024. Rukshana Begum (Old Name) and Ruksana Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I Sahajan Ali and Sajahan Ali,Son of late Sekh Khorsed Ali resident of Paschim Manika, Po- Sulani, East Medinipur 721158, West Bengal.Shall henceforth be known as Sekh Sajahan Ali vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 26/06/2024.That sekh Sajahan Ali, Sahajan Ali and Sajahan Ali all are the same and one identical person.

Name Change
I, Noorjahan Khatun (Old Name) D/o- Aslam Khan Residing at Baga Para Dakshin, Maheshtala (M) , South 24 Parganas , Pin- 700141, W.B , India shall henceforth be known as Noorjaha Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-06-2024. Noorjahan Khatun (Old Name) and Noorjaha Khatun (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I,SIPRA DEY AND TINKU DE (SARKAR), DAUGHTER OF SUNIL KRISHNA SARKAR,WIFE OF JOYDEB DEY, RESIDING AT 319/66 JESSORE ROAD, SOUTH DUMDUM (M), MOTIJHEEL, NORTH 24 PARGANAS -700074, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIPRA DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 25/04/2024.THAT DEY AND TINKU DE (SARKAR) ALSO SHIPRA DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Hara Krishna Pal S/o. Haridas Paul R/o. Rishra Natunpally, P.O.- Morpukur, P.S.- Rishra, Dist.- Chandannagar, Pin-712250 shall henceforth be known as Harekrishna Paul. I declare that Harekrishna Paul and Hara Krishna Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-06-2024.

Name Change
I, Sachi Kamti (old name) D/O Raj Kumar Kamti, residing at 515, G.T Road South Sandhya Bazar, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sachi Kumari Kamti (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/06/2024. Sachi Kumari Kamti (new name) and Sachi Kamti (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, NURHOSSEIN MALLIK (পুরাতন নাম) পিতা LATE RAOSHAN MALLIK , ঠিকানা- VILL-KHANDRUI, PO-TURKAGARH, PS-DANTAN,WEST MEDINIPUR,721445,WEST BENGAL, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে NURHOSEN MALLIK (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। NURHOSEN MALLIK (নতুন নাম) এবং NURHOSSEIN MALLIK (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Meenakshi Putran & Meenakasi Putran (old name) D/O Mani Iyer, residing at 18/16, Dover Lane, Sarat Bose Road, Kolkata- 700029, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Meena Putran (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/06/2024. Meena Putran (new name) and Meenakshi Putran & Meenakasi Putran (old name) all are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, MANOWAR MALLICK (পুরাতন নাম) পিতা NURHOSEN MALLIK , ঠিকানা- VILL-KHANDRUI,PO-TURKAGARH, PS-DANTAN,WEST MEDINIPUR, 721445,WEST BENGAL, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MANOWAR MALLIK (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MANOWAR MALLIK (নতুন নাম) এবং MANOWAR MALLICK (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Prativa Somani (old name) W/O Late Binod Kumar Somani, residing at HB-213, Salt Lake City, 2nd Floor, IB Market, Sector-3, Bidhannagar, Pin- 700106, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pratibha Somani (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/06/2024. Pratibha Somani (new name) and Prativa Somani (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, MOHAMMED AHMED KARIM (পুরাতন নাম) পিতা MD SARMAD KARIM , ঠিকানা- IDRIS APARTMENT,5TH FLOOR,FLAT-5A,5A HARE KRISHNA KONAR ROAD,PS-BENIAPUKUR, DIST-KOLKATA, PIN-700014, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.06.2024 এর Affidavit নম্বর 23 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOHAMMAD AHMED KARIM (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MOHAMMAD AHMED KARIM (নতুন নাম) এবং MOHAMMED AHMED KARIM (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Asima Panda & Asima Rani Patra (old name) W/O Shyamal Tarapada Panda, residing at Palashi, Belda, Paschim Medinipur, Pin- 721443, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Asima Shyamal Panda (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/06/2024. Asima Shyamal Panda (new name) and Asima Panda & Asima Rani Patra (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Padam Bhandari (পুরাতন নাম) পিতা Loonkaran Bhandari ঠিকানা - FL-11EG Mankarn, 3B Ram Mohan Mullick Garden Lane, Beleghata, Beleghata H.O, Kolkata. W.B Pin-700010 India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 24-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Padam Chand Bhandari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Padam Chand Bhandari (নতুন নাম) ও Padam Bhandari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Patra Bankim Narendra & Bankim Bihari Patra (old name) S/O Narendra Patra, residing at Palashi, Belda, Paschim Medinipur, Pin- 721443, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bankim Patra (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/06/2024. Bankim Patra (new name) and Patra Bankim Narendra & Bankim Bihari Patra (old name) all are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Md Jahiruddin Gayen (পুরাতন নাম) পিতা Imanuddin Gayen ঠিকানা Vill. - Nischintapur, P.O.- Tilari, P.S.- Garhbeta, West Medinipur-712122 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-06-2024৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jahiruddin Gayen (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jahiruddin Gayen (নতুন নাম) ও Md Jahiruddin Gayen (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sidharath Surana (পুরাতন নাম) পিতা Shikhar Chand Surana ঠিকানা House No 302, Chauri Sadak, Sunheri Gurudwara, VTC- Ludhiana, P.O.- Central Post Office, Sub Dist- Ludhiana (West) Dist.- Ludhiana, State- Punjab Pin- 141008 India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 24-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sidharth Surana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sidharth Surana (নতুন নাম) ও Sidharath Surana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Subhasis Shyamal Panda & Snehashish Panda (old name) S/O Shyamal Tarapada Panda, residing at Palashi, Belda, Paschim Medinipur, Pin- 721443, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Snehashish Shyamal Panda (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/06/2024. Snehashish Shyamal Panda (new name) and Subhasis Shyamal Panda & Snehashish Panda (old name) all are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Lalbanu Bibi Biswas (পুরাতন নাম) স্বামী Aijel Biswas ঠিকানা Bhayna Paschimpara, Hanskhali, Nadia, W.B Pin-741502, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 20-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Lal Banu Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Lal Banu Biswas (নতুন নাম) ও Lalbanu Bibi Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sambhu Das (পুরাতন নাম) পিতা Late Sukha Ranjan Das ঠিকানা 2/4C Subarnabati Abasan, Champadali More, Barasat, North 24 Parganas, W.B- 700124 India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 24-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sambhu Nath Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sambhu Nath Das (নতুন নাম) ও Sambhu Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, SK KAYEM, SON OF SK SULTAN, RESIDING AT DANDUR, KENNA, MEMARI, PURBA BARDHAMAN-713401,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK KAYAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/06/2024.THAT SK KAYEM AND SK KAYAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

জমি ফেরত পেতে বিক্ষোভে নামল জমিহারারা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ জুন ঃ জমি ফেরত পেতে বিক্ষোভে নামল জমিহারারা। সবুজপত্র নামে সংগঠনের সামনে ব্যানার-পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন জমিহারারা। পরে আবাসনের গেটে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে যায় বিক্ষোভকারীরা। এমনকি, আবাসনের সামনে শান্তিনিকেতন থেকে পাঁচুই যাওয়ার রাস্তায় পথ অবরোধ করে। খবর পেয়ে পাঁচুই থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। আবাসনের প্রোজেক্ট ম্যানেজার মাহবুব মণ্ডল এসে বিক্ষোভকারীদের সামনে এসে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার কথা দেন। তারপর বিক্ষোভ ওঠে। বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায় বলেন, আমি অভিযোগ পেয়েছি, সেই মত তদন্ত চলছে। জমি ফেরত পেতে 'সবুজপত্র' নামে আবাসনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসীরা। এমনকি, পুলিশের সামনেই আবাসনের গেটে ধাক্কাধাক্কি, অশান্তি শুরু হয়ে যায়। পাঁচুই থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে ঘটনাস্থলে। অবশেষে বাধ্য হয়ে আবাসন কর্তৃপক্ষ দখল হওয়া ২২ বিঘা জমির উপর নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, বীরভূম জেলা শাসকের নির্দেশে তদন্ত শুরু করেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা বীরভূমের পাঁচুই থানার সাত্তোর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরপুকুরডাঙ্গা গ্রামে আদিবাসী ও চাষিদের প্রায় ২২ বিঘা পাট্টা, বর্গা ও চাষের জমি দখলের অভিযোগ ওঠে। সেই জায়গায় গড়ে ওঠে 'সবুজপত্র' নামে একটি বিশালবহুল আবাসন। আর এর নেপথ্যে আছে শাসক দলের মদতপুষ্ট জমি মাফিয়ারা বলে অভিযোগ জমিহারাদের। জমি ফিরে পেতে বীরভূম জেলা শাসক থেকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু, কোন ফল হয়নি। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে তৎকালীন সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সময় পাট্টা পেয়েছিলেন এই এলাকার ৪০ জন আদিবাসী ও চাষী। সেই জমি ভয় দেখিয়ে দখল করে নেওয়ার অভিযোগ।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর রিভার টানেলের নিচে টেলিফোন সংযোগ উন্নত করা হয়েছে

কলকাতা, ২৭ জুন ঃ সব মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! হাওড়া ময়দান থেকে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর এসপ্ল্যানেড প্রসারিত মেট্রো পরিষেবা যাত্রীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি কম সময়ে শহর ও আশপাশের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এই রুটটি ব্যবহার করছেন। তাদের সুবিধার্থে, গ্রীন লাইন-২ এর সকল স্টেশন আধুনিক যাত্রী সুবিধায় পরিপূর্ণ। নদীর তলদেশে মেট্রো যাত্রাকে আরও মনোরম করতে এগুলোর সঙ্গে নিয়মিত নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা যোগ করা হচ্ছে। হুগলি নদীর নীচে মেট্রো যাত্রীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন টেলিফোন সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য, হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে এই প্রসারিত অংশে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোয় ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। ভারতী এয়ারটেলের পরে, টেলিকম জায়ান্ট রিলায়েন্স জিও তার পরিষেবা প্রদানের জন্য হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এই ৪.৮ কিলোমিটার প্রসারিত প্রান্তি স্টেশনে উচ্চ- ক্ষমতার নেও ইনস্টল করেছে। ফলস্বরূপ, গ্রীন লাইন-১-এর মতো, মেট্রো যাত্রীরা এখন ৫ জি গতি, নিরবচ্ছিন্ন ভয়েস কল এবং ডেটা ট্রান্সমিশন উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছে যা এই প্রসারিত সময়ে তাদের যাত্রাকে অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। এটি তাদের মেট্রোতে যাতায়াতকে সময় সংযুক্ত এবং উৎপাদনশীল থাকার অনুমতি দেয়।

আত্মঘাতী যুবক, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন ঃ বাড়িতে নিজের শোবার ঘরের পাশেই একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো এক যুবক। বাড়ির পাশে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ফুলবাড়ির পুটিমারি এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুটিমারি বাংলাবস্তি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম রামপ্রসাদ বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চলত। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায়শই মদের নেশায় ডুবে থাকত মৃত যুবক। এই দিনও বাড়িতে প্রায় লেগে থাকতো অশান্তি। বুধবার রাতেও মদ খেয়ে বাড়ি এসে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানায় পরিবারের সদস্যরা। এরপর রাতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লে বৃহস্পতিবার সকালে তাদের বাড়ির পাশেই একটি গাছে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় প্রতিবেশীরা। ঘটনার খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবার মহলে।

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
Corrigendum
Corrigendum No.: 01 Dated: 27.06.2024,
Corrigendum No.: 02 Dated: 27.06.2024,
Corrigendum No.: 03 Dated: 27.06.2024.
Ref. NIT No. – 01 Dated.- 20.06.2024. NIT No. 02 Dated - 20.06.2024, NIT No. – 03 Dated.-20.06.2024
Regarding Date of pre bid meeting .Documents download/sell end date (Online), Bid submission end date (Online), Opening of Technical Proposal(Online) for NIT No 01& 02, NIT No. & dated for Nit No 03 and other in tender copy in website(e-Tender) Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-01 / 2024-25, Tender id : 2024_MAD_697036_1, Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-02/2024-25, Tender ID : 2024_MAD_697104 & Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-03 /2024-25, Tender ID : 2024_MAD_697184 Last date & time for submission of bid through online is 06.07.2024 upto 2:00 P.M. The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in
S/d- Chairman,
Ramjibonpur Municipality

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
NIQ No. : 222/PHE(C)/BMC, Date : 27/06/2024. e-Tender has been invited emergent repairing of Transformer, Submersible Pump, Panel Box at different locations under BMC. For details, please follow [Tender I.D 2024_MAD_701960_1 to 3] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board.
Last date of Bid submission - 06/07/2024 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

হনুমানের আক্রমণে আহত একাধিক, গৃহবন্দী এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৭ জুন ঃ হয়ে যায় বনদপ্তরের কর্মীরা। এমনই মাজদিয়া বেলডাঙ্গা এলাকায় ক্ষিপ্ত অভিযোগ একাধিক গ্রামবাসীর। হনুমানের আক্রমণে আহত একাধিক, এমতো অবস্থায় গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে বলে জানান মানিক দেবনাথ নামক এক গ্রামবাসী।

একপ্রকার গৃহবন্দী এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, বুধবার বিকেল থেকে শুরু হয় নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মাজদিয়া বেলডাঙ্গা এলাকায় একটি পূর্ণবয়স্ক হনুমানের তাণ্ডব। যার জেরে বুধবার কমবেশি আহত হন ১০ থেকে ১৫ জন গ্রামের মানুষ। বুধবারের রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয় ফের ক্ষিপ্ত হনুমানের আক্রমণ। যা অব্যাহত থাকে দুপুর পর্যন্ত। বুধবারের মতো বৃহস্পতিবারও ২০ থেকে ২৫ জন ঐ ক্ষিপ্ত হনুমানের আক্রমণের শিকার হন। তাদেরকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কাছেই মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। স্থানীয়রা জানান, ক্ষিপ্ত হনুমানটি মানুষ দেখলেই ধাওয়া করে আক্রমন সানাচ্ছে। এভাবেই হনুমানের আক্রমণে কমবেশি আহত হয়েছেন ৩০ থেকে ৪০ জন গ্রামের মানুষ। গ্রামবাসীরা জানান, ক্ষিপ্ত হনুমানের তাণ্ডবের জেরে বুধবার বিকেল থেকে গ্রামের প্রায় প্রতিটি মানুষ এক প্রকার গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছে। ঘরের বাইরে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারছে না কেউ। পাছে ক্ষিপ্ত হনুমানের আক্রমণের শিকার হতে হয়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে একটি খাঁচা পেতে একপ্রকার উধাও

BANGALORE FORT FARMS LIMITED
Corporate Identification Number: L51101WB1966PLC226442;
Registered Office: 16A, Brabourne Road 6th Floor, Kolkata - 700001, West Bengal, India;
Tel: +91-90047-54433; Website: info@bangalorefortfarms.com; Email ID: www.bangalorefortfarms.com;

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer, on behalf of Genesis Trade-Links Private Limited, the Corporate Acquirer 1, along with the Individual Acquirers, Mr. Vikash Singh, Acquirer 2, and Mrs. Nitu Singh, Acquirer 3, collectively referred to as the Acquirers, for acquisition of up to 12,47,844 fully paid-up equity shares of face value of Rs.10.00/- each, representing 26.00% of the Voting Share Capital of Bangalore Fort Farms Limited, at an Offer Price of Rs.28.50/- per Offer Share, payable in cash, to the Public Shareholders of the Target Company, in accordance with the provisions of Regulation 18 (7) of SEBI (SAST) Regulations ('Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement').

This Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement is to be read in conjunction with the: a) Public Announcement dated Wednesday, March 13, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Tuesday March 19, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirers on Wednesday, March 20, 2024, in Financial Express (English Daily) (All India Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions and Delhi Edition), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranto Barata (Bengali Daily) (Kolkata Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, March 28, 2024 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Thursday, June 20, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Wednesday, June 26, 2024, and published in the Newspapers on Thursday, June 27, 2024 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, and this Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirers.

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

For capitalized terms used hereinafter, please refer to the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 7 of the Letter of Offer.

A. Offer Price
The Offer is being made at a price of Rs. 28.50/- per Offer Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.

B. Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC')
A Committee of Independent Directors of the Target Company comprising of Sundeep Kumar Tayal, as the Chairperson of the Independent Directors Committee, and Naba Kumar Das, member of the Independent Directors Committee approved their recommendation on the Offer on Wednesday, June 26, 2024, and published in the Newspapers on Thursday, June 27, 2024. The IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.

C. Other details with respect to Offer
1. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
2. The Letter of Offer has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Friday, June 14, 2024, being the Identified Date, on Monday, June 24, 2024, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company, and through registered post/ speed post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive.
3. The Draft Letter of Offer dated Thursday, March 28, 2024, was filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number SEBI Observation letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2024/19527/1' dated Wednesday, June 12, 2024, duly in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the Letter of Offer. There have been no other material changes in relation to the Offer, as otherwise disclosed in the Letter of Offer.
4. Public shareholders should note that, the information on page 2 of the Letter of Offer under "SCHEDULE OF THE MAJOR ACTIVITIES RELATING TO THIS OFFER" for the last date of publication in the Newspapers of recommendations of the independent directors committee of the Target Company for this Offer, Actual Schedule (Day and Date) shall be read as "Thursday, June 27, 2024", which is in continuation of and in conjunction with the Letter of Offer, unless otherwise specified.
5. Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.bangalorefortfarms.com, the Registrar to the Offer at www.integratedindia.in, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com, from which the Public Shareholders can download/print the same.

D. Instructions for Public Shareholders
a) **In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/dematerialized form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.13. titled as *'Procedure for tendering Equity Shares held in Dematerialized Form'* on page 38 of the Letter of Offer.
b) **In case of Equity Shares are held in Physical Form:** As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iv) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by sole/joint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.12. titled as *'Procedure for tendering Equity Shares held in Physical Form'* on page 37 of the Letter of Offer.
c) **Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:** Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.15. titled as *'Procedure for tendering Equity Shares in case of non-receipt of Letter of Offer'* on page 39 of the Letter of Offer.

E. Status of Statutory and Other Approvals
As of date, to the best of the knowledge of the Acquirers, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 7.6. titled as *'Statutory Approvals and conditions of the Offer'* at page 34 of Letter of Offer.

F. Procedure for Acceptance and Settlement of Offer
The Open Offer will be implemented by the Acquirers through Stock Exchange mechanism made available by BSE Limited in the form of separate window ('**Acquisition Window**') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13 April 2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. [illegible]

G. Revised Schedule of Activities

Schedule of Activities	Tentative Schedule of Activities (Day and Date)	Actual Schedule of Activities (Day And Date)
Issue date of the Public Announcement	Wednesday, March 13, 2024	Wednesday, March 13, 2024
Publication date of the Detailed Public Statement in the Newspapers	Wednesday, March 20, 2024	Wednesday, March 20, 2024
Last date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Thursday, March 28, 2024	Thursday, March 28, 2024
Last date for public announcement for a competing offer(s)#	Tuesday, April 16, 2024	Tuesday, April 16, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer will be received	Friday, April 26, 2024	Wednesday, June 12, 2024~
Identified Date*	Monday, May 06, 2024	Friday, June 14, 2024
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date	Thursday, May 09, 2024	Monday, June 24, 2024
Last date by which a committee of the independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders for this Offer	Friday, May 10, 2024	Thursday, June 27, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	Friday, May 10, 2024	Friday, June 28, 2024
Last date of publication of opening of Offer public announcement in the Newspapers	Monday, May 13, 2024	Friday, June 28, 2024
Date of commencement of Tendering Period	Monday, May 13, 2024	Monday, July 01, 2024
Date of closing of Tendering Period	Monday, May 13, 2024	Friday, July 12, 2024
Last date of communication of the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Friday, April 26, 2024	Monday, July 29, 2024@

Note:
[illegible]

H. Documents for Inspection
[illegible]

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.bangalorefortfarms.com, the Registrar to the Offer at www.integratedindia.in, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and BSE Limited at www.bseindia.com.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer
SWARAJ
Swaraj Shares and Securities Private Limited
Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriott, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India.
Telephone Number: +91-22-69649999
Email Address: takeover@swarajshares.com
Investors Grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com
Website: www.swarajshares.com
Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/Ms. Pankita Patel
SEBI Registration Number: INM00012980
Validity: Permanent
Date: Thursday, June 27, 2024
Place: Mumbai

On Behalf of the Acquirers
Sd/-
Mr. Vikash Singh
Acquirer

মৃত রোগী, উত্তেজনা হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৭ জুন ঃ সামান্য সর্দি-জ্বর হয়েছিল। তাই একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বছর ৫২-র এক ব্যক্তি। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল সেখানে। দু-তিন দিন ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর মৃত্যু হল ওই ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আসানসোল ভগৎ সিং মোড়। জানা গেছে, ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে মৃতের আত্মীয়রা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। হাসপাতালে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় তাঁদের।

দুর্গাপুর হাউজিংয়ের জমি জবরদখল করে নির্মাণ বন্ধ করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ জুন ঃ রাজ্য হাউজিং দফতরের জমিও জবরদখলের কব্জায়। অভিযোগ, জবরদখল করে চলছে একের পর এক দোকান, গোডাউন নির্মান। আগে অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি। এবার মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর নড়েচড়ে বসলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মান বন্ধ করল দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্গাপুর ২৯ নং ওয়ার্ডের সাগরভাঙা গোলপার্ক এলাকায় হাউজিং কমপ্লেক্সে। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুর সাগরভাঙা এলাকায় রয়েছে রাজ্য হাউসিং বিভাগের প্রায় দুই হাজার ফ্ল্যাট বাড়ি। বিভিন্ন ব্লকে ফ্ল্যাটগুলি ভাগ করা আছে। হাউজিং বিভাগের ফ্ল্যাট ছাড়াও ফাঁকা জমিতে খেলার মাঠ, শিশুদের উদ্যান, ক্লাবঘর, মন্দির রয়েছে। মূলতঃ রাজ্য সরকারি ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সেখানে থাকেন। অভিযোগ, গত কয়েকবছর ধরে বেশ কিছু ফাঁকা জমিতে জবরদখল করে দোকান ও বসত বাড়ি নির্মাণ চলছে। স্থানীয় আবাসিকরা জানান, শিশুদের খেলার মাঠ, গাড়ি পার্কিংয়ের জমি দখল করে অবাধে চলছে নির্মাণ। ছোটো ছোটো দোকান নির্মাণ করে বিক্রি হয়। অভিযোগ, শাসক দলের মদতে চলছে ওইসব সরকারি জমি দখল করে দোকান বাড়ি নির্মাণ। এরকমই একটি নির্মান কাজ চলছিল সাগরভাঙা হাউজিং কমপ্লেক্সের এস-ব্লকে। গত ১৫ মার্চ আবাসিকরা স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আবাসিকদের অভিযোগ, এস-১১৫ ও এস-১২০ মাঝামাঝি জায়গাটি শিশুরা খেলাধূলা করত। গাড়ি পার্কিং হত। সামাজিক অনুষ্ঠানের মন্ডপ হত। গত মার্চ মাসে জায়গাটি দখল করে অবৈধ নির্মান করা শুরু করে এক ব্যাবসায়ী। তাতে আবাসনের জায়গা সংকীর্ন হয়ে পড়বে। শিশুদের খেলাধূলা ও গাড়ি পার্কিংয়ের সমস্যা হবে। যদিও নির্বাচনের সময় পুলিশ নির্মাণ কাজ তখন বন্ধ করে দেয়। সম্প্রতি ভোট মিটতেই আবারও নির্মাণ শুরু করে বলে অভিযোগ। এদিকে, দুদিন আগে অবৈধ জবরদখল সরানোর জন্য পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের কড়া নির্দেশিকা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ওই কড়া বার্তার পর নড়েচড়ে বসে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ।

Bijur-I Gram Panchayat
Jabui, Purba Bardhaman
Notice Inviting Tender
e-N.I.T. NO. – 01/2024-25
Memo No. 226/2024 Dt. 27.06.2024
e-N.I.T. NO. – 02/2024-25
Memo No. 227/2024 Dt. 27.06.2024
e-N.I.T. NO. – 03/2024-25
Memo No. 228/2024 Dt. 27.06.2024
e-Tender for 14 no. of schemes regarding PCC Road, Drainage Channel and Solar Submersible hereby invited by the Prodhan, Bijur-I G.P. from bonafied contractors/agencies to participate in the eTender **from 27/06/2024 03.00 PM to 08/07/2024 up to 05.00 PM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Bijur-I Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/118/ 2024, Date:- 26/06/2024
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 4 (Four)Nos. different works. Date of issue of tender form 26.06.2024 to 05.07.2024 from 11.00 AM to 3:00 PM. Last date of receiving of tender from 05.07.2024 up to 3:00 PM. Date of Opening: i) TECHNICAL BID-08.07.2024, 3:00 PM, AND ii) FINANCIAL BID-08.07.2024, 4:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422
Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites E-tenders vide Notice No. & Dated - **eNIT No: 298/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, 299/ JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, 300/ JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, 303/ JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, 304/ JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024.**
Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

Office of the Assistant Director of Horticulture, District Horticulture Office, Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri
TENDER NOTICE
Sealed E-Tender are invited from bonafied Person/Organization/ Nurseryman for preparation and maintenance of good quality horticulture crop saplings under Jalpaiguri Hort. Res. & Dev, Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri. For details please visit http://**www.wbtenders.gov.in** or contact Office of the District Horticulture Office, Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri.
Sd/-Assistant Director of Horticulture
Mohitnagar, Jalpaiguri

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 03 Memo 210/khal/2024
NIeT 04 Memo 211/khal/2024
Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in www.wb.etenders.gov.in website and Last date of submission 06/07/2024(6.00 PM).
Sd/- Pradhan
Khalagram Gram Panchayat

Dubrajpur Gram Panchayat
PO - BONDUBRAJPUR, DIST. - BANKURA.
E-mail – dubrajpurgp@gmail.com
Notice inviting e-Tender No-NIT/03/DGP/2024-25 & NIT/004/DGP/2024-25,
Pradhan, Dubrajpur Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for 12 (Twelve) Nos. works. Last date of documents download and bid submission is 06.07.2024 and 07.07.2024 at 18.00 hrs. For details please visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Dubrajpur Gram Panchayat

Office of the Haturia -I Gram Panchayat
Natibpur, Agunshi, Bagnan, Howrah
Notice inviting e-tender
Ref. Memo No.- HGP1/ 176/ NIT-09/15 th FC/24- 25, Dt - 27/06/24
E-Tenders are invited in the website http://wbtenders.gov.in for above reference no. Last date of submission of bid:05/07/ 2024. Bid opening date : 07/07/24.
Sd/- Pradhan
Haturia-I Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/এলওসিও, তারিখ ঃ ২৬.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। বিশদ বিবরণের জন্য এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে, অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in ক্যাটালগ নং ঃ এইচডব্লুএইচ-আরডিএন-এলওসিও-৩। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৭.২০২৪-এ বেলা ১১টা। **ক্রঃ নং ও সিকোয়েন্স নং; লট নং; বিবরণ** যথাক্রমে ঃ **(১)** এএ/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৩-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য ৫০ঃ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে বর্ধমান স্টেশনের ভেতরে বিভিন্ন অবস্থানে রেলওয়ের স্থাপিত ০৬টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অধিকার প্রদান। **(২)** এএ/২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯৪-২৩-১; ০৫ বছর সময়সীমার জন্য ৫০ঃ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুবিধা সহ হাওড়া স্টেশনে (পিএফ-৯) ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড কিয়স্ক স্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **(৩)** এএ/৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-ওএসডি-১১৯-২৪-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুবিধা সহ হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত ক্লাস্টার-১ (লিলুয়া, বেলুড়, বালী, ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া এবং শ্রীরামপুর স্টেশনে, অ্যানেক্সার-১-এ যেমন উল্লেখিত আছে)-এর অধীনে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোড-এর ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টারগুলিতে এবং আনরিজার্ভড্ টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারগুলিতে ডুয়েল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(৪)** এএ/৪; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-ওএসডি-১২০-২৪-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুবিধা সহ হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত ক্লাস্টার-২ (শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও তারকেশ্বর স্টেশনে, অ্যানেক্সার-১-এ যেমন উল্লেখিত আছে)-এর অধীনে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোড-এর ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টারগুলিতে এবং আনরিজার্ভড্ টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারগুলিতে ডুয়েল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(৫)** এএ/৫; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএসডি-১২১-২৪-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুবিধা সহ হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত ক্লাস্টার-৩ (ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম ও কাটোয়া স্টেশনে, অ্যানেক্সার-১-এ যেমন উল্লেখিত আছে)-এর অধীনে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোড-এর ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টারগুলিতে এবং আনরিজার্ভড্ টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারগুলিতে ডুয়েল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(৬)** এএ/৬; এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-ওএসডি-১২২-২৪-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুবিধা সহ হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত ক্লাস্টার-৪ (পাণ্ডুয়া, মেমারি, বর্ধমান, বোলপুর এবং রামপুরহাট স্টেশনে (অ্যানেক্সার-১-এ যেমন উল্লেখিত আছে)-এর অধীনে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোড-এর ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টারগুলিতে এবং আনরিজার্ভড্ টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারগুলিতে ডুয়েল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, স্থাপন, চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(৭)** এবি/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএসএন-২২-২২-১; বেলানগর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(৮)** এবি/২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল-ওএসএন-৩৫-২২-১; ধনিয়াখালি হল্ট স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(৯)** এবি/৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-ওএসএন-৩৮-২৩-১; গুড়াপ স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(১০)** এবি/৪; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেসিওয়াই-ওএসএন-৫২-২২-১; কৈচর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের কাজের জন্য চুক্তি সম্পাদন। **(১১)** এসি/১; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৫-২৩-১, এসি/২; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৬-২৩-১, এসি/৩; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৭-২৩-১, এসি/৪; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৮-২৩-১, এসি/৫; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৯-২৩-১, এসি/৬; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০০-২৩-১, এসি/৭; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০১-২৩-১, এসি/৮; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০২-২৩-১, এসি/৯; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৪-২৩-১, এসি/১০; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৫-২৩-১, এসি/১১; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৬-২৩-১, এসি/১২; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৭-২৩-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশন (হাওড়া ডিজেল শেড ডিপো) দ্বারা প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের (ডব্লুএপি-৪) বাইরের সারফেসে ব্র্যান্ডিং (পিইউ পেন্টিং আকারে) দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অধিকার প্রদান। **(১২)** এসি/১৩; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৮-২৩-১, এসি/১৪; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৯-২৩-১, এসি/১৫; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১০-২৩-১, এসি/১৬; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১১-২৩-১, এসি/১৭; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লু এইচ-বিডব্লুএন-১১২-২৩-১, এসি/১৮; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৩-২৩-১, এসি/১৯; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৪-২৩-১, এসি/২০; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৫-২৩-১, এসি/২১; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৬-২৩-১, এসি/২২; এডিভিটি-এলওসিও-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৭-২৩-১; ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিশন (বর্ধমান ডিজেল শেড ডিপো) দ্বারা প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের (ডব্লুএজি-৫) বাইরের সারফেসে ব্র্যান্ডিং (পিইউ পেন্টিং আকারে) দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অধিকার প্রদান। (HWH-137/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দলিল হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি মেনকা দাস, স্বামী প্রয়াত সন্তোষ কুমার দাস, বয়স ৮৯ বছর, পেশায় অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষিকা, ৮, সাধক রাম প্রসাদ সেন রোড, নাজিরাপাড়া, ওয়ার্ড-৬ এর স্থায়ী বাসিন্দা (পৌরসভার করের রসিদ অনুযায়ী ওয়ার্ড নং-৫) পোস্ট অফিসঃ কৃষ্ণনগর, থানাঃ কোতোয়ালি, জেলাঃ নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১০১, আমি ঘোষণা করিতেছি যে ০৮-০৬-২০২৪ রাত ৮.০০ টার দিকে যখন আমার বড় ছেলে সুকান্ত দাস টাউন হলের কাছে একটি জেরক্সের দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন বাড়ি আসার পথে রাস্তায় আসল ডিড অফ গিফট দলিল টি হারিয়ে যায় ডিড অফ গিফট নং-10659 / 2012, বই নং-১, সিডি ভলিউম নং ৩৪ পৃষ্ঠায় ১ থেকে ২১ সাল ২০১২ পর্যন্ত নিবন্ধিত হয়েছে। যা কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় জিডি করে জানানো হয়েছে, জিডি নং. 817 তারিখ 12.06.2024। জমির বিবরন- উত্তরে দিকে ঃ সৌতি সরকারের জমি, পূর্বে ঃ অসীম সাহার বাড়ি দক্ষিণে। সাধক রাম প্রসাদ সেন রোড, পশ্চিমে ঃ সৌতি সরকারের বাড়ি। আমার ছেলে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করেছে, কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা গেছে। আমার বিনীত অনুবোধ যে যদি কেউ উল্লেখিত দলিলটি খুঁজে পান তবে দয়া করে প্রদত্ত ঠিকানায় ফেরত দিলে উপকৃত হব। ফোন নম্বর-৯৪৩৪১৪৮৫১০

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসেস ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্র.নং.ঃ** ১। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ এডিইই-সোলার-২০২৪-৫আর, তারিখ ঃ ২৭.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** গার্ডেনরীচ-এ ৫৫টি ১০ কেডব্লুপি, ২১টি ৫ কেডব্লুপি ও ৪৬টি ২ কেডব্লুপি গ্রিড সংযুক্ত রুফ টপ সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৭৩,৩৪,৬২১.৮০ টাকা (প্রযোজ্য জিএসটি সহ)। **বায়না মূল্যঃ** ৩,৩৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (যেহেতু ই-টেন্ডার জিসিসি-২০২০ অনুসারে)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২২.০৭.২০২৪ বেলা ৩টা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র.নং.ঃ** ২। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ এডিইই-এএমসি-৫এনও এলআইএফটিএস- ২০২৪-৪আর, তারিখ ঃ ২৭.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** নর্থ কলোনি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ-এর আবাসিক ভবন নং ১৮/১, ১৩বি, ১৩সি, ১১/১ ও ১১/২-তে ৫টি অটোম্যাটিক প্যাসেঞ্জার লিফটের ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য অল-ইন-সার্ভিস সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২৩,৮৮,২৩১ টাকা (প্রযোজ্য জিএসটি সহ)। **বায়না মূল্যঃ** ৪৭,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (যেহেতু ই-টেন্ডার জিসিসি-২০২০ অনুসারে)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ বেলা ৩টা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) মাস। **ক্র.নং.ঃ** ৩। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ এডিইইজি-রিওয়্যারিংকিউটিআর-২৪-১আর, তারিখ ঃ ২৭.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** গার্ডেনরীচ– স্টাফ কোয়ার্টারগুলিতে পরিবর্তিত মাত্রার ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটিংস-এর বাস্তবায়নের জন্য রিওয়্যারিং। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৩৫,২৯,৪৩২.২০ টাকা (প্রযোজ্য জিএসটি সহ)। **বায়না মূল্যঃ** ২,১৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য (যেহেতু ই-টেন্ডার জিসিসি-২০২২ অনুসারে)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৯.০৭.২০২৪ বেলা ৩টা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।(PR-318)

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422
Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites E-tenders vide Notice No. & Dated - **eNIT No: 887/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, 888/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, 889/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024 @https://wbtender.gov.in/** for necessary information. **Last date of bidding 09/07/2024.**
Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-02/2024-25 501/Shy-II
Dated- 26.06.2024
On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders .gov.in**. The last date of tender submission-**12.07.2024 at 5.00 PM.**
SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil)/BR.-VIII, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/085/05/2024-2025/D**
Name of work: **Restoration of Footpath Disturbed by Different PU Agencies at 11E M.P. 2nd Lane, 27F Lansdown Place, 53/1/2 Hazra Road, 5/27 Sevak Baidya St. etc. in Ward No.-85.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,48,988.39**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/069/01/2024-2025/D**
Name of work: **Restoration of Paver Block & I.P.S. Footpath / Passages at 11, 13 Gurusaday Road, 14, 16, 22/1 B.C. Road etc. in Ward No.-069.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,98,760.59**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/069/06/2024-2025/D**
Name of work: **Restoration of Paver Block & I.P.S. Footpath / Passages at 18/A1, 15/2/H/4, Ahiripukur 2nd Lane, 60/A, 35 Paddapukur Road etc. in Ward No.-069.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**4,92,322.09**. Earnest Money: ₹ **9,900.00**. Period of Completion: **90 Days**.
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/090/02/2024-2025/R**
Name of work: **Maintenance of Elevated Median Strip Along Gariahat Road from Golpark to Panchanantala in Ward No.-90 under Borough-VIII.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**2,53,180.47**. Earnest Money: ₹ **5,100.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of Bid: **12.07.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3) & **09.07.2024 –12.00 noon** (for Sl. No. 4). Date of opening of tender **15.07.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3) & **11.07.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 4). The bid forms and other details are available on and from **02.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No 1 to 3) & **29.06.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-XVI/144/002/24-25**
Name of work : **Supplying of 6 Nos. Mazdoors to attend the Emergent Water Logging Pockets in Borough-XVI.** Estimated Cost (Incl. CESS): ₹**4,37,689.56**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **134 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-XVI/142/002/24-25 (2nd Call)**
Name of work : **Replacement of Broken Catch PIT Cover Manhole Cover etc. in different places of Ward No.-142.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹**3,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **250 Days**. Last date and time of submission of Bid: **08.07.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on **10.07.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **29.06.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **E.E.(Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate tenders in two bid system for the following work :–
NIT No.: **EEC/BX/092/002/2024-2025/R**
Name of work : **Development of Passage at R.N. Das Road Abutting Prem. No. 41 R.N. Das Road to 41/B/2 R.N. Das Road, Ward-092, BR-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹**3,68,477.57**. Earnest Money: ₹ **7,400.00**. Time of Completion: **75 Days**. Last date and time of submission of Bid: **08.07.2024–12.00 noon**. Date and Time of Opening of Bid **10.07.2024–12.00 noon**. The bid forms and other details are available on and from **28.06.2024 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in.**
137/24-25

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

লজ্জার হারে স্বপ্নভঙ্গ আফগানদের! প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রোটিয়ারা

ত্রিনিদাদ, ২৭ জুনঃ এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপে অপরাজিত, অপ্রতিরোধ্য দক্ষিণ আফ্রিকা। আফগানিস্তানের রূপকথা শেষ করে বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছল দক্ষিণ আফ্রিকা। এর আগে প্রোটিয়ারা সেমিফাইনালে প্রথমে ব্যাটিং করে ৫৬ রানে অলআউট হয় আফগানিস্তান। ফলে এক্কেবারে অল্প, ৫৭ রানের টার্গেট ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। আফগানিস্তানের টপ অর্ডার সেমিফাইনালে পুরোপুরি হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন মার্কো জ্যানসেন ও তাবরাইজ শামসি। আর ২টি করে উইকেট নেন কাগিসো রাবাডা ও অনরিখ নর্টজে। ৫৭ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে হয়তো ১০

২০০৯ ও ২০১৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে খেলেছিল। কিন্তু ফাইনালের টিকিট একবারও পায়নি। এ বার বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের পথে আরও একধাপ এগোল দক্ষিণ আফ্রিকা। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তই কি কাল হল আফগানদের জন্য? ক্রিকেট মহলে অনেকেই তেমনটা বলছেন। টানা ৭ ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। লক্ষ্য ছিল প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠা। আফগানিস্তানকে হারিয়ে সেই লক্ষ্যপূরণ করেছে প্রোটিয়ারা। ব্যর্থ। প্রথম ওভারের শেষ বলে মার্কো জ্যানসেন শূন্যে ফেরান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজকে। তৃতীয় ওভারে গুলবদিন নায়েবকে (৯) ফেরান সেই জ্যানসেন। এরপর চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ইব্রাহিম জাদরানকে (২) ফেরান কাগিসো রাবাডা। একই ওভারের চতুর্থ বলে মহম্মদ নবিকে শূন্যে ফেরান রাবাডা। পাওয়ার প্লের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে আফগানরা। রশিদ খানের টিমের হয়ে সর্বাধিক রান অজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের (১০)। প্রোটিয়াদের উইকেটেই জেতা হত দক্ষিণ আফ্রিকার। কিন্তু দ্বিতীয় ওভারে ফজলহক ফারুকি ফেরান কুইন্টন ডি'কককে (৫)। এরপর প্রোটিয়াদের হয়ে ম্যাচ জেতানোর কাজ করেন রিজা হেনড্রিক্স (২৯) ও ক্যাপ্টেন এইডেন মার্করাম (২৩)। ৮.৫ ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬৭ বল বাকি থাকতেই ১ উইকেটে ৬০ রান তোলে প্রোটিয়ারা। যার ফলে ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে প্রথম বার টুর্নামেন্টের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ইস্টবেঙ্গলে ২ বছরের জন্য তালাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ গত আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে নেওয়ার পর এ বার গত মরশুমে লিগে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট দেওয়া ফরাসি মিডফিল্ডার মাদি তালালকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল এফসি। বৃহস্পতিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। গত মরশুমে পাঞ্জাব এফসি-র হয়ে খেলে ছ'টি গোল করেছিলেন ও দশটি গোলে অ্যাসিস্ট করেছিলেন তালাল। ২৬ বছর বয়সি সেই প্লেমেকার আগামী মরশুমে খেলবেন লাল হলুদ জার্সি গায়ে। এ দিন ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাম্প্রতিক চুক্তি অনুযায়ী, আগামী দুই মরশুমের জন্য, অর্থাৎ ২০২৫-২৬-এর শেষ পর্যন্ত তালাল তাদের হয়ে খেলবেন। অর্থাৎ, আগামী মরশুমে আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা দিয়ামান্তাকোস, আই লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা ডেভিড লাললাংসাঙ্গা ও কলিঙ্গ সুপার কাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্লেটন সিলভার সঙ্গে লাল-হলুদ আক্রমণে দেখা যাবে গত আইএসএলের সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট দেওয়া তারকা তালালকে। এ ছাড়াও লাল-হলুদ আক্রমণে নাওরেম মহেশ সিং, নন্দকুমার শেকর, পিভি বিষ্ণু, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিকে আমনরাও রয়েছেন। সব মিলিয়ে কার্লেস কুয়াদ্রাতের দলের আক্রমণ বিভাগে এক দুর্দান্ত কম্বিনেশন তৈরি হতে চলেছে। মাদি তালালের দলে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে হেড কোচ কুয়াদ্রাত ক্লাব মিডিয়াকে বলেন, ''আইএসএলের প্রথম মরশুমেই যে বিদেশীরা দুর্দান্ত খেলেছে, তাদের মধ্যে তালাল অন্যতম। ওর দক্ষতা ওর দলের (পাঞ্জাব এফসি) আক্রমণকে আরও ধারালো করে তুলেছিল। শুধু সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলে অ্যাসিস্ট করাই নয়, ও নিজে অনেকগুলো গোলও করে। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর ও আইএসএলের অন্যান্য ক্লাবের প্রস্তাবের চেয়ে ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাবকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। ও যে আমাদের প্রকল্পে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে, তা জানার পরই এই সিদ্ধান্ত নেয়।''

আগস্টে ভারতে আসার পর তালাল পাঞ্জাব এফসির হয়ে আইএসএলে ২২টি ও কলিঙ্গ সুপার কাপে তিনটি ম্যাচ খেলেন। আইএসএলে পাঞ্জাবের দল যে ছ'টি জয় পায়, তার মধ্যে পাঁচটিতেই হয় গোল, নয় অ্যাসিস্ট করেন তালাল। দুর্দান্ত বল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী ও তৎপর এই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার গত আইএসএলে ৪২টি সফল ড্রিবল করেন, যা গত মরশুমে তাঁর নজিরগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। গত মরশুমে সবচেয়ে বেশি গোলের সুযোগ তৈরি করা খেলোয়াড়দের তালিকায় তিনি ছিলেন দু'নম্বরে। ভারতে আসার আগে ফ্রান্স, স্পেন ও গ্রিসের ক্লাব ফুটবলে খেলা এই প্রতিভাবান মিডফিল্ডার তাঁর ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, ''ভারতীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের অবদান প্রচুর। তাই এ রকম এক ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত। নতুন ক্লাবের সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ করার অপেক্ষায় আছি। ক্লাবের সমর্থকদেরও মুখোমুখি হতে চাই। ওরাই তো এই ক্লাবকে বিশেষ জায়গায় নিয়ে গেছে।'' গত মরশুমে আইএসএলে নয় নম্বরে থেকে লিগ শেষ করে ইস্টবেঙ্গল। প্লে-অফের দোরগোড়ায় পৌঁছেও তারা শেষ পর্যন্ত পরপর ব্যর্থতার ফলে নয়ে নেমে যায়। তবে মরশুমের অন্য দুই টুর্নামেন্টে ভাল ফল করে। কলিঙ্গ সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা এবং ডুরান্ড কাপে রানার্সআপ হয়। সম্প্রতি আগামী মরশুমের জন্য আরও ভাল দল গড়বেন বলে সমর্থকদের আশ্বাস দিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ কার্লস কুয়াদ্রাত। সম্ভবত সেই দিকেই এগোচ্ছে লাল হলুদ শিবির।

ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে কলকাতা লিগ শুরু ডায়মন্ড হারবারের

ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব-২
(জবি জাস্টিন-২)
ইউনাইটেড স্পোর্টস-১
(দীপেশ)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ জবি জাস্টিন এখনও ম্যাচ উইনার। এখনও তিনি প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। কলকাতা ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার সেটাই দেখা গেল। জবির জোড়া গোলে এদিন ডায়মন্ড হারবার ২-১ গোলে হারাল ইউনাইটেড স্পোর্টসকে। আলেয়ান্দ্রো মেনেন্দেজের সময়ে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে জবি জাস্টিন নিজের সেরা ফর্মে ছিলেন। অনেক ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছে তাঁর পা। সেই জবি জাস্টিন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। কেরলের সেই স্ট্রাইকার এদিন দুই অর্ধে দুটো গোল করে ডায়মন্ড হারবারকে ম্যাচ জেতালেন। খেলার ২৮ মিনিটে জবি গোল করে এগিয়ে দেন ডায়মন্ড হারবারকে। ইউনাইটেড স্পোর্টস সমতা ফেরায় দীপেশ মুর্মুর দুরন্ত গোলে। হাফ টাইমের সময়ে খেলার ফল ছিল ১-১। দ্বিতীয়ার্ধে সেই জবি ২-১ করে দেন খেলার ৭১ মিনিটে। তার পরে অবশ্য কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। ডায়মন্ড হারবারও গোলসংখ্যা বাড়াতে পারেনি। ইউনাইটেড স্পোর্টসও সমতা ফেরাতে পারেনি। প্রথম ম্যাচ জয় দিয়ে শুরু করল ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব।

বেলজিয়ামকে রুখেও ইউক্রেনের বিদায়
২৪ বছর পর নকআউটে রোমানিয়া

বেলজিয়াম ০ - ০ ইউক্রেন
স্লোভাকিয়া ১ - ১ রোমানিয়া

স্টুটগার্ট ও ফ্র্যাঙ্কফুট, ২৭ জুনঃ দুর্ভাগা নয়তো কী! ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে ইউরোর শেষ ষোলোয় উঠেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি। ৪ পয়েন্ট নিয়ে 'ডি' গ্রুপ থেকে তৃতীয় হয়ে উঠেছে নেদারল্যান্ডস। 'সি' গ্রুপের দুই দল ডেনমার্ক ও স্লোভেনিয়ার জন্য তো ৩ পয়েন্টই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ৪ পয়েন্ট পেয়েও 'ই' গ্রুপের বাকি দলগুলোর থেকে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় ইউক্রেনকে বিদায় নিতে হলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির ফুটবলারদের হতাশায় ডুবিয়ে এই গ্রুপ থেকে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া। স্টুটগার্টে আজ কেভিন ডি ব্রুইনা-রোমেলু লুকাকুদের বেলজিয়ামের সঙ্গে বুক চিতিয়ে লড়ে গোলশূন্য ড্র করেছে ইউক্রেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে স্লোভাকিয়া-রোমানিয়া ম্যাচটা শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়। ৩ ম্যাচ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করায় 'ই' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রোমানিয়া। দলটি ২০০০ সালের পর প্রথমবার ইউরোর নকআউট পর্বে উঠেছে। এই গ্রুপ থেকে বেলজিয়াম দ্বিতীয় আর স্লোভাকিয়া তৃতীয় হয়ে রোমানিয়ার সঙ্গী হয়েছে। বেলজিয়ামকে অবশ্য শেষ ষোলোতেই কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হচ্ছে। আগামী ১ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ডি ব্রুইনার দলের প্রতিপক্ষ কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্স। ডি ব্রুইনা-জেরেমি ডোকুরা আজ যে ধরনের নকশার জার্সি পরেছিলেন, তাতে দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না তাঁরা জাতীয় দল বেলজিয়াম নাকি ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলতে নেমেছেন! আকাশি-নীল জার্সিতে ডি ব্রুইনা-ডোকুর কাছ থেকে নিশ্চয় সিটির মতোই পারফরম্যান্স আশা করেছিলেন বেলজিয়ান সমর্থকেরা। তবে সমর্থকদের মন ভরাতে পারেননি তাঁরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'মিস মাস্টার' তকমা পেয়ে যাওয়া রোমেলু লুকালু আজও একাধিক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। দারুণ কিছু সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন টিমোথি কাস্তানিয়ে, ইয়োহান বাকাইয়োকোরাও। উল্টো জয়সূচক গোলটা প্রায় পেয়েই গিয়েছিল ইউক্রেন। ম্যাচের শেষ দিকে বেলজিয়ান গোলকিপার কিওন কাস্তয়েলসকে একা পেয়েও তাঁর শরীর বরাবর শট নেন ইউক্রেনের জর্জি সুদাকভ। শেষ পর্যন্ত বেলজিয়ামের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয় ইউক্রেনীয়দের। মাঠ ছাড়তে হয় ইউরোর গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে পড়ার হতাশা নিয়ে। বিস্ময়কর হলেও সত্যি ইউরোর মূল পর্বে এটিই ইউক্রেনের প্রথম ড্র। এর আগে ১৩ ম্যাচ খেলে ৯টিতে হার ও ৪টিতে জিতেছে তারা। আজ ইউক্রেনের সমর্থকদের দেহটা স্টুটগার্টের এমএইপি অ্যারেনায় পড়ে থাকলেও মনটা যেন ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টের ডয়চে ব্যাংক পার্কে। সেখানে যে মুখোমুখি হয়েছে গ্রুপের অন্য দুই দল রোমানিয়া আর স্লোভাকিয়া। তাই মোবাইলটা হাতে নিয়ে সেই ম্যাচেও চোখ রাখতে হচ্ছিল ইউক্রেন সমর্থকদের। রোমানিয়া-স্লোভাকিয়ার যে কেউ জিতলেই কপাল খুলে যেত ইউক্রেনের। বেলজিয়ামের সঙ্গে ড্র করেও তৃতীয় হওয়া শীর্ষ ৪ দলের একটি হিসাবে পৌঁছে যেত শেষ ষোলো পর্বে। কিন্তু রোমানিয়া-স্লোভাকিয়া ম্যাচটা ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় ইউক্রেনীয়দের আশা পূরণ হয়নি। ম্যাচে দুটি গোলই হয়েছে প্রথমার্ধে। ২৪ মিনিটে স্লোভাকিয়াকে এগিয়ে দেন ওনদ্রেই দুদা। ৩৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা আনেন রোমানিয়ার রাজভান মারিন।

ইউরো কাপ

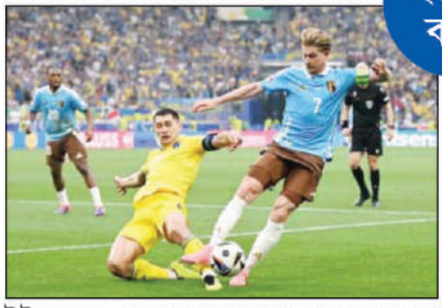

ইউক্রেনের তারাস স্তেপানেনকোর সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে বেলজিয়ান অধিনায়ক কেভিন ডি ব্রুইনা।

'ই' গ্রুপ থেকে তৃতীয় হয়ে রোমানিয়ার মতো শেষ ষোলোয় উঠেছে স্লোভাকিয়া।

তীব্র গরমে নাজেহাল, কোপার ম্যাচে মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন রেফারি

কানসাস, ২৭ জুনঃ একদিকে ইউরো কাপের গ্রুপ পর্ব শেষ। এ বার ইউরোর শেষ-১৬-র অপেক্ষা। এরই মাঝে কোপা আমেরিকাও এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যে হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে কোপা আমেরিকায় ঘটে যাওয়া এক অপ্রীতিকর ঘটনার ভিডিয়ো। ম্যাচ পরিচালনা করতে গিয়ে মাঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন রেফারি। শেষ অবধি স্ট্রেচারে তাঁকে ছাড়তে হয় মাঠ। কোপা আমেরিকার গ্রুপ-এ-তে পেরু ও কানাডার ম্যাচে সেই ঘটন ঘটে। অতিরিক্ত গরমের কারণে মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন ওই ম্যাচের সহকারী রেফারি। হামবের্তো পানজেজ নামের ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিকে ম্যাচের মাঝে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে তাঁর কাছে ছুটে আসেন কানাডার গোলকিপার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেডিকেল টিমকে মাঠে আসার ইশারা করেন। মুহূর্তের মধ্যে মাঠে পৌঁছে যায় মেডিকেল টিম। তাঁকে প্রাথমিক শুশ্রূষা করার পর স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে আসা হয়। এবং তাঁর পরবর্তী প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। জানা গিয়েছে, এখন হামবের্তো সুস্থ আছেন। অ্যাকুওয়েদারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই ম্যাচের সময় সময় কানসাসের চিলড্রেন মার্সে পার্ক স্টেডিয়াম এলাকায় তাপমাত্রা ছিল ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সেই সময় তাপমাত্রা অনুভব হচ্ছিল প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলিয়াসের মতো। ওই সময় বাতাসে আর্দ্রতাও ছিল ৫১ শতাংশ। সব মিলিয়ে কোপা আমেরিকাতে পেরু-কানাডা ম্যাচ চলাকালীন তীব্র গরম সহ্য করতে পারেননি গুয়াতেমালার সহকারী রেফারি। এই ঘটনা অবশ্য ফুটবল মহলে অনেকের চিন্তা বাড়িয়েছে। কারণ? কে বলতে পারে, তীব্র গরমে ম্যাচ খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেই পারেন কোনও না কোনও ফুটবলার। সেক্ষেত্রে আয়োজকদের চাপ বাড়বে বই কমবে না।

শ্রীলঙ্কার হতাশাজনক পারফরমেন্স, পদত্যাগ করলেন দলের প্রধান কোচ ক্রিস সিলভারউড

কলম্বো, ২৭ জুনঃ ক্যারিবিয়ান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার হতাশাজনক অভিযানের পরেই হঠাৎ পদত্যাগ করলেন হাসারাঙ্গাদের প্রধান কোচ ক্রিস সিলভারউড। প্রধান কোচের পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যাইহোক, সিলভারউড তার পদত্যাগের জন্য ব্যক্তিগত কারণকে উল্লেখ করেছেন। ক্রিস সিলভারউড বলেছেন যে তিনি কোচ হিসাবে তার ব্যস্ততার জন্য নিজের পরিবার এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারছেন না, এবং তিনি বর্তমানে সেটি করতে চান বলেই এই পদ থেকে সরে যেতে চান। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে সিলভারউড শ্রীলঙ্কা দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন। ক্রিস সিলভারউডের কোচিংয়ে ৮টি টেস্ট, ২৬টি ওয়ানডে ও ১৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেছে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু বর্তমানে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪ থেকে শ্রীলঙ্কার বিদায়ের পর ক্রিস সিলভারউড সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টের মাধ্যমে সিলভারউডের পদত্যাগের কথা জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। এই পোস্টে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড ক্রিস সিলভারউডকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, ''আন্তর্জাতিক কোচ হওয়ার অর্থ আমার প্রিয়জনদের থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য দূরে থাকা। আমার পরিবারের সঙ্গে এবং ভারী হৃদয় নিয়ে দীর্ঘ কথোপকথনের পরে, আমি মনে করি এখন আমার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে। এবং এটি আমার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর সময়।'' ক্রিস সিলভারউড আরও জানিয়েছেন, ''আমি শ্রীলঙ্কায় থাকাকালীন সময়ে তাদের অটল সমর্থনের জন্য খেলোয়াড়, কোচ, ব্যাকরুম স্টাফ এবং এসএলসি ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের সমর্থন ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হত না।''

'নতুন মারাদোনা'র জাদুতে রোনাল্ডোর পর্তুগালকে হারিয়ে জর্জিয়ার ইতিহাস

জেলসেনকিরচেন, ২৭ জুনঃ 'কাভারাডোনা' বা 'নতুন মারাদোনা' নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন আরও আগে। নাপোলির তিন দশক পর সিরি 'আ'র শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়কও ছিলেন তিনি। সেই খিচা কাভারাস্কেইয়া এবার ইউরোর ম্যাচে ম্লান করে দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে। কাভারাস্কেইয়ার আলো ছড়ানোর রাতে পর্তুগালকে ২-০ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে জর্জিয়া। এ জয়ে গ্রুপ 'এফ' থেকে তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটি হয়ে পরের পর্বে গেল জর্জিয়া। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তুরস্ক। এ জয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে তুরস্কও। ইউরো খেলতে আসার দলগুলোর মাঝে র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা (৭৪ নম্বর) দল হলো জর্জিয়া। এমনকি এবারই প্রথম বড় টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পেয়েছে দেশটি। কিন্তু সেই জর্জিয়াই ইউরোর ইতিহাসে অন্যতম সেরা অঘটনের জন্ম দিয়ে পৌঁছে গেল শেষ ষোলোয়। কাভারাস্কেইয়ার পাশাপাশি কৃতিত্ব দিতে হবে আরেক ফরোয়ার্ড গিওর্গে মিকাওতাদজেও। প্রথম গোলে সহায়তার পাশাপাশি পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেছেন তিনি। প্রথম দুই ম্যাচে জিতে আগেই গ্রুপসেরা হয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছিল পতুর্গাল। সে কারণেই হয়তো আগের ম্যাচ থেকে ৮ পরিবর্তন নিয়ে একাদশ সাজান পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। তবে নিয়মিত একাদশের বেশিরভাগ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিলেও, রেখে দেন অধিনায়ক রোনাল্ডোকে। কিন্তু রোনাল্ডোও এই ম্যাচে বিশেষ কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি। রূপকথার দুর্দান্ত এক গল্প লিখেই মাঠ ছেড়েছে জর্জিয়া। জার্মান ক্লাব শালকের মাঠে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই দেখা মেলে জর্জিয়ার চমকের। পর্তুগিজ ডিফেন্ডার আন্তোনিও সিলভার ভুলে মাঝমাঠের কাছাকাছি জায়গায় বল পান জর্জিয়ার গিওর্গে মিকাওতাদজে। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বল বাড়ান কাভারাস্কেইয়ার উদ্দেশ্য। সুবিধাজনক জায়গায় বল পেয়ে ভুল করেননি নাপোলির এই উইঙ্গার। জায়গা বের করে দুর্দান্ত এক ফিনিশিংয়ে গোল করে এগিয়ে দেন জর্জিয়াকে। ম্যাচের শুরুতে গোল হওয়ায় দুইদলই মরিয়া হয়ে ওঠে। পর্তুগাল একদিকে সমতা ফেরানোর জন্য আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে, বিপরীতে জর্জিয়ার চোখ ছিল আরেক গোল করে ম্যাচে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার। যে কারণে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে জমে ওঠে লড়াই। ১৬ মিনিটে রোনাল্ডোর নেওয়া দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক ঠেকিয়ে জর্জিয়াকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক। ২৮ মিনিটে আবারও গোলের কাছাকাছি পৌঁছেও গোলের দেখা পায়নি পর্তুগাল। ৩০ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের শট পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। এ সময় জর্জিয়ান রক্ষণের ওপর বেশ চাপ তৈরি করে পর্তুগাল। ৩৩ মিনিটে প্রতি-আক্রমণে কাভারাস্কেইয়ার প্রচেষ্টা অল্পের জন্য গোল হয়নি। ৩৫ মিনিটে রোনাল্ডোর শট আটকে যায় জর্জিয়ার রক্ষণ জালে। একটু পর প্রতি-আক্রমণে কাভারস্কেইয়া ফাউলের শিকার হলে ফ্রি-কিক পায় জর্জিয়া। নাপোলি উইঙ্গারের নেওয়া ফ্রি-কিকটি অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। প্রতি-আক্রমণে কাভারাস্কেইয়া ছিলেন দুর্দান্ত। তাঁর পায়ে বল গেলেই তৈরি হচ্ছিল দারুণ কিছুর সম্ভাবনা। কাভারাস্কেইয়ার আলো ছড়ানো ফুটবল বাদ দিলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল মূলত পর্তুগালের হতেই। ৪৩ মিনিটে জোয়াও পাউলিনিয়ার শট পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। পিছিয়ে থেকেই শেষ পর্যন্ত বিরতিতে যেতে হয় পর্তুগালকে। বিরতির পরপর রোনাল্ডোর শট পোস্টের ওপর দিয়ে যায়। ৫০ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন কাভারাস্কেইয়া। এ সময় আক্রমণের জবাব প্রতি-আক্রমণ দিয়েই দিচ্ছিল জর্জিয়া। তেমনই এক প্রতি-আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে প্রথম গোলে ভুল করা সেই আন্তোনিও সিলভা এবার বক্সের ভেতর ফাউল করে বসেন লুকা লোশোভিলিকে। ভিএআরে যাচাই করে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। স্পট কিকে ভুল করেননি মিকাওতাদজে। জর্জিয়াকে এগিয়ে দেন ২-০ গোলে। দুই গোল হজম করে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠে পর্তুগাল। একের পর এক আক্রমণে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল জর্জিয়াকে। কিন্তু অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক ফুটবলে বিপদও তৈরি হচ্ছিল পতুর্গালের জন্য। প্রতি-আক্রমণে জর্জিয়া বারবার হুমকি তৈরি করছিল। শেষ দিকে অবশ্য ম্যাচে ফেরার জন্য একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যায় পর্তুগাল। একাধিকবার খুব কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও ভাঙতে পারেনি জর্জিয়ার রক্ষণ-দুর্গ। হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে পতুর্গালকে।

ইউরো কাপ

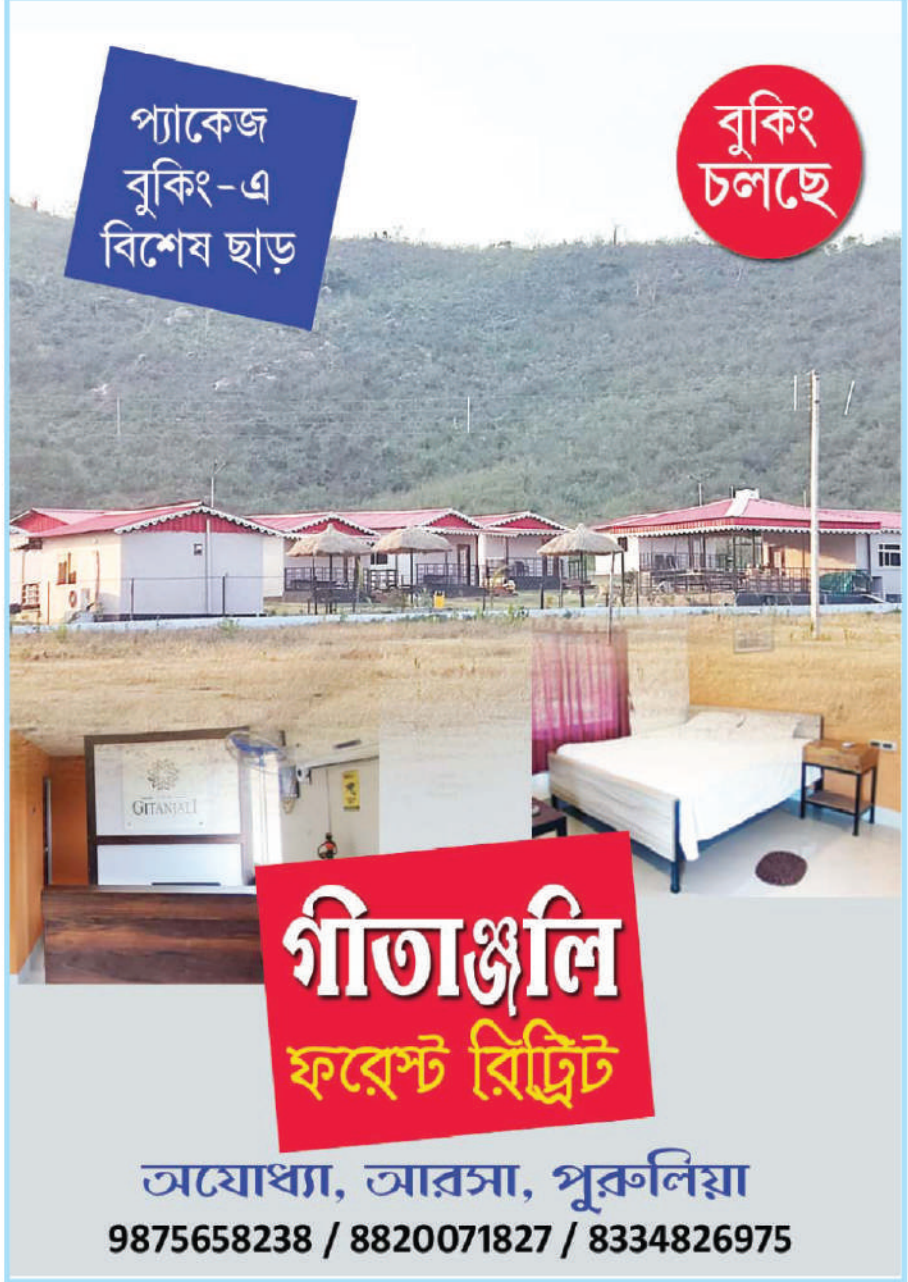

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com